বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

শেষ মার

প্রিম রিজভী তৌহিদ

সবা প্রকাশনী

SUVOM

ওয়েস্টার্ন ১১১

শেষ মার

প্রিম রিজভী তৌহিদ

সেবা প্রকাশনী

ISBN - 984 -16 8111- 0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স . ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHESH MAR
By: Prim Rizvee Touhid

আটাশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

শেষ মার

ওয়েস্টার্ন - ১১১

শেষ মার

প্রিম রিজভী তৌহিদ

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

পাথুরে মরুর কঠিন বুকে ঘোড়ার পদধ্বনির একটানা আওয়াজ উঠছে। আওয়াজটা ভোঁতা, তবে ছন্দোবদ্ধ। নিশিথ মরুযাত্রায় রয়েছে নিঃসঙ্গ এক অশ্বারোহী। কমলা রঙা বিশাল এক ডানের পিঠে তার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ কাঠামো ঘন ঘন ওপর-নিচ করছে দৌড়ের তালে।

এক হাতে ডানের লাগাম ধরে আছে সে, অন্য হাতে আরও দুটো লাগাম। সঙ্গে অতিরিক্ত দুটো ঘোড়া রয়েছে, একটা মাসটাঙ, অন্যটা সোরেল। ডানের পাশাপাশি ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সে ও দুটোকে। টুপির নিচ দিয়ে নারকেল ছোবড়া রঙের কোঁকড়া, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল বেরিয়ে আছে আরোহীর, ঝাঁকির সঙ্গে তাল রেখে দুলছে।

নাম তার ম্যাক। রেমিংটন ম্যাক। উচ্চতা ছয় ফুট, বয়স সাতাশ-আটাশ। চোয়াল ঈষৎ চাপা, লম্বাটে মুখ। চোখের রং সবুজ। চাউনি সদা সতর্ক।

রাত নেমেছে বেশ আগেই। নির্জন মরুরাত। ভয়ঙ্করও বটে। মাথার ওপর কালচে ভেলভেটের মত আকাশের বিস্তীর্ণ বুকে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের মেলা বসেছে আজ। শ্বাসরুদ্ধকর, নয়নাভিরাম দৃশ্য। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার ফুরসত নেই রেমিংটন ম্যাকের! মাথায় তার নানান ভাবনা। সবচেয়ে বড় ভাবনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা আশ্রয়ে পৌঁছানো। নিরাপত্তা চাই তার, চাই বিশ্রাম।

আজ নিয়ে একটানা তিন রাত দৌড়ের ওপর রয়েছে ম্যাক। দিনের

আলো ভাল করে ফোটার আগেই নিজেকে লুকিয়ে রাখার মত জায়গা খুঁজে বের করে গা ঢাকা দিয়ে আবার আঁধারের অপেক্ষায় থেকেছে। তারপর আবার ছোটা। গোপনে গন্তব্যে পৌঁছার স্বার্থে এই পথ বেছে নিয়েছে সে। কাঁধে কঠিন দায়িত্ব, পালন করতেই হবে। অথচ এগোতে হবে সন্তর্পণে, যথাসম্ভব নিজেকে লুকিয়ে।

সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত একনাগাড়ে পথ চলছে ম্যাক, ঢিল দেয়নি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া। পালা করে ঘোড়া পাল্টেছে, যাতে কোনটার ওপর চাপ বেশি না পড়ে যায়। ক্লান্তিতে নেতিয়ে না পড়ে কোন ঘোড়া। এ ধরনের সাবধানতা এই প্রথম নিতে হয়েছে রেমিংটন ম্যাককে। বিশেষ প্রয়োজনে।

জোর গুজব, অ্যাপাচিদের একটা দল রিজার্ভেশন থেকে পালিয়েছে। নাভাজো অ্যাপাচি। এদিকেই, অর্থাৎ সাউদার্ন ট্রেইলের আশেপাশেই রয়েছে ওরা। লুটতরাজ আর খুন-জখমে মেতে উঠেছে। ক্ষুধার্ত কুগারের মত শিকার খুঁজে ফিরছে। ওদের চোখে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। তৎক্ষণাৎ পালাতে হবে জানপ্রাণ বাজি রেখে। ওরকম মুহূর্তে বাহন যদি ক্লান্ত থাকে, তাহলেই সর্বনাশ। যে কারণে এই সতর্কতা।

তবে ভরসা আছে, অন্যসব উপজাতির তুলনায় নাভাজোরা কিছুটা নমনীয়। কিছু কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলে ওরা। যার একটা হচ্ছে রাতে কখনও কাউকে আক্রমণ না করা। সেই ভরসায়ই রাতে পথ চলছে রেমিংটন ম্যাক। গন্তব্যে পৌঁছতে হবে ওকে, কাঁধের দায়িত্বের বোঝাটা নামাতে হবে।

হালকা সাদাটে রেখার রথে চড়ে সকাল এল। সেই আলোয় নিজের সামনে মালভূমি সিয়েরার বিশাল গাম্ভীর্যময় বিস্তার চোখে পড়ল রেমিংটন ম্যাকের।

শিগগিরই প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল সূর্য। গনগনে তাপ

ছড়াতে শুরু করল। যেন একদম দেরি হয়ে গেছে আজ। এখুনি সবাইকে ঝলসে ফেলার কাজটা না সারলেই নয়। দক্ষিণে তাকাল ম্যাক। গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গেছে ও। স্টকের জন্য অন্তত একদিন যাত্রা বিরতি করতে হবে। সামনেই একটা সরাইখানা গোছের আশ্রয় রয়েছে মরুযাত্রীদের জন্য। কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে সামনের এই মালভূমি পেরোতে হবে। প্রচুর সময় লাগবে। সন্ধের আগে স্টোরহাউসে পৌঁছুতে চায় ম্যাক। তাই আজ দিনেই পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ক্লান্ত ওর। সেই সুদূর প্রেসকট থেকে চলার ওপরে আছে। বিশ্রাম আর তাজা খাবারের লোভে অধৈর্য হয়ে উঠেছে মন।

দৈত্যাকার মেসার ঠিক নিচেই স্টোর হাউসটা। বিশাল একটা দুর্গ যেন। পয়সার বিনিময়ে মরুচারীদের সাময়িক আশ্রয়। ঝাড়িটার আধ মাইল পুবে বিরাট গিরিখাদ। মাঝখানে একটা ওঅশ। বছরে একবার বন্যার পানিতে নদীর আকার ধরে। তবে তা সামান্য ক'দিনের জন্য। শিগগিরই উত্তপ্ত মরুসূর্য উচ্ছলতা কেড়ে নেয় তার।

স্টোর হাউসের মালিক রিড জোনস। মোটাসোটা, বেঁটে রিড জোনস হাইপার টেনশনের মানুষ। সব সময়ে দুশ্চিন্তায় ছটফট করা তার স্বভাব।

এই মুহূর্তেও তাই করছে সে। অবস্থা খারাপ। দুশ্চিন্তায় রীতিমত কাতর হয়ে আছে সে। মেজাজ তুঙ্গে। চিন্তায় পড়ার মতই খবর কানে এসেছে। অ্যাপাচিদের রিজার্ভেশন থেকে পালানোর খবর জানতে বাকি নেই তারও। ছাপোষা মানুষ রিড জোনস। চারটে ছেলেমেয়ে আর বউ নিয়ে সংসার। তার ওপর বড় মেয়েটি আবার সোমত্ত। পেটের দায়ে এই বিরাণ প্রান্তরে বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকতে হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাতে পারে না সে। সার্বক্ষণিক সতর্কতা তার জীবনের শান্তি নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

'নাহ্, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কেউ আসছে না এদিকে।'

বাক্য দুটো গত তিন ঘণ্টায় বহুবার বলেছে জোনস। স্টোরের প্রধান দরজার সামনে গ্যালারির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে আছে সে। সামান্য ধুলোও চোখে পড়েনি। অথচ তারপরও দুশ্চিন্তা কমছে না তার। জোনস পত্নী স্বামীর চেয়েও মোটা, চর্বি থলথলে দেহ। রিডের দুশ্চিন্তার প্রভাব তার ওপরেও পড়েছে, ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে মহিলা।

অস্থিরতা অসহ্য হয়ে উঠতে ছোট ছেলে ড্যানিকে ছাদে উঠিয়ে দিল স্টোর মালিক। আরও দূরে দেখা যাবে এর ফলে। অধীর আগ্রহে নিচে অপেক্ষা করছে অন্যরা।

ড্যানি উপরে উঠতে না উঠতেই সুফল দেখা দিল। 'ধুলো! বাবা, ধুলো!' চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল সে।

'কোনদিকে?' লাফিয়ে উঠল রিড জোনস।

'উত্তরে।'

দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল স্টোর মালিক। সূর্যের আলো ঠেকানোর জন্যে কপালে হাত রেখে উত্তর দিকে তাকাল।

'কি দেখলে?' স্বামীর কনুইয়ের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল মিসেস জোনস।

'কিছু না,' তাকে হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে ছুটল জোনস।

দ্রুত মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ মইটা কাতর স্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। জোনসের ভার বহনে অক্ষম। কিন্তু ওসবে কান দেয়ার মত অবস্থায় নেই এখন স্বভাব-নার্ভাস লোকটা। বিশাল বপু টেনে হাঁসফাঁস করতে করতে ছাদে উঠল সে।

অর্ধেক পথ স্বামীর পিছু ধরে উঠে গেল মিসেস জোনস। কিন্তু মইয়ের ক্যাঁচক্যাঁচ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় মাঝপথে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

'কিছু দেখতে পেলে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে।

'এমিলি! নিচে যাও।' জবাবে স্ত্রীকে হুকুম দিল স্টোর মালিক। 'পাপাগোর বাচ্চা চার্লিকে ডেকে আনো জলদি। বাড়ি ভর্তি লোক এখানে। ও ব্যাটা কোথায় ঘাপটি মেরে আছে? খালি কাজে ফাঁকি দেয়ার মতলব!' গজ গজ করতে লাগল সে।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ তুমি?' স্বামী থামতে আবার জানতে চাইল মিসেস জোনস।

'কি! এখনও যাওনি তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল স্টোর মালিক। 'বাজে প্রশ্ন বন্ধ করে যা বলছি তাই করো। এটা মেয়েদের ব্যাপার না। ইণ্ডিয়ান ব্যাটাকে এখানে পাঠাও জলদি।'

বিরক্ত মুখে নামতে গিয়ে আরও বিরক্তি বাড়ল মহিলার। নামতে পারছে না। নিচের ধাপগুলোয় ছাদে ওঠার জন্য গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে তাদের অপর তিন ছেলে-মেয়ে। মায়ের চড় চাপড় খেয়েও সিধে হলো না তারা। মারামারি চালিয়ে যেতে লাগল। একজন এক ধাপ উঠলেই অন্যজন তাকে পা ধরে টেনে নিচে ফেলছে। গোলমাল না থামালে তাদেরকে অ্যাপাচিদের হাতে তুলে দেয়া হবে বলে শাসানোয় কাজ হলো। রণে ভঙ্গ দিল তারা। সুড় সুড় করে নেমে গেল।

স্টোর হাউসটা বিশাল। অসংখ্য ছোট ছোট কামরা। বড় কামরা বলতে একটাই, ইলরুম। ওখানে একটা বার আছে।

ঘিঞ্জি কামরাগুলোয় চার্লিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মিসেস জোনস। চার্লি পাপাগো ইণ্ডিয়ান। বহুদিন হলো স্টোর মালিকের চাকরি করছে সে। এখনও ইংরেজি রপ্ত করতে পারেনি। অন্তত স্টোর মালিকের সেরকমই ধারণা।

চার্লিকে শাপশাপান্ত করছে মিসেস জোনস। স্বামীর মত তারও স্থির বিশ্বাস, কাজের ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে চার্লি।

অবশেষে পাওয়া গেল চার্লিকে। হাঁ করে ঘুমোচ্ছে নিজের কামরায়।

নাক ডাকার বিকট আওয়াজে ঘরে ঢোকা দায়। কেবল তাই নয়, আরও একটা কারণে ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল মিসেস জোনস। চোলাই মদের তীব্র গন্ধে ভারি হয়ে আছে ঘরের বাতাস।

ঠেলা গুঁতোয় কাজ হলো না। মাতালের ঘুম এমনিতেও সহজে ভাঙার নয়। ওদিকে স্বামীর অধৈর্য চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

ঘরের কোণে পানি ভরা কলসিটা চোখে পড়ল মহিলার। কাল বিলম্ব না করে কলসিটা নিয়ে এল সে। এক কলস পানি পুরোটাই চার্লির মাথায় ঢেলে দিল হড়হড় করে।

লাফিয়ে উঠে একেবারে দু'পায়ে খাড়া হয়ে গেল চার্লি। চমকে তিন পা পিছিয়ে গেল মিসেস জোনস। মোটা ঠোঁট ঝুলে পড়েছে চার্লির। অবাক হয়ে নিজের অবস্থা দেখছে। হঠাৎ করেই যেন বুঝতে পারল কি ঘটেছে। অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল সে। আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে।

ওসব পাত্তা দেয়ার ধার দিয়েও গেল না মিসেস জোনস। কলার ধরে হিড় হিড় করে টেনে ঘর থেকে বের করে আনল চার্লিকে। তারপর ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল। বুঝল চার্লি। ঘাড় নেড়ে ছুটল।

ছাদে যখন পৌঁছুল তখন দেখার মত হয়েছে তার চেহারা। চোখ দুটো লাল। পানিতে ভিজে জট পাকানো লম্বা চুলগুলো মাথা-ঘাড়ে লেপটে রয়েছে। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে।

'ঈশ্বর! হয়েছে কি তোমার? শয়তানের সাথে দেখা হয়েছিল নাকি?' হতভম্বের মত খানিক তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল স্টোর মালিক।

তীব্র কণ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল চার্লি। তাড়াতাড়ি হাত তুলে তাকে থামাল রিড। চার্লির কথা শুনে লাভ নেই। অদ্ভুত ভাষায় বক বক করে যাবে লোকটা, এক বিন্দুও বুঝবে না সে।

উত্তর দিকে ইঙ্গিত করল রিড। 'কিছু দেখা যায়?'

চোখের ওপর থেকে ভেজা চুল সরিয়ে সেদিকে মন দিল চার্লি।

ইংরেজি জানে না সে। এদিকে তার স্প্যানিশ বা ইণ্ডিয়ান ভাষা, কোনটাই বোঝে না স্টোর মালিক। অর্থাৎ একের কথা বোঝার উপায় নেই অন্যের। সাধারণ প্রচলিত কিছু শব্দ এবং আকার ইঙ্গিতই ভরসা। তবে ইংরেজি বলতে না পারলেও বোঝে চার্লি। কোন দায়িত্ব দিলে সেটা ঠিকই পালন করে।

'কয়জন?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল রিড। তারপর তার জানা সামান্য স্প্যানিশটুকু প্রয়োগ করতে তৎপর হলো, 'উনো, দোস, ট্রেস, কোয়াট্রো? কত জন!'

হালকা নাক টানল চার্লি। প্রথম নজরেই ছোটখাট একটা ধুলোর পাহাড় চোখে পড়েছে তার। কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর আকার ইঙ্গিত এবং দুর্বোধ্য স্প্যানিশে মালিককে বোঝাল ক'জন আসছে বুঝতে পারছে না সে।

মুখ বাঁকাল রিড জোনস। 'আমেরিকান—ইয়াকুই? মেক্সিকান?'

ফের একই জবাব এল চার্লির কাছ থেকে। বুঝতে পারছে না।

বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল স্টোর মালিক। তাকিয়ে রইল উড়ন্ত ধুলোর দিকে। ওই ধুলো তাদের জন্য কি অশুভ বার্তা বয়ে আনছে কে জানে! বিশাল মেসার ওপরের রঙ বদলে যাচ্ছে। পাটে বসেছে সূর্য। চার্লিকে সামনে নজর রাখতে বলে ছাদ থেকে নেমে এল জোনস।

অসহ্য গরম স্টোরের ভেতরে। তবু স্ত্রীকে বলল, 'শাটার আর দরজা বন্ধ থাকবে আজ। সবগুলো।'

'কিন্তু কিচেনের দিকেরগুলো খুলে রাখলে দোষ কি?'

'আমার কথা শুনেছ তুমি, এমিলি!'

এ মুহূর্তে দু'জন খদ্দের রয়েছে জোনসের স্টোরহাউসে।

তাদের একজন কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত মুখ ধুচ্ছে। কাজ শেষ হতে এগিয়ে এল সে স্টোর মালিকের দিকে।

জোনসই কথা বলল প্রথম। 'উত্তর দিকে ধুলো দেখা যাচ্ছে, শুনেছ

নিশ্চয়ই? কেউ আসছে এদিকে। কিছু বুঝলে, মিস্টার এবারলি?'

ট্রাউজার্সের গায়ে ভেজা হাত মুছছে চর্বি থলথলে লোকটা। এক ফোঁটা পানি ভেজা মুখ বেয়ে চিবুকে এসে ঝুলছে। মোটা কাপড়ের পোশাক পরে আছে সে। তেমন চকচকে নয় পায়ের বুট। হাঁটু সমান উঁচু বুটের ভেতর ট্রাউজার্স গোঁজা। বেল্টের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে ভুঁড়ি। শার্টের বাঁধন-ছেঁড়ার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত যেন।

সাধারণত এই বিরাণ প্রান্তরে খদ্দের এলে দ্রুত তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলে জোনসের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু এবারে তা হয়নি। অনিচ্ছাটা অবশ্য জোনসের ছেলেমেয়েদের নয়, এবারলিই কোন আগ্রহ দেখায়নি তাদের প্রতি। ফলে লোকটাকে মোটেও পছন্দ হচ্ছে না ছেলেমেয়েদের। জোনসের বড় মেয়ে শেরি আক্ষরিক অর্থেই অপূর্ব সুন্দরী। স্বভাবতই আগন্তুকদের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয় সে। কিন্তু তার দিকেও দৃকপাত করেনি এবারলি। ব্যাপারটা শেরির পছন্দ হবার কথা নয়। হয়ওনি। ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছে সে এটাকে।

গ্যালারির সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল এবারলি। উত্তর দিকে তাকাল। চোখের চারপাশে চামড়া কুঁচকে আছে। পশ্চিমে এটা স্বাভাবিক। জ্বলন্ত সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে বহু দূরে দেখতে গেলে চোখের চারপাশের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যেই ভাঁজগুলো স্থায়ী আসন গাড়ে।

'কিছুই বুঝতে পারছি না, মিস্টার জোনস.' খানিক তাকিয়ে থেকে মতামত জানাল এবারলি। 'নাভাজোদের ছড়িয়ে পড়ার গুজব শুনেছ তুমি. তাই না? সে জন্যই ধুলো দেখে ভয় পাচ্ছ? কিন্তু ব্যাপারটা তা নাও তো হতে পারে। ওরা এত খোলাখুলি আসবে বলে মনে হয় না।'

কথা শেষ করে স্টোর মালিকের মন্তব্যের অপেক্ষায় থাকল না এবারলি। ভারী পায়ে এক রকম দ্রুতই নিজের কামরার দিকে চলে গেল।

সূর্যের শেষ রশ্মি হারিয়ে গেল স্টোরের দরজার ওপর থেকে। স্টোরের অপর খদ্দের এসে দাঁড়াল দরজায়।

লোকটা যুবক। লম্বা, সুদর্শন। এক নজরে চোখে পড়ার মত। এই লোকটাকে মোটামুটি পছন্দ হয়েছে সবার। সৌজন্য প্রকাশে কার্পণ্য নেই তার। এবারলি আসার ঠিক পর পরই এসেছে ম্যাডার নামের এই যুবক। একই কামরায় ঠাঁই হয়েছে দু'জনের।

বাড়ির পেছনদিকে লম্বা একটা করিডরের শেষ মাথায় ওদের কামরা। ছোট, গুমোট।

কামরায় ঢুকে নিজের কটের ওপর টুপি ছুঁড়ে মারল ম্যাডার।

'তাড়াতাড়িই কাজ শেষ করতে পারব মনে হচ্ছে। আমরা যে জন্যে এখানে, ঠিক তাই বয়ে আনছে ওই ধুলো, তাই না এব?'

টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে এবারলি। হাত দুটো মাথার নিচে।

'এব, এব করছ কেন?' ধমকে উঠল সে। 'ওসব এখানে ভুলে যেতে বলেছি না? মনে রেখো, আমাকে জন্মেও দেখোনি তুমি। আজ এই স্টোরে প্রথম দেখেছ তুমি আমাকে। আর শোনো, স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবে। কখন গা ঝাড়া দিতে হবে সে নির্দেশ সময় মতই পেয়ে যাব আমরা। আগে থেকেই ঘামতে শুরু করে সব ভণ্ডুল করে দিয়ো না।'

আরাম করে নিজের কটে বসল ম্যাডার। 'গুরুজন সাজার অভ্যেস বদলাবার চেষ্টা করো, দোস্ত। নাক টিপলে দুধ পড়ার বয়স পেরিয়ে গেছে আমার। আমি যখন ঘামব, তুমি তখন কাপড় ভিজিয়ে ফেলবে।'

জ্বলে উঠল এবারলির চোখ। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে। এখন গোলমাল পাকানোর ফল কারও জন্যেই ভাল হবে না।

'ঠিক আছে,' আপোসের সুরে বলল সে। 'তুমিও বেশি টাফনেস দেখানোর চেষ্টা কোরো না। এবার কোমর থেকে কামানটা নামাও।'

ঝট করে উঠে বসল ম্যাডার। 'পিস্তল ছাড়া কোনদিন আমাকে দেখেছ তুমি?' ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল সে এবারলির দিকে।

'দেখিনি,' স্বীকার করল এবারলি। 'কিন্তু সব কিছুরই প্রথম বার বলে একটা কথা আছে।'

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ম্যাডার। এবারলির কথার জবাব দেয়ার ধার দিয়েও গেল না। রহস্যময় এক টুকরো হাসি লেগে আছে তার ঠোঁটের কোণে।

•

দুই

উত্তরের ধুলোর সমান্তরালে রয়েছে ম্যাক। স্যাডলের পকেটে রাখা বিনকিউলারটা বের করল সে। ওই ধুলো রিড জোনসের মত চিন্তায় ফেলেছে তাকেও। বুঝতে পারছে ওখানে বেশ কয়েকটা ঘোড়া রয়েছে।

গ্লাস চোখে ধরতেই দৃশ্যটা মোটামুটি পরিষ্কার দেখা গেল। প্রায় ডজন খানেক প্যাক হর্স। একটা ওয়াগন। আর চারজন লোক। কারও চেহারা স্পষ্ট বোঝা যায় না। রিড জোনসের স্টোরের দিকেই যাচ্ছে লোকগুলো। অ্যাপাচি সংক্রান্ত গুজব ওদের কানেও গিয়েছে নিশ্চয়ই। বোধহয় এজন্যেই তাড়াহুড়ো করছে। ওয়াগনে মালপত্রের নিশ্চয়ই অভাব নেই। শিকার পছন্দের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ম্যাক আর ওদের মধ্যে শেষের দলটাকেই বেছে নেবে অ্যাপাচিরা।

বিনকিউলার ঘুরিয়ে সামনে তাকাল ম্যাক। স্টোরের ছাদে কয়েকটা

ছোট বড় মনুষ্যমূর্তি ছাড়া উষর মরুতে আর কিছুই নেই।

ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগাল সে। তাড়াতাড়ি এগোনো দরকার। যদিও জানে তাতেও স্টোরে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। নিদেন পক্ষে সন্ধে।

না, কেবল সন্ধে নয়। রাত হয়ে গেল জায়গামত পৌঁছতে।

স্টোরের বিশাল কাঠের গেটে ধাক্কা দেয়ার আগে বাধা এল। ড্রাই ওঅশের ওপাশ থেকে ক্ষণিকের জন্য একটা আওয়াজ ভেসে এসেছে। যতদূর মনে হলো, আওয়াজটা ঘোড়ার খুরের। স্পষ্ট শোনার জন্য ডানের মাথায় হাত বোলাল ম্যাক। নাক ঝাড়ছিল ঘোড়াটা। প্রভুর নির্দেশ বুঝতে পেরে স্থির হয়ে গেল।

কিন্তু হতাশ হতে হলো ম্যাককে। আর কোন আওয়াজ নেই। তাহলে কি ভুল শুনেছে সে? কিন্তু এটাকে কেবলই কানের ভুল বলে মেনে নিতে বাধছে ম্যাকের। এত বড় ভুল সাধারণত হয় না ওর। কেউ আছে ওদিকে। কিন্তু আত্মগোপনের চেষ্টা কেন? চিন্তাটা মাথায় রেখেই গেটে করাঘাত করল ও।

'কে ওখানে?' রিড জোনসের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ ভেসে এল।

'রেমিংটন ম্যাক।'

'কোত্থেকে আসা হয়েছে?'

'প্রেসকট।' ভেবেচিন্তে সত্যি কথাই বলল ম্যাক। মিছে বলে অসতর্ক মুহূর্তে সত্যি কথা বেরিয়ে পড়লে অহেতুক ঝামেলায় পড়তে হবে।

বেশ, এগিয়ে এসো। আমার হাতে অস্ত্র আছে কথাটা দয়া করে মনে রেখো।'

মৃদু হাসল ম্যাক। গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে লোকটা।

ধীরে ধীরে খুলে গেল বিশাল গেট। ঘোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকল

ম্যাক। মোটা, বেঁটে এক লোক এগিয়ে এল। তার হাতের অস্ত্রটার দিকে চোখ পড়তে হাসি ঠেকানো দায় হয়ে পড়ল ম্যাকের। একটা সিঙ্গল শট হর্স পিস্তল। অন্য হাতে লণ্ঠন। ওটা উঁচু করে ধরল সে। হলদেটে আলোয় মেহমান আর মেহমানদার দু'জন দু'জনকে যাচাইয়ের সুযোগ পেল।

মাঝ বয়সী একজন লোককে দেখল ম্যাক। গিজ গিজে দাড়িতে ঢাকা মুখ। বাদামী চোখ দুটোর চাউনি আন্তরিক। বাড়িতে কাটা ধূসর চুল।

'আমি রিড জোনস,' বলল সে। 'স্টোর হাউসের মালিক।'

'হাওডি!' বলল ম্যাক। নড করল সামান্য।

এবার রিড জোনসের জরিপের বিষয়বস্তু হলো ম্যাক। সরু চিবুকের কঠিন চেহারার একজন যুবককে দেখতে পাচ্ছে সে। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। রোদে পোড়া বাদামী ত্বক। তবে কোনকালে ওই চামড়ার রঙ সাদা ছিল বোঝা যায়।

ম্যাকের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলো না। করাটা নিয়মও নয়। পয়সার বিনিময়ে আশ্রয় আর খাবার সরবরাহ পর্যন্তই দায়িত্ব স্টোর মালিকের। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো নয়।

'পথে কোন ঝামেলায় পড়েছিলে?'

'কি ধরনের ঝামেলা?'

'অ্যাপাচি, খবরটা শোনোনি তুমি?'

'কই, না তো!' বিস্ময় প্রকাশ করল ম্যাক। খবর বেচতে নয়, কিনতেই বেশি পছন্দ করে ও।

'ওরা নাকি রিজার্ভেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এদিকেই এসেছে।'

'হতে পারে। তবে আমার চোখে পড়েনি। শুনিওনি কিছু।'

'ঠিক আছে। ডান দিকে কোরাল। ওটার গেট খুলে দিতে বলছি চার্লিকে। ঘোড়ার দানাপানি ওখানেই পাবে।'

'আচ্ছা। খুঁজে নেব আমি। ধন্যবাদ।'

আড়ষ্ট হয়ে আছে সারা শরীর। সাবধানে স্যাডল ত্যাগ করল ম্যাক। বার কয়েক ওঠ-বস করে আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিল। তারপর ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে কোরালের দিকে এগোল।

এতক্ষণ এক দৃষ্টে ওকে মাপছিল স্টোর মালিক। এবার যেন একটু স্বস্তির চিহ্ন ফুটল তার চোখে। স্টোরের দিকে এগোল সে। সামনের হলরুমে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

কাউন্টারের ওপর দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে এল মিসেস জোনস। 'কে লোকটা?'

'নাম রেমিংটন ম্যাক। তিনটে ঘোড়া নিয়ে এসেছে সাথে।'

'চেনো নাকি?'

'জীবনেও দেখিনি।'

'এক সাথে একই দিনে তিনজন খদ্দের আসতেও দেখিনি এর আগে।'

'বাইরে ঝামেলা হলে ভীড় আরও বাড়বে। চমৎকার! একেই বোধহয় বলে কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। ভাবছি এর পর থেকে নিজেই অ্যাপাচিদের রিজার্ভেশন থেকে পালানোর ব্যবস্থা করে দেব।'

'লোকটা পথে ইণ্ডিয়ানদের দেখেছে নাকি?'

'খবরটাই প্রথম শুনল আমার কাছে।'

'ও এখানে কি চায়, জোনস?' পেছনের দরজা থেকে ভেসে আসা গলার স্বরটা চমকে দিল স্টোর মালিককে।

চোখ ঘুরিয়ে এবারলিকে দেখতে পেল রিড জোনস। 'জিজ্ঞেস করিনি,' বিরক্ত স্বরে জবাব দিল সে।

'সাবধান হওয়া একটা ভাল গুণ, মিস্টার।'

'আমরা এখানে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করি, মিস্টার এবারলি।' আড়চোখে স্বামীর রক্তবর্ণ মুখ দেখে সামাল দেয়ার চেষ্টা করল মিসেস

জোনস। উপদেশ পছন্দ নয় তার স্বামীর, জানে সে।

মেজাজ সামলে দরজার দিকে তাকিয়ে হতাশ হলো জোনস। নেই, চলে গেছে এবারলি। ব্যাটার জুতোর তলায় বিড়ালের থাবার মত মাংসের প্যাড লাগানো আছে কি না সবিস্ময়ে ভাবল জোনস। অত বড় দেহ নিয়ে এমন নিঃশব্দে চলাফেরা বহু প্র্যাকটিস ছাড়া সম্ভব নয়। এ ধরনের প্র্যাকটিস দরকার হলো কেন লোকটার? ভাবনায় পড়ে গেল স্টোর মালিক।

ভাবতে ভাবতে চার্লির খোঁজে এগোল সে। কোরালের দরজা খুলতে হবে।

নিজের কামরায় ফিরে এল এবারলি। ম্যাডারের কটের দিকে তাকিয়েই মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল তার। আরামসে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে ছোকরা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে ম্যাডারের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিল সে।

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসল ম্যাডার। নিমেষে পিস্তলের কাছে পৌঁছে গিয়েছে তার হাত। এবারলিকে দেখে হাতটা সরিয়ে আনল সে। জ্বলন্ত চোখে কৈফিয়তের দাবিতে তাকিয়ে রইল।

'এইমাত্র নতুন একটা লোক এল স্টোরে,' তিক্ত সুরে জানাল এবারলি।

'তো?'

'তো?' বাঁকা হাসল এবারলি। 'তো অনেক কিছু। দেখো, আবার বিষম খেয়ো না। লোকটার নাম রেমিংটন ম্যাক।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল ম্যাডারের চোখ। 'রেমিংটন ম্যাক!' বেকুবের মত নামটা আওড়াল সে।

'যাক, চেনো তাহলে?'

ঢোঁক গিলে বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে বসল ম্যাডার। 'কিন্তু ওই

নামে যে আর কেউ নেই জানছ কিভাবে তুমি?'

'তুমিই বা জানছ কিভাবে এ সেই লোক নয়? না হলে অবশ্য আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হত না।'

'সে আর বলতে!' খোঁচা দিল ম্যাডার। 'আইনের সাথে যে তোমার জানের দোস্তি তা কে না জানে?'

'নিজের চরকায় তেল দেয়ার চেষ্টা করো বরং,' খেঁকিয়ে উঠল এবারলি। 'তোমার কোমরের ওই জোড়া পিস্তল চুম্বকের মতই রেমিংটন ম্যাকের পকেটের হাতকড়াকে টানবে।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। নিজেদের মধ্যে খোঁচাখুঁচি বাদ দাও। শত্রু দোরগোড়ায় এসে গেছে।'

'হ্যাঁ। ব্যাটা গাড়োল! দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন জীবনের ব্রত বলে ধরে নিয়েছে হারামজাদা।'

'গাড়োল! এবারলি?' ফের বিদ্রূপাত্মক হাসিটা ফিরে এল ম্যাডারের ঠোঁটে। 'এই গাড়োলের ভয়েই তোমার মত প্রবল পরাক্রমশালী আউট-ল ঘরের কোণে বসে পুক পুক করছে।'

'আর তুমি বড় বীরপুরুষের মত বাতাসে মক ফাইট জুড়েছ। পুক পুক করছি কি সাধে? ডোরিস ডে থেকে বেনেটস ভাইদের নিশানা একাই মুছে দিয়েছিল ওই ব্যাটা।.ম্যাগোফিনদের সাহায্য করতে গিয়ে টাইসন ক্লে-কে যমের বাড়ি পাঠিয়েছিল কে? বাতাসে গোলমালের গন্ধ পায় রেমিংটন ম্যাক। মনে রেখো, এখন পর্যন্ত হারেনি ও।'

'তার মানে কপালে খারাবি আছে আমাদের?'

'এখনও অন্য রকম আশা করছ নাকি?' বিরক্ত হলো এবারলি।

'দোষ কি?' হাসল ম্যাডার। 'গুলি আমরাও তো ছুঁড়তে জানি। দরকার হলে না হয় কিছু বখরা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া যাবে। সোনার বুলেট। ওটাই সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র।'

'আর কিছু বলার না থাকলে তোমার পচা মুখে তালা মেরে রাখো!'

খেঁকিয়ে উঠল এবারলি। 'আর মানুষ পেল না টাকা দিয়ে কেনার! শেষ পর্যন্ত রেমিংটন ম্যাককে? গর্দভ আর কাকে বলে!'

'যতই ন্যায়ের বুলি কপচাক, ও ব্যাটা স্রেফ একটা বন্দুকবাজ। তোমার আমার মতই জিভ দিয়ে লালা ঝরবে পয়সার টুংটাং শুনলে।'

'কার্ক ডগলাসও তাই ভেবেছিল,' শান্ত কণ্ঠে জ্ঞান দান করল এবারলি। 'ব্যাংক ডাকাতির বিশ লাখ ডলারের অর্ধেক সেধেছিল ওকে। বদলে কেবল একটি ঘণ্টা সময় চেয়েছিল পালিয়ে যাবার জন্য। পালিয়ে সে কোথায় গিয়েছিল জানো? যমের বাড়ি। ফাঁসির রশিতে ঝুলে এক টানে জায়গামত পৌঁছে গিয়েছিল। সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

'বলতে চাইছ এ সেই রেমিংটন ম্যাক? ওর পকেট হাতড়ালে মার্শালের ব্যাজ পাওয়া যেতে পারে?'

'অবশ্যই। আমাদের জন্য একটা রেড সিগন্যাল।'

'কিন্তু তার পরেও ও ব্যাটা মাত্র একজন। আর আমরা এখন দু'জন হলেও শিগগিরই অনেকজন হয়ে যাব।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল এবারলি। স্বস্তির চিহ্ন ফুটেছে তার চেহারায়। 'অন্তত এই কথাটা দারুণ খাঁটি বলেছ তুমি। রেমিংটন শালা একা। আর একা মানেই হচ্ছে...'

'বোকার সমান,' পিস্তলের বাঁটে হাত বুলিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ করে দিল ম্যাডার।

অদ্ভুত শীতল এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটে।

ঘোড়ার দানাপানির ব্যবস্থা একটু দ্রুতই সারল ম্যাক। দারুণ খিদে পেয়েছে ওর। পাক খাচ্ছে পেটের নাড়ীভুঁড়ি।

কিচেনে ওর জন্যে গরম খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে জোনসের স্ত্রী এমিলি। ম্যাক ঢুকতে তাকে সমাদর করে বসাল মহিলা। ওকে পরিবেশনের দায়িত্ব বড় মেয়ে শেরির ওপর ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে

ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্লেট ভর্তি স্টেক আর ভাজা আলু এগিয়ে দিল শেরি। সেই সঙ্গে মগ ভর্তি ধূমায়িত কফি। ম্যাকের মনে হলো, এক টানে নরক থেকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে ওকে মেয়েটা। গলা পর্যন্ত ঠেসে খেয়ে উঠল সে। এ ক'দিন একটানা শুকনো জার্কি চিবিয়ে জিভে চর পড়ে গিয়েছিল।

শেরিকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ল ম্যাক। হলরুমের কামরায় পাওয়া গেল রিড জোনসকে। 'মনে হলো নতুন জীবন পেলাম,' ঢেকুর তুলে মন্তব্য করল ম্যাক। 'রাঁধতে জানে মিসেস জোনস।'

বউ-র প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল জোনসের চেহারা। 'তা বটে,' এক বাক্যে মেনে নিল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, 'একটা বোতল আছে আমার কাছে। চলবে নাকি দু'এক ঢোক?'

'আহ্, আস্তে বলো,' আধ বোজা চোখে বলল ম্যাক। 'স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে আমার।'

হেসে ফেলল জোনস। অতি যত্নে কাউন্টারের নিচ থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করল। সাথে দুটো গ্লাস। ধোয়াধুয়ির ব্যাপারে হয়তো বিরাগ আছে স্টোর মালিকের। তত পরিষ্কার নয় গ্লাস দুটো। দাঁত দিয়ে কামড়ে বোতলের স্টপার খুলল জোনস। মুহূর্তে খালি হলো গ্লাস দুটো। উদার হেসে ফের ভরে দিল স্টোর মালিক।

'ইণ্ডিয়ান ঝামেলা না কি যেন বলছিলে তখন?' প্রসঙ্গটা পাড়ল ম্যাক।

'গুজব রটেছে ওরা রিজার্ভেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তাই ভয়ে ভয়ে আছি। বউ বাচ্চার কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে আছি।'

'ছেলে মেয়ে ক'জন তোমার?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল ম্যাক।

'দু'ছেলে, দু'মেয়ে। শেরি ছাড়া সবাই নাবালক।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক। 'ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য ওরা না থাকলেই যে খুব একটা সুবিধে হত, তা-ও নয়।'

'জানি। তবু তো তখন কেবল নিজের প্রাণের কথাই ভাবতে হত।'

'মনে হচ্ছে,' কপালে ভাঁজ পড়ল ম্যাকের। 'দু'একদিন এখানে থেকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করা দরকার। গুজবটার কোন সারবত্তা আছে কিনা না জেনে হুট করে পথে বেরোনো উচিত হবে না বোধহয়।'

মুখভাব হঠাৎ বদলে গেল স্টোর মালিকের। আন্তরিকতা বিদায় নিয়ে ব্যবসায়ী সুলভ দৃষ্টি ফুটেছে। কথা বলার সময় গলায়ও সেই সুরই ফুটল। 'প্রতি দিন মাত্র দু'ডলার। খাবারের এক। বিছানার এক। খাবারটা এখানে খুবই ভাল দেখতেই পাচ্ছ। বিছানা তত ভাল না হলেও এই ইণ্ডিয়ান ভীতির মধ্যে গড়পড়তা পুষিয়ে যাবে আশা করি।'

'চলবে। ধন্যবাদ।'

'ড্রিংক শেষ করো। তোমার কামরা দেখিয়ে দিচ্ছি। আহামরি কিছু নয়, তবে কাজ চলে যাবে।'

বিনয় করেনি জোনস। কামরাটা বেশ ছোট। কষ্টে সৃষ্টে একটা কট এঁটেছে কোনমতে। ম্যাকের বেড রোল আর স্যাডল ব্যাগ ওটার ওপরই রাখা হলো। জোনস রিড বিদেয় হতে আরাম করে বসল ম্যাক। বুট খুলল। একজোড়া ইণ্ডিয়ান মোকাসিন পায়ে চড়াতে স্বর্গীয় আরাম ছেঁকে ধরল ওকে। কানাডিয়ান বর্ডারের কাছে এক ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধার কাছ থেকে কিনেছিল ও জুতো জোড়া। গানবেল্ট খুলে রাখল ম্যাক।

তারপর কুয়োর সন্ধানে চলল। কোরালের পাশেই কুয়ো। খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। অন্ধকারেই স্নান সারল ও। কাপড় পাল্টে একটা ধোয়া শার্ট আর লিভাই পরল। পরিষ্কার কাপড়-চোপড়ে নিজেকে নতুন মানুষ মনে হলো রেমিংটন ম্যাকের।

তারপর কামরায় ফিরে আশ্রয় নিল বিছানায়।

স্টোরের অপর দুই খদ্দেরের কথা জেনেছে ম্যাক স্টোর মালিকের কাছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। কি ভেবে মুচকে হাসল

ম্যাক। দুনিয়ায় চমকের অভাব নেই। বলা যায় না, হয়তো দেখা যাবে টুকসান পর্যন্ত ছুটতে হচ্ছে না ওকে, এই দু'জনের মধ্যেই পেয়ে যাবে ও প্রার্থিত লোকটিকে।

আগামীকাল মোলাকাত করা যাবে অচেনা লোক দুটোর সাথে। অ্যাপাচি আতঙ্কের মধ্যে আজ রাতেই নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবে না ওরা। পালালেও খুঁজে বের করে ফেলবে সে ওদের। যদি সত্যিই থেকে থাকে সে ওদের মধ্যে। কেন গভীর ঘুমটা ভেঙে গেল, বলতে পারবে না ম্যাক। তবে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে ওর আশেপাশে। নইলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিশ্বস্ত প্রহরীর মত সঙ্কেত দিত না।

নিঃশব্দে উঠে বসল ম্যাক। বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে দিল। বসে থাকল কান খাড়া করে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। কোন শব্দই শোনা গেল না আর। আস্তে করে বিছানার ওপর উঠে দাঁড়াল সে। দেয়ালের গায়ে বহু উঁচুতে একটা চৌকো ছিদ্র। জানালা। যদিও জানালার চেয়ে ইঁদুরের গর্তের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি ওটার। বাইরে তারা ঝলমলে আকাশ। ক্রমশ মাথার ওপর চড়ছে চাঁদ। শান্ত, শীতল মরু রাত। বামদিকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ড্রাই ওঅশের বিস্তার।

কেউ নেই কোথাও।

কিন্তু অস্বস্তি কমছে না ম্যাকের। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে পড়ল ও। হয়তো মনের ভুল। খামোকাই দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা করছে। নেমে পড়তে যাচ্ছিল সে কট থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ম্লান এক টুকরো হলদে আলো দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। অনেকটা জোনাকি ঝিলিক দিয়ে ওঠার মত।

দ্রুত মোকাসিন পরে নিল ম্যাক। কোমরে ঝোলানো হোলস্টারে গুঁজল রেমিংটন। কামরাটার দরজায় কোন পাল্লা নেই। একটা নাভাজো কম্বল ঝুলছে কেবল। স্টোরের মূল প্রবেশপথ ছাড়া আর কোন

দরজাতেই কবাট লাগানোর কষ্ট করেনি স্টোর মালিক। খরচ বাঁচিয়েছে। দরজার বদলে কারুকাজ করা নাভাজো কম্বল ঝুলিয়েই কর্তব্য শেষ করেছে।

প্যাঁচানো করিডর পেরিয়ে হলরুমে এসে ঢুকল ম্যাক। নিভু-নিভু একটা বাতি জ্বলছে। রিড জোনসকে খুঁজে পেতে সময় লাগল না। লোকটার নাক ডাকার বিকট আওয়াজ যে কারও দৃষ্টি কাড়তে বাধ্য। কাউন্টারের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে উঁচু টুলে বসে।

আলোর সলতে চাবি ঘুরিয়ে বাড়িয়ে দিল ম্যাক। তারপর ঘুমন্ত লোকটার কাঁধ ধরে আস্তে নাড়া দিল। ধাক্কা পড়তেই জেগে গেল রিড জোনস। তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরল ম্যাক। সব ভেস্তে দেবে মাথামোটা লোকটা। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে জোনস। স্পষ্ট ভীতি চোখে। চুপ থাকার ইঙ্গিত করে আস্তে হাতটা সরিয়ে আনল ম্যাক।

সাথে সাথে বিশাল হাঁ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল জোনস। তাকে থামিয়ে দিল ম্যাক, 'আস্তে। বাইরের উঠানে রয়েছে কেউ। এখান থেকে বেরিয়েছে?'

বোকার মত মাথা নাড়ল স্টোর মালিক। বিহ্বল ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। 'না তো! এখানেই ছিলাম আমি। আমার অজান্তে কারও পক্ষে বেরোনো সম্ভব নয় এখান থেকে।'

'ভাল করে ভেবে দেখেছ? কোরালের ওদিক থেকে? মানে খিড়কি দরজা দিয়ে?'

'ইণ্ডিয়ানরা আশেপাশে রয়েছে ভুলে যাচ্ছ কেন?' হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠেছে রিড জোনস। 'পাঁজরের তলায় হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে, এমন কেউ সজ্ঞানে এ সময়ে বাইরে বেরোবে ভেবেছ? তাছাড়া ওদিকে, মানে বাড়ির পেছনে আমার স্ত্রীর কামরা। ওখান থেকে কেউ বেরোতে চাইলে এমিলি টের পেয়ে যেত। ওর ঘুম পাতলা।'

ম্যাক মুখে বলল, 'যা হোক, সন্দেহ পুষে রাখা ঠিক নয়। বাইরেটা এক পাক দেখে আসতে চাই আমি। গোপনে আমাকে বের করে আবার ঢোকাতে পারবে?'

পুরো এক মিনিট কথা জোগাল না স্টোর মালিকের মুখে। অস্বাভাবিকতার এত কড়া ডোজ সহ্য হয়নি। তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। 'সেধে সেধে মরতে চাইছ মনে হচ্ছে?' চিৎকার শুরু করেছিল সে, মাঝপথে ম্যাকের সাবধান বাণী মনে পড়তে একেবারে খাদে নামিয়ে ফেলল গলা। 'যা বলেছ ভুলে যাও। ও কথা কোন সুস্থ মানুষ বলবে না। তোমার প্রাণের মায়া না থাকতে পারে, কিন্তু আমি খদ্দের কমানোর ঝুঁকি নিতে পারি না।'

লোকটাকে দোষ দিতে পারল না ম্যাক। রিড জোনসের জায়গায় থাকলে ওর মুখ দিয়েও নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভাল কিছু বেরোত না। 'তোমার পিস্তলটা নাও,' শান্ত কণ্ঠে পরামর্শ দিল ম্যাক। 'আমার দিকে তাক করে রেখে দরজা খোলো। আমি ফিরে এলে ওটার মুখে ঢুকতে দিয়ো।'

কয়েক মুহূর্ত প্রস্তাবটা বিবেচনা করল স্টোর মালিক। বুঝতে পেরেছে, ঠেকানো যাবে না এই কঠিন যুবককে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে কাউন্টারের নিচ থেকে হর্স পিস্তলটা বের করল সে। 'কিন্তু কিভাবে বুঝব অন্য কেউ নয়, তুমিই ফিরে এসেছ?' দ্বিধান্বিত গলায় প্রশ্ন করল সে।

'প্রথমে তিনবার নক করব পর পর। তারপর বিরতি দিয়ে আবার দু'বার। সন্তুষ্ট?'

'মোটামুটি। তবে একটা কথা স্পষ্ট জেনে নাও। দেখতেই পাচ্ছ, আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছি। এতটুকু সন্দেহ হলে কিন্তু গুলি করব আমি। ঝুঁকিটা নিতে চাও?'

হাসল ম্যাক, 'চাই!'

'বেশ।'

দরজার দিকে এগোল দু'জন। কপাটের মোটা কাঠের খিল নামাল জোনস।

'প্রয়োজনের বেশি ফাঁক করার দরকার নেই কপাট।'

'সত্যি যদি ইণ্ডিয়ানরা বাইরে থাকে তবে মহা ঝুঁকি নিচ্ছ কিন্তু তুমি,' শেষ চেষ্টা করল জোনস।

'অ্যাপাচিরা ভয়ঙ্কর জানি। আমিও কম নই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ল্যাম্পের সলতে কমিয়ে দিল ও। স্টোর মালিকের দিকে তাকাল। 'এবার।'

কপাট ফাঁক করল জোনস। মৃদু ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে উন্মুক্ত হলো দরজা। নিচু গলায় গাল বকল জোনস।

দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল ম্যাক। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চকিতে চারদিক একবার দেখে নিল ম্যাক। কিছুই নড়ছে না। মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা থেকেই গেল। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে সময় ব্যয় করলে চলবে না, ভাবল সে। গ্যালারির ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে হাজার ঘণ্টা তাকিয়ে থাকলেও অ্যামবুশকারীর অবস্থান সনাক্ত করা সম্ভব নয়। লুকোনোর হাজারটা কোণ আছে উঠানে।

যথা সম্ভব ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে শুরু করল সে। চাঁদের হাসি আর বাঁধ মানছে না আজ। কোরালের সবচেয়ে উঁচু দেয়ালের পাশে এসে থামল ম্যাক। আলোর বিন্দু এর বিপরীতে দেখা গিয়েছিল। ধরে নিতে হবে, ওখানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে কেউ। প্রথমেই গিয়ে তার ঘাড়ে পড়তে চায় না ম্যাক।

এদিকে চারদিকটা ঘুরে দেখতে হলে ছায়া ছেড়ে আলোয় বেরোতে হয়। ঝুঁকি যতই থাকুক সেটা না করে উপায়ও নেই। দম নিয়ে পা বাড়াল রেমিংটন ম্যাক।

কাজটা দ্রুত এবং নিরাপদেই সারল ও। কোরালের ভেতর কেউ থাকলে ঘোড়াগুলোর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে। জন্তুগুলো নীরব রয়েছে কিনা বোঝার জন্য কান পাতল ম্যাক। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে হলো ওর। ছাদে কোন পাহারা আছে কিনা কে জানে? ব্যাপারটা আগেই জোনসের সাথে পরিষ্কার করে নেয়া উচিত ছিল।

কোরালটা পুরো এক পাক ঘোরা হতে ছোট্ট একটা গুদাম ঘরের কাছে পৌঁছুল ম্যাক। গুদামটা স্টোর হাউস থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। ঘরটার ছায়া নিরাপত্তা দিল ওকে। ছায়ায় ছায়ায় বাড়ির চারদিক জরিপ করতে করতে এগোল ম্যাক। দূর থেকে কেউ নজর রেখে থাকলেও দেখতে পাবে না ওকে এখন।

হতাশ হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ম্যাক, এই সময় আবারও সেই একই ব্যাপার ঘটল। আলোর ঝিলিকটা আবার দেখা গেল। স্টোর হাউসের একটা জানালা থেকে এসেছে ওটা। এক মুহূর্তে জ্বলেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা করে রইল ম্যাক। যা ভেবেছিল, আবার জ্বলে উঠল আলো। পর পর তিনবার।

সঙ্কেত?

নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কার উদ্দেশে পাঠানো হচ্ছে? ড্রাই ওঅশের দিকেই পাঠানো হয়েছে সঙ্কেত, কোন সন্দেহ নেই। স্টোরে ঢোকার আগে ওদিকে মানুষের সাড়া পাওয়ার কথা মনে পড়ল ম্যাকের। নিশ্চয়ই ওখানে কেউ আছে। তার উদ্দেশেই পাঠানো হচ্ছে সঙ্কেত।

কে পাঠাচ্ছে? উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল ম্যাক। স্টোরের অপর দুই অতিথির জানালা থেকে এসেছে সঙ্কেত।

কিন্তু কেন?

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল ম্যাক। কিন্তু আর কোন সঙ্কেত

দেখা গেল না। ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। কে কাকে পাঠাচ্ছে সঙ্কেত? প্রশ্ন দুটি মাথায় নিয়ে পা বাড়াল সামনে। গুদাম ঘরটাকে নিজের আর জানালাটার মাঝে রেখে এগোচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হলো ওপাশে খোলা বিস্তৃতি। আড়ালে কেউ থেকে থাকলে তার চোখ এড়ানো সম্ভব হবে না।

স্টোর হাউস থেকে একশো গজ দূরে রয়েছে ম্যাক। এমন সময় ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি কানে এল। ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না কোনদিক থেকে এসেছে আওয়াজটা। তবে মনে হলো কোরালের দিক থেকে নয়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যাক। একে একে পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আর কোন আওয়াজ শোনা গেল না।

ক্রমশ কৌতূহল বেড়েই চলেছে। বোঝা উচিত অথচ বুঝতে পারছে না, এমন কিছু ঘটছে তার চারপাশে। অনিশ্চিত পায়ে এগোতে শুরু করল ও আবার। ফের উঠল অস্পষ্ট শব্দ। একদম কাছেই কোথাও। বিভ্রান্ত বোধ করছে ম্যাক। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে ওকে। আশেপাশেই ওঁৎ পেতে রয়েছে বিপদ।

রেমিংটনের বাঁটে হাত চলে গেল ম্যাকের। ধীরে ধীরে তুলে আনল সে ওটা হোলস্টার থেকে।

কিন্তু বিপদ এল আচমকা, পিছন থেকে। ঘুরে দাঁড়ানোরও সময় পেল না ম্যাক। ভারী কিছু একটা ওর ঘাড় আর খুলির সংযোগ স্থলে আঘাত হানল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ম্যাক। ঢাল বেয়ে কয়েক গড়ান দিয়ে একটা সেজ ঝোপে বাধা পেয়ে থেমে গেল ওর দেহটা।

গড়ানোর মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ম্যাক। সঙ্গে সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তি জানান দিল, এখানে থেমে থাকা চলবে না ওর। যেভাবেই হোক সরে পড়তে হবে। পতনের গতি থেমে যেতে সর্বশক্তিতে ঝোপের গায়ে ঠেলা দিল ম্যাক। কাঁধের ওপর মাথার কোন অস্তিত্ব টের পাচ্ছে

না। মনে হচ্ছে আচমকা বিস্ফোরিত হয়ে বেমালুম উড়ে চলে গেছে ওটা। ঝোপ ভেঙে ঢাল বেয়ে আবার গড়াতে শুরু করল ম্যাক।

বহু যুগ পরে যেন থামল পতনের গতি। শক্ত পাথুরে মাটিতে আছড়ে পড়ল দেহ। ঢালটা হঠাৎ নিচে নেমে ভেতরে ঢুকে খোঁড়লের সৃষ্টি করেছে। সেজন্যই আছাড়টা খেতে হলো।

উঠে দাঁড়াল ম্যাক। সরে পড়া দরকার এখান থেকে। এখনই। আক্রমণকারী খুন করতে চেয়েছিল ওকে। অজ্ঞান নয়। কাজটা নিঃশব্দে সারতে চেয়েছিল বলেই রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করেছিল। ভাগ্য ভাল সময় মত সামান্য হলেও নড়তে পেরেছিল ম্যাক। আঘাতটা পুরো শক্তি নিয়ে জায়গামত পড়লে এতক্ষণে পরলোকে ঠাঁই হত।

ঘাড় মাথা অবশ হয়ে আছে এখনও। কোন দিকে হাঁটছে জানে না ও। অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে আক্রমণকারীর সঙ্গে লাগতে যাওয়ার ক্ষমতা নেই ওর। তাছাড়া পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে ঠেকছে। শত্রুর উদ্দেশ্য বা পরিচয় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এর শেষ দেখতে হবে ওকে। আর সেজন্যেই সোজা থাকা দরকার এখন ওর।

কতক্ষণ হেটেছে বলতে পারবে না, পায়ের তলায় নরম বালির স্পর্শ পেতে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করল ম্যাক। বালির ভেতর দেবে যেতে চাইছে বুট। স্টোর হাউসে... র বাইরে ড্রাই ওঅশের কাছে চলে এল ও। একটা ঢিবির ওপর দাঁড়াল।

ব্যাপারটা খেয়াল হতেই হাঁচড়েপাঁচড়ে নেমে পড়ল সে। নিজেই আশ্চর্য বোধ করছে ম্যাক। কখন টিলাটার ওপর উঠে পড়েছে বুঝতেই পারেনি। অথচ এখন নামতে গিয়ে যত বিপত্তি। অন্ধকার হয়ে আসতে চাইছে চোখের সামনে তারার আলো।

মাথা ঘুরে উঠতে বালির ওপর বসে পড়ল ম্যাক।

তিন

বাতিটা টেবিলের ওপর রাখল এবারলি। সলতে কমিয়ে দিল। 'সব ঠিক হয়ে গেল।' সন্তুষ্ট গলায় ঘোষণা করল সে।

'তাই!' সন্দিহান চোখে তাকাল ম্যাডার। 'ওরা ওখানে আর আমরা এখানে। সব ঠিক হয়ে গেছে বলে ভরসা করতে বাধে। যে জন্য অপেক্ষা করছি সেটাই তো এসে পৌঁছুল না এখনও।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত ঝাপটা মারল এবারলি। 'ঈশ্বরের দিব্যি, সারাক্ষণ কু-ডাক ছেড়ো না তো তুমি। সব সময় বাজে চিন্তা। ঠিকই পৌঁছে যাবে ওরা সময় হলে, দেখো।'

'কিন্তু কতক্ষণ ড্রাই ওঅশে থাকবে ওরা? এত কাছে রয়েছে যে যে-কোন মুহূর্তে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে ওরা। তার ওপর ওই হারামজাদা চার্লি সারাক্ষণই পাহারা দিচ্ছে ছাদে বসে। শকুনের চেয়েও তীক্ষ্ণ হারামীটার চোখ।'

'যে ভাবেই হোক থাকতেই হবে ওদের। কাজটার জন্য মালপানি কম পাবে না ওরা। কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন?' তারপর আচমকাই রেগে উঠল সে। 'মালপানি তো তুমিও পাচ্ছ। ভয়ে যদি এতই পুক পুক করছিলে তো প্রস্তাবটা শুনেই লাফ দিয়ে উঠেছিলে কেন? তোমাকে তো পা ধরে সাধতে যায়নি কেউ। কাজে নামতে না নামতেই গলা শুকিয়ে গেল মনে হচ্ছে?'

অদ্ভুত শান্ত দেখাল ম্যাডারকে, 'বড্ডো বেশি চড়ে গেছে গলা তোমার,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'একটা কথা মনে নেই বোধহয় তোমার। ফিল ডেইসকে কিন্তু আমিই নিকেশ করেছিলাম।'

'ভুলিনি। ফিলকে খুন করেছ তুমি। কিন্তু তাতে কি? অমন কাকতালীয় ঘটনা যে-কেউই ঘটাতে পারে।'

'থোঃ' করে একদলা থুথু ফেলল ম্যাডার। শীতল কণ্ঠে বলল, 'স্বর নামাও এবারলি। নইলে বাধ্য হয়ে আমাকেই নামিয়ে দিতে হবে ওটা।'

প্রথমে ভীতি, তারপর ধূর্ততা ফুটে উঠল এবারলির চোখে। 'বেশ বেশ, এবার শান্ত হও' আত্মসমর্পণের সুরে বলল সে। যদিও চেহারায় নতি স্বীকারে আন্তরিকতার চেয়ে কৃত্রিমতাই বেশি। 'নিজের গলাও নামিয়ে কথা বলতে শেখো। কখন কে শুনে ফেলবে, শেষে তীরে এসে তরী ডুববে। তাছাড়া তেমন কিছু হলে বসের হাত থেকে কিভাবে বাঁচবে সেটাও হিসেবে রেখো দয়া করে।'

ওদিকে হলরুমে একা একা ঘামছে রিড জোনস। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে বেচারা। কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। এখানেই চুপ করে বসে অপেক্ষা করবে? নাকি এমিলিকে ঘুম থেকে তুলে সব জানাবে? এত সহজে ঘাবড়ে গিয়ে পরে না আবার হাসির খোরাক হতে হয়। ভেবে চিন্তে বউকে জাগানোর ইচ্ছে ত্যাগ করল সে। কিন্তু এদিকে এক ঘণ্টার ওপর পেরিয়ে গেছে, ফেরার নাম নেই দুঃসাহসী মানুষটার। কোন সাড়া শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িটা এক পাক ঘুরে আসতে এতক্ষণ লাগে নাকি? নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে যুবক।

কান খাড়া করল জোনস, গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে যেন! একটু অপেক্ষা করতেই বুঝল, বাইরে থেকে নয়, বাড়ির ভেতর থেকেই আসছে আওয়াজটা। মান্ধাতার আমলের পিস্তলটা হাতে নিল জোনস। পা টিপে ভেতর দিকের দরজার কাছে চলে এল সে। কিন্তু থেমে গেছে

ততক্ষণে আওয়াজ।

কি মনে হতে মই বেয়ে ছাদে উঠে গেল জোনস। এবার সত্যিই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঘুমাচ্ছে চার্লি। সহজে মুখ খারাপ করে না স্টোর মালিক। কিন্তু এবার এমন ক'টা খিস্তি তার মুখ থেকে বেরোল যা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে।

'ঈশ্বরের দোহাই, চোখ দুটো খুলে পাহারা দাও। পাহারা যে চোখ খুলে দিতে হয়, বন্ধ করে নয় এটাও শিখিয়ে দিতে হবে?' মেজাজ কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হতে উপসংহার টানল জোনস। 'পাহারা দিতে এসে নাক ডাকালে একদিন দেখবে অ্যাপাচিদের কুটিরে ট্রফি হয়ে ঝুলছে তোমার দাঁত আর করোটি-ছাল।'

'গোল্লায় যাক!' হিস হিস করে উঠল চার্লি। সাদা চামড়াদের এইএকটি বাক্য বেশ রপ্ত করেছে সে।

'গোল্লায় ওরা নয়, তুমিই যাবে। মানুষ কেন, একটা কয়োটকেও এদিকে এগোতে দেখলে ঝেড়ে গান গাইবে, বুঝেছ?'

নিচে নেমে এল জোনস। আবার হল রুমের বড় জানালার পাশে গিয়ে বসল। খানিক পর খিল খুলে জানালা একটু ফাঁক করেই জমে গেল সে। স্টোরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি।

কাঁপা হাতে জানালা বন্ধ করল জোনস। তারপর পিস্তল খামচে ধরে দরজার পাশে চলে এল। কাঁপুনি ঠেকাতে দরজার গায়ে হেলান দিল। এই সময় দরজায় পর পর তিনবার টোকা পড়তে চমকে উঠল ফের। কিছুক্ষণ পর আরও দুটো টোকা শোনা গেল।

কুল কুল করে ঘামছে জোনস। হাতে ধরা পিস্তলের দিকে তাকাল। দরজা খুলবে কি না মনস্থির করতে ব্যয় হলো পুরো এক মিনিট। তারপর এক ঝটকায় নামিয়ে দিল খিল।

*

টিলাটার পায়ের কাছে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ম্যাক। চোখ মুখ কুঁচকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিজের গোঙানি কানে ঢুকল ওর। মনে হলো লম্বা একটা টানেলের ওপাশ থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা।

'বেঁচে আছ তুমি, ম্যাক। এভাবে মেয়ে মানুষের মত না ককিয়ে উঠে দাঁড়াও। জলদি সরে পড়তে হবে এখান থেকে,' বিড় বিড় করে নিজেকে বোঝাচ্ছে ও।

ঘাড় আর মাথার সংযোগস্থলে ব্যথাটা সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে। একচুলও নাড়ানো যাচ্ছে না মাথা। ঠিক কোথায় আছে ও, বুঝতে পারছে না। আক্রমণকারী লোকটা বা লোকগুলো কোথায়? প্রশ্নগুলোর জবাব জানা প্রয়োজন। কিন্তু এত জটিল সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হতে মোটেই আগ্রহী নয় ওর আঘাত প্রাপ্ত মাথা। নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম দরকার এখন কেবল।

একটা হাত পড়ল কাঁধের ওপর। বিপদ সংকেত বেজে উঠল ম্যাকের মনের কোণে। ব্যথা বেদনা অগ্রাহ্য করে চকিতে হাত চলে গেল রেমিংটনের ওপরে। ঠিক সেই সময়ই বেকুবের মত টলে উঠল ম্যাক। আবার অন্ধকার হয়ে আসছে চোখের সামনে। সব অনুভূতিশক্তি লোপ পেয়ে গেল হঠাৎ করে।

কতক্ষণ পরে জানে না ম্যাক, দৃষ্টি এবং অনুভূতি দুটোই ফিরে এল। ওর দু'গালে মৃদু মৃদু চাপড় মারছে কেউ। নিজের নাম শুনতে পেল ম্যাক। কে যেন ডাকছে ওর নাম ধরে। বিস্ময় নয়। বিরক্ত বোধ করল ম্যাক। মনে হচ্ছে জ্ঞান না ফিরলেই ভাল হত। বিরক্ত ভাবে হাত সরিয়ে দিতে চাইল ও লোকটার।

'ম্যাক বাবা, ধরাধামে ফিরেছ তাহলে,' ওর ওপর ঝুঁকে থাকা অস্পষ্ট মূর্তিটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এইবার লোকটাকে চিনে ফেলল ম্যাক। হিউগ। হ্যাঁ হিউগই তো।

নাকি স্বপ্ন? আহ্! দীর্ঘস্থায়ী হোক স্বপ্নটা। কিন্তু হিউগ এখানে কেন? পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল রেমিংটন ম্যাক। 'হিউগ!' অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সে।

হিউগ মেক্সিকান, রেমিংটনের বন্ধু। মাথায় উঁচু সোমব্রেরো পরেছে বলে চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার উপস্থিতি মনে স্বস্তি এনে দিল ম্যাকের। মৃদু শব্দ করে হাসল হিউগ। ঝিকিমিকি তারার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাকে ম্যাক। 'ঝামেলায় গলা অব্দি ডুবে থাকা ছাড়া দেখলাম না তোমাকে,' ব্যঙ্গ মাখা গলায় বলল হিউগ।

'ভাগ্য,' কৈফিয়ত দিল ম্যাক। 'কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বলো এবার।'

'ভাগ্য,' হুবহু ম্যাকের ভঙ্গি নকল করল হিউগ।

বাহু ধরে ম্যাককে টেনে তুলল সে। বসিয়ে দিল। ধরে রাখল শক্ত করে। দুলছে ম্যাকের দেহ। 'নাচের পুতুলের মত টলমল করছ কেন?'

'কারও বোধহয় মনে হয়েছিল এভাবে সোজা হয়ে হাঁটা উচিত হচ্ছে না আমার। তাই ভঙ্গিটা পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। খাঁটি পরোপকারী লোক বলতে হবে।'

'জানি।'

'জানো?'

'হুঁ, দেখেছি আমি।'

'মানে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ঘাড় ভাঙতে দেখলে তুমি?'

'দেখলাম,' নির্বিকার হিউগ। 'আমার অ্যাদ্দিনের সাধ পূরণ হচ্ছে দেখে আনন্দে চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিলাম।'

রাগে বাকরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে ম্যাকের। 'শা-আ-লা! দাঁড়াও ব্যথাটা কমুক আগে।'

তৎক্ষণাৎ গলে মোম হয়ে গেল হিউগ। 'দুঃখিত, দোস্ত। আরে ঠাট্টাও বোঝ না? কি ভাব আমাকে বলো তো? আমি চিনতে পেরেছি নাকি তোমাকে? যা অন্ধকার!'

'লোকটাকে চিনেছ?'

'নাহ্। বললাম না অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাইনি কিছু।'

'তা বটে।' মাথাটাকে নাড়ানোর চেষ্টা না করে সাবধানে নড়েচড়ে বসল ম্যাক। কিছুক্ষণ চুপ থেকে শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর জানতে চাইল, 'তুমি এখানে, কিভাবে?'

'প্রসপেক্টরদের একটা ছোট্ট দলের সাথে এসেছি।'

'এখানে? কিসের প্রসপেকটিং?'

'প্রস্‌পেকটিং নয়। ও কাজ ছেড়ে দিয়েছি আগেই।'

'কোথায় যাবে?'

'টুকসান।'

'এলে কোথা থেকে?'

'লস তেরেস সোলডোডোস।'

'কি নিয়ে যাচ্ছ?'

'সোনা।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চমকাতে হলো। ধাক্কা লাগল আহত ঘাড়ে। 'কত টাকার?'

'আন্দাজ বিশ হাজার ডলারের।'

নিজের কাজের কথা মনে পড়ল ম্যাকের। যাকে পাকড়াও করতে এসেছে ও, তারসাথে এই সোনার কোন সম্পর্ক আছে কি না কে জানে?

'মাইনিঙে কবে থেকে নাম লেখালে তুমি?' জানতে চাইল রেমিংটন ম্যাক। 'নাকি প্রসপেক্টরদের গার্ডের চাকরি নিয়েছ?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, ম্যাক।'

'যতটা সংক্ষেপে সম্ভব বলো। আমি শুনতে আগ্রহী।'

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল হিউগ। 'শোনো, তাহলে।'

ঘটনার শুরু তিনবছর আগে। রেমিংটন ম্যাক তখন কানসাস আর কলোরাডোর রেঞ্জ ডিটেকটিভের দায়িত্বে সদ্য যোগ দিয়েছে। সে জানত, হিউগ তখন দক্ষিণে রয়েছে, সনোরায়। বুনো গরু ধরার কাজে ব্যস্ত। কাজটা বেশ পছন্দ করত হিউগ। এক বছরে রীতিমত ওস্তাদ বনে যায় সে কাউ চেজিঙে।

এই সময় নিজেই ব্যবসায় নামার সিদ্ধান্ত নেয় হিউগ। গোণা বেতন আর মালিকের ফরমাশ অসহ্য হয়ে উঠেছে। অতএব দেরি না করে কাজে নেমে পড়ল হিউগ। কিন্তু ব্যর্থ হলো। নিজের পুঁজি না থাকলে যা হয়। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল সে। ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াল কিছুদিন। এই সময় এক মাইনারের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়। তার সঙ্গে ভিড়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল লোকটা হিউগকে। প্রস্তাবটা লুফে নিল সে। শুরু করে দিল দু'জনে সোনা সন্ধান।

'কোথায়?' বাধা দিল রেমিংটন ম্যাক।

'সনোরাতেই।'

মুখ বাঁকাল ম্যাক। ওখানে সোনা নেই। ছিল একসময়। আজকাল ওই জিনিসের খোঁজে সনোয়ার কেউ যায় না। প্রসপেক্টররা জানে, এক বিন্দু সোনাও নেই ওখানে। কিন্তু হিউগের পরবর্তী কথায় অবাক হতে হলো ম্যাককে।

'অস্বাভাবিক শোনালেও কথাটা সত্য। সোনা পেয়েছি আমরা,' বলে চলেছে হিউগ, 'টনটোয়। সোনার সাথে আরেকটা জিনিসও জুটল আমাদের কপালে। বিপদ। অ্যাপাচিদের একটা দলের কাছে আমাদের

উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যায়। যথেষ্ট সাবধান ছিলাম আমরা। তবু ধরা পড়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত।

'কাজেই জান হাতে নিয়ে পালাতে হলো। সাথে সামান্য কিছু সোনা আনতে পেরেছিলাম অবশ্য। থামলাম সেই টম্বস্টোনে গিয়ে।

'সোনার চেয়ে প্রাণ অনেক দামী এসব বলে কয়েকদিন প্রবোধ দিলাম নিজেদের। শেষে দেখলাম তাতে ফল হচ্ছে উল্টো। যতই সোনা কম দামী ভাবি, ততই ওটার দাম বেড়ে যেতে থাকল আমাদের কাছে। শেষে অনেক ভেবে আরও তিনজন মাইনারকে দলে টানলাম। এই তিনজনই বিশ্বস্ত। প্রস্তাবটা শুনে ভয় পেলেও পিছিয়ে যায়নি। পাঁচজনের একটা আউটফিট হলো এবার। আবার রওনা হলাম আমরা সনোরা।

'শিকারের মৌসুম তখন। ইণ্ডিয়ানদের পাত্তা দেখা গেল না টনটোয়। শিকারের খোঁজে অন্য কোথাও গিয়েছিল। এই সুযোগে খুব জোর হাত চালালাম সবাই। প্রচুর সোনা তুললাম। 'সাপ্লাই আনতে যাবার দরকার পড়ল একদিন,' দম নিয়ে আবার শুরু করল হিউগ, 'টস্ করলাম। হারলাম আমি আর আরেকজন মাইনার। টিমোথি। সবচেয়ে কাছের সেটেলমেন্ট মেসকিট স্প্রিংস। রওনা হলাম দু'জন।

'সাথে সোনার গুঁড়ো নিয়েছিলাম কিছু। যাবার পথে কিছুই ঘটল না। কেবল একটানা দু'সপ্তাহের পায়ে হাঁটা। পাঁচটা ঘোড়া ছিল আমাদের। কিন্তু ওগুলো ক্যাম্পেই রেখে এসেছি। সোনা সরাবার জন্য ঘোড়ার দরকার হবে আমাদের। সাথে ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও আরও ঘোড়া কিনতে দেখলে লোকে কৌতূহলি হয়ে উঠতে পারে। তাই এই কষ্ট স্বীকার। শহরে গিয়ে প্যাক হর্স কিনলাম কয়েকটা। মালপত্রে বোঝাই করলাম ওগুলোর জিন। নিজের জন্য মারাত্মক দৌড়বাজ একটা বে কিনলাম। চমৎকার গাঢ় বাদামী রঙ ছিল ওটার।

'এবার ফেরার পালা। পিছনের ট্রেইলে নজর রাখতে ভুলিনি আমরা কেউ। বুঝতেই পারছ, সোনা বেহাত হতে দেবার কোন ইচ্ছে থাকার কথা নয় আমাদের। অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করছিলাম আমরা। সাবধান হবার ফলাফলও জলদিই পাওয়া গেল। আমার চোখেই প্রথম ধরা পড়ল ব্যাপারটা। ট্র্যাক করা হচ্ছে আমাদের। সব রকম পদ্ধতিতে খসানোর চেষ্টা করলাম অনুসরণকারীকে। খসানো গেছে ব্যাটাকে এটা নিশ্চিত হবার পরে আবার রওনা হলাম। কিন্তু ভুল করেছিলাম আমরা। মহা ধুরন্ধর এক লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। লোকটা আমাদের সতর্ক হতে দেখেই চমৎকার চাল চেলেছিল। ওকে খসাতে পেরেছি এমন একটা ধারণা দিয়ে ঠিকই অনুসরণ করে আসছিল।'

'একজনই লেগেছিল পিছনে?' জানতে চাইল ম্যাক। মাথা ব্যথায় চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'হুম। স্রেফ একজন। দুর্দান্ত একটা ঘোড়ার সওয়ার ছিল ব্যাটা। তার ওপর এলাকাটা নখদর্পণে ছিল তার। ব্যস, জীবনটা নরক করে দিল ব্যাটা। ওকে পাকড়ানোর চেষ্টা করে সুবিধে করতে পারিনি এ কারণেই।'

'তোমার ওই চমৎকার রঙের মারাত্মক দৌড়বাজ বে-এর পিঠে চড়েও নয়?' খোঁটা দিল ম্যাক।

'না।' ছোট্ট জবাবটা বেশ দেরি করে এল।

ঘাড়ের ব্যথা ভুলে হেসে উঠল ম্যাক। পর মুহূর্তে ঘাড়-মাথা এক সঙ্গে খচ্ করে প্রতিবাদ জানাতেই মুখ বাঁকা হয়ে গেল।

'খনিতে পৌঁছে সব ঠিকঠাকই পেলাম আমরা দু'জন। পরের একটা মাস নিরাপদেই কাটল। তারপরই এল বিপদ। একদিন সকালে এল আক্রমণ। তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি ওরা। প্রতিপক্ষে চারজন ছিল। কিন্তু আক্রমণ করেই টের পায় ওরা যে ভুল জায়গায় খোঁচা দিয়েছে। মাইনাররা পেশাদার বন্দুকবাজ না হলেও হাঁটতে শেখার সঙ্গে ট্রিগারও

টানতে শিখেছে।

'খ্যাপা কুগারের মত লড়লাম আমরা পাঁচজন। আমাদের একজন আহত হলো। মারা গেল ক'দিন পর টিমোথি। চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরল আমাদের সামনে। কিছুই করতে পারলাম না। অবশ্য প্রতিপক্ষের দু'জনও মারা পড়েছিল আমাদের গুলিতে। বাকি দু'জন অবস্থা বেগতিক দেখে গা ঢাকা দিয়েছিল।

'প্রায় এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেও ওদের সাড়া শব্দ পেলাম না। ফের সোনা তুলতে শুরু করলাম। ক'দিন পরেই আবার শুরু হলো আক্রমণ। এবার স্নাইপিং। এদিকে স্টক শেষ। মাংসের দরকার ছিল আমাদের। শিকার করতে ক্যাম্প থেকে একটু দূরেই চলে গিয়েছিলাম একদিন। আড়াল থেকে গুলি ছোঁড়া হলো আমার দিকে। স্রেফ কপাল জোরে বেঁচে গেলাম। লুক ডার্টির কানের ওপরটা উড়ে গেল। আমার সাথে শিকারে সে-ও এসেছিল। এরপর প্রায়ই ক্যাম্পের দিকে আড়াল থেকে গুলি ছোঁড়া হতে লাগল। শেষে এমন হলো যে চোরাগোপ্তা গুলির ভয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হবার জোগাড়। অবস্থা বেগতিক দেখে চারজন সিদ্ধান্ত নিলাম, যথেষ্ট হয়েছে। খনি থেকে প্রায় সবটুকু সোনাই তুলে নিয়েছি আমরা। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে সেটুকুর জন্য জান খোয়ানোর কোন অর্থ হয় না। অতএব তল্পিতল্পা গোটালাম আমরা।

'যাবার পথে নিরাপদ থাকতে পারলাম না, আক্রমণ এল। লং রেঞ্জ থেকে গুলি চালাল ওরা। আমাদের গুলির ধার আগেই টের পেয়েছিল তো, তাই আর চেহারা দেখানোর সাহস পায়নি। তবে লোকালয়ে পৌঁছুনোর পরে আর আক্রমণ আসেনি।'

'তাহলে এ পর্যন্ত নির্বিবাদেই আসতে পেরেছ তোমরা?'

'তা পেরেছি। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না আমরা নিরাপদ। সোনাটা টুকসানে ব্যাঙ্কে পৌঁছুনোর আগে নিজেদের নিরাপদ ভাবতেও রাজি নই আমরা। ট্রেইলে নিজেদের সুবিধা মত কোন জায়গায় সোনা ছিনিয়ে

নেয়ার বুদ্ধি এঁটেছে হয়তো বদমাশগুলো।'

'ঠিকই ভেবেছ। নিশ্চিত থাকো, আসবেই আবার ওরা,' বলল ম্যাক। 'তোমরা কি জোনসের স্টোর হাউসে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, খাবার আর পানি—দুটোই তলানিতে ঠেকেছে আমাদের। ঘোড়াগুলোরও বিশ্রাম দরকার।'

'তা না হলেও ওখানে যেতে হত তোমাদের। অ্যাপাচিদের একটা দল আশে পাশেই কোথাও রয়েছে। খবরটা পাওনি এখনও?'

'পেয়েছি। মাইল চল্লিশেক আগে একজন র‍্যাঞ্চারের কাছে শুনেছি।'

'সে জানল কিভাবে?'

'কয়েকটা ঘোড়া খুইয়েছে সে।'

'ক'জন রয়েছে অ্যাপাচি দলটাতে?'

'আধ ডজনের মত শুনেছি।'

'মাত্র!' হাসল ম্যাক। অথচ সবাই এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন, অ্যাপাচিদের গোটা গোত্রই যুদ্ধে নেমেছে। ঠিক আছে। তোমার দলের কাছে ফিরে যাও এখন। আগামীকাল স্টোরে আসবে। মনে রেখো, আমাকে চেনো না তুমি। এর আগে জীবনেও দেখা হয়নি আমাদের। ওখানে বড়জোর দু'দিন থাকা উচিত হবে তোমাদের। তাও যদি খুব ক্লান্ত হয়ে থাকো। আর শোনো, মুখ বন্ধ রেখো। কান খোলা রেখো, সোনা খুব বিপজ্জনক জিনিস। নির্লোভ মানুষকেও লোভী করে তোলে। ওই জিনিস যতক্ষণ তোমাদের হাতে আছে, ততক্ষণ সবাই তোমাদের শত্রু। আমার দিকে একটা চোখ রেখো। কিছু ঘটতে চললে হয়তো জানাতে পারব আমি। ইশারা দেব তখন।'

মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল হিউগ। 'কাছেই আছে আমার ঘোড়া। চলো, স্টোরে পৌঁছে দেই তোমাকে।'

মাথা নাড়ল ম্যাক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় কলজে পর্যন্ত চমকে উঠল। অন্ধকার হয়ে এল আবার চারধার। উঠে দাঁড়ানোর কসরৎ করছে ও।

ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে মাথাটা। অতি সাবধানে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঁচু হলো ও। পায়ের ওপর খাড়া হয়ে এক মিনিট চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে রইল। তারপর বলল, 'দরকার নেই। হেঁটেই যেতে পারব আমি। তুমি চলে যাও।'

চাপাচাপি করল না হিউগ। ম্যাককে চেনে সে। চাপ দিলে বিগড়ে যায় এই লোক, জানে সে। নীরবে সোজা এগোল সে। ওদিকেই ঘোড়া রেখে এসেছে।

'শোনো,' পিছন থেকে ডাকল ম্যাক। 'তোমার পার্টনারদেরও আমার কথা বলার দরকার নেই। কোন ভাবে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে আমার নিজের কাজই ভেস্তে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে,' পিছনে না ফিরেই সায় দিল হিউগ।

দ্রুত অন্ধকারে মিশে গেল হিউগ। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে পা বাড়াল ম্যাক। এখন পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাতে পারছে ও। বেশি দূরে নয় স্টোর হাউস। খেলার শুরুতেই প্রথম দানটা হারতে হলো বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে ম্যাকের। কষে কয়েকটা গাল দিল সে নিজেকে।

খুলে গেল স্টোরের দরজা। হতভম্বের মত ওর দিকে তাক করা পিস্তলটার দিকে চেয়ে রইল ম্যাক। ল্যাম্পের টিমটিমে আলোয় ঝাপসা দেখাচ্ছে পিস্তল এবং পিস্তলের মালিক দু'জনকেই।

স্টোর কিপারের ভীত ও বিহ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে গোলমালটা ধরতে পারল ম্যাক। চিনতে পারছে না ওকে রিড জোনস। লোকটা আবার ট্রিগার টিপে না দেয়। দুর্বল কণ্ঠে দ্রুত বলল ম্যাক, 'জোনস, আমি ম্যাক রেমিংটন।'

সে কথা স্টোর কিপারের কান পর্যন্ত হয়তো পৌঁছুল। কিন্তু মাথা পর্যন্ত যে পৌঁছায়নি তা তার পরবর্তী কথায় বোঝা গেল। 'খবরদার! এক

পা সামনে বাড়বে না। যেখানে আছ, সেখানেই স্থির থাকো,' কাঁপা গলায় হুকুম দিল সে।

'পারছি না,' বোজা স্বরে প্রতিবাদ করল ম্যাক। 'পড়ে যাচ্ছি।'

কিছু না বুঝেই শুরু করল জোনস, 'পারো না পারো তোমাকে ওখানেই...'

পড়ে গেল ম্যাক।

পিস্তল ফেলে দ্রুত এগোল জোনস। এতক্ষণে চিনতে পেরেছে ম্যাককে। টেনে হিঁচড়ে ঘরের ভেতর নিয়ে এল সে ম্যাকের অচেতন দেহ। তারপর তাড়াহুড়ো করে দরজা বন্ধ করল। ঘুরে হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল জ্ঞানহীন দেহটার দিকে। রক্ত আর ধুলো-বালিতে ঢাকা পড়ে আছে ম্যাকের মুখ।

'হায়, ঈশ্বর!' অস্ফুট স্বরে বলল জোনস, 'এটুকু সময়ের মধ্যে কি ঘটল এমন!'

ঘরের কোণে পানি ভরা একটা মাটির কলস। নিয়ে এল সেটা জোনস। এক টুকরো কাপড় ভেজাল পানিতে। তারপর সাবধানে মুছে দিতে শুরু করল ম্যাকের মুখ। মুখ মুছতে মুছতে ম্যাকের গলা থেকে ঘাড়ের পেছনে চলে গেল জোনসের হাত। চমকে উঠল সে। ভয়ানক ফুলে উঠেছে জায়গাটা। ছড়ে গেছে বিচ্ছিরি ভাবে। সাবধানে কাত করল সে ম্যাকের দেহ। তারপর ক্ষতটা দেখল। অতি সন্তর্পণে পরিষ্কার করল ঘাড়ের পেছনটাও।

রক্ত বালি পরিষ্কারের পর এখন আর তেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না ম্যাকের চেহারা। কেবল সাঙ্ঘাতিক বিবর্ণ দেখাচ্ছে চামড়া।

নড়তে শুরু করেছে ম্যাকের চোখের পাতা। কয়েক বার পাতা মিট মিট করে চোখ মেলল ও। চোখের সামনে জোনসের মুখ প্রথমে ভুরু কুঁচকে দিল ওর। পর মুহূর্তে মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ,' বলে

সাবধানে উঠে বসল সে।

'কে করল কাজটা?'

'জানি না। আচমকা আক্রান্ত হয়েছি।'

'ইণ্ডিয়ান?'

'বললাম তো জানি না। তবে ইণ্ডিয়ান না হওয়াই স্বাভাবিক। অ্যাপাচি হলে কেবল মাথা ফাটিয়েই ঠাণ্ডা হত না।'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ওরা ছাড়া এত রাতে এখানে মরতে আসবে কে?'

'মরতে আসেনি। মারতে এসেছে দেখতেই পাচ্ছ। যাকগে, তোমার সেই চমৎকার হুইস্কির দু'এক ফোঁটা হবে নাকি?'

নতুন একটা বোতল নিয়ে এল স্টোর মালিক। গ্লাস আনেনি। স্টপার খুলে আস্ত বোতলটা ধরিয়ে দিল ম্যাকের হাতে। ব্যথা বেদনার কথা বেমালুম ভুলে গেল ম্যাক।

সিরিয়াস দৃষ্টিতে ম্যাকের দিকে চাইল স্টোর মালিক। 'আসল ব্যাপারটা বলো তো এবার, কি ঘটছে বাইরে?'

'বাইরে নয়, জোনস,' পাইন্টখানেক তরল পদার্থ ভেতরে পাঠিয়ে ধীরে ধীরে বলল ম্যাক। 'এই বাড়ি ঘিরে কিছু একটা ঘটছে। সেটা আর যাই হোক, ছেলেখেলা ধরনের কিছু নয়। ইণ্ডিয়ানদের কথা ভুলে যাও। এ ব্যাপারটায় ইণ্ডিয়ানদের কোন ভূমিকা নেই অন্তত এই গ্যারান্টিটুকু দিতে পারি তোমাকে।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।' আতঙ্কিত দেখাল স্টোর মালিককে।

'আমিও না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ম্যাক। 'কেবল এটা পরিষ্কার, কোন বিপদ ঘনিয়ে আসছে স্টোর হাউসের ওপর।'

ম্যাকের কাঁধে হাত রাখল জোনস। অপর হাতের তর্জনী ঠোঁটের ওপর রেখে চুপ করার ইঙ্গিত করল। কান খাড়া করে কিছু শুনছে।

'শুনতে পাচ্ছ?' খানিক পরে জানতে চাইল সে।

শুনেছে ম্যাক। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। ওয়াগনের আওয়াজ। এদিকেই এগিয়ে আসছে।

'হায় ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বলল স্টোর মালিক। 'স্টেজ কোচের আওয়াজ!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল ম্যাক।

হঠাৎ উজ্জ্বল দেখাল স্টোর মালিকের মুখ। 'ও হ্যাঁ, তাই তো! আজ বিকেলে পৌঁছুনোর কথা ছিল অবশ্য। আসেনি দেখে ভেবেছিলাম, অ্যাপাচি আতঙ্কের কারণে আর রওনা হয়নি লোকগুলো। এখন দেখছি ঠিকই আসছে। কোন কারণে রওনা হতে দেরি হয়েছিল বোধহয়।

'অথবা পথে বাধা পড়েছিল কোন।'

ঝট করে ওর মুখের দিকে তাকাল জোনস। কথাটার কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল যেন।

ক্রমেই বাড়ছে চাকার ঘড়ঘড়ানি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে ওটা।

'চলো, বাইরে গিয়ে দেখা যাক,' প্রস্তাব করল ম্যাক।

জোনসের অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়াল ও। দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রতিবাদ করার জন্য হাঁ করেছিল জোনস। ততক্ষণে বাইরে চলে গেছে ম্যাক। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে-ও অনুসরণ করল তাকে।

বাইরে বেরোতে স্টেজটাকে একেবারে নাকের ডগায় দেখা গেল। স্টোর হাউসের প্রধান গেটের সামনে এসে পড়েছে। দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল জোনস। উঠান পেরিয়ে খুলে দিল ফটক। তীর বেগে ভেতরে ঢুকল স্টেজটা।

দাঁত খিঁচিয়ে ঘোড়া সামলাচ্ছে স্টেজ চালক। ওগুলোর গতি রুদ্ধ

করতে করতেই গ্যালারির ধাপের কাছে পৌঁছে গেল ওয়াগন। সমানে খিস্তি করে চলেছে স্টেজ চালক। অবশ্য বিপদ সীমা অতিক্রম করার আগেই ঘোড়াগুলোকে সামাল দিতে সক্ষম হলো সে।

গেট বন্ধ করে ম্যাকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জোনস। ঘোড়াগুলোকে বশে এনে দু'মিনিট দম নিল স্টেজ চালক। তারপর নজর দিল সামনে উপস্থিত দুই নীরব দর্শকের দিকে।

'হাওডি!' জোনসের উদ্দেশে বলল সে।

জোনসের চোখ অন্যদিকে। ড্রাইভারের পাশের পাহারাদারের শূন্য আসনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাকে। ম্যাকের দিকে একপলক তাকাল সে। তারপর আবার স্টেজ ড্রাইভারের দিকে ফিরল। 'ঝামেলায় পড়েছিলে মনে হচ্ছে?' জানতে চাইল সে। কণ্ঠে আতঙ্ক।

'ঝামেলা বলে ঝামেলা!' কপালের ওপর এসে পড়া এক গোছা চুল সরাল স্টেজ ড্রাইভার, জেড। ত্রিশের নিচেই হবে জেডের বয়স। ছোট খাট শরীর। দড়ির মত পাকানো লম্বা লম্বা চুল। 'একসাথে এত ঝামেলা আমার জন্মের পর সইতে হয়নি। একটা চাকা খসে যাওয়া থেকে শুরু হলো ঝামেলা। টোয়েনটি মাইল রিজে খসল ওটা। একটা ঘোড়া খোঁড়া হলো স্মিথ'স ক্রসিং-এ। কাজেই কিনতে হলো আরেকটা ঘোড়া। ডোলান'স ফর্কে এসে ভয়ানক পেট ব্যথা শুরু হলো স্টেজ গার্ডের। ব্যথায় বসেই থাকতে পারছিল না নাকি। কাজেই ওকে বিদেয় করতে হলো। একা একা অসুস্থ লোকটাকে ছেড়ে দিই কিভাবে? ডাক্তারের কাছে ওকে পৌঁছে দিয়ে তবে মুক্তি এদিকে স্টেজের আরোহীরা আমার বাপ-দাদা চোদ্দ গুষ্টি তুলে গাল বকতে শুরু করেছে। ওয়ালো বাটে নতুন প্যাসেঞ্জার উঠল একজন। আমার নিজেরও সময় মত ডাক পৌঁছুতে হবে। তার ওপর যাত্রীদের তাড়া। ঘোর উন্মাদের মত ছুটিয়েছি

ঘোড়াগুলোকে। একে যদি ঝামেলা না বলে, বলব, ঝামেলা কাকে বলে জানি না আমি।'

চার্লির উদ্দেশে হাঁক ডাক শুরু করল স্টোর মালিক। এবং যথারীতি চার্লির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। স্টেজের দরজা খুলে গেল। নিখুঁত ছাঁটের পোশাক পরা মাঝবয়সী এক লোক নামল। পোশাকটা কুঁচকে আছে জায়গায় জায়গায়। ধুলোয় জুতোর গোড়ালি থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ধূসর লোকটার। লম্বা যাত্রার ফল। নিশ্চয়ই পথে পোশাক পাল্টানোর ফুরসত মেলেনি। অথবা আরেকটা পোশাক নষ্ট করার ইচ্ছে হয়নি।

নিচে নেমে প্রথমে নিজের বেশবাস দর্শনযোগ্য করায় মন দিল সে। টুপি খুলে ঝাড়ল সেটা। তারপর টুপি দিয়ে ঝাপটা মেরে পোশাকের ধুলো ঝাড়ল সাধ্যমত।

ওয়াগনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন আরোহী। তাড়াতাড়ি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা।

দেখা গেল, দ্বিতীয়জন আরোহী নয়, আরোহিণী। লোকটার মাংসল কালচে হাতের মাঝে তার সুঠাম ধবধবে হাতটা বেমানান লাগল। নিচে নেমে এল আরোহিণী।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে ম্যাকের মাথায়। ঘাড়ের ব্যথাটা সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আর যাই হোক, ঝিমঝিম করছে না এখন মাথা। ভোরের আবছা আলোয় মেয়েটাকে মনে হলো সদ্য ফোটা ডেইজি। এক নজরেই বোঝা যায় এ মেয়ে আর দশজন থেকে আলাদা। কেবল নিখুঁত নিটোল সৌন্দর্যই নয়। মেয়েটিকে ঘিরে আছে চমৎকার গাম্ভীর্যপূর্ণ আভিজাত্য।

মেয়েটি লম্বা। কালো চোখ, চুল। ধুলোর আস্তরণে চমৎকার পোশাকটির সৌন্দর্য ঢাকা পড়লেও ওটা নিঃসন্দেহে ফ্যাশান বাজারের

চলতি ডিজাইনের একটি।

পোশাকের ধুলো ঝেড়ে ভদ্রস্থ হবার চেষ্টায় মন দিয়েছে মেয়েটি। খানিক চেষ্টা করেই বুঝল, পণ্ডশ্রম হচ্ছে। এ ধুলো ঝেড়ে ফেলা খালি হাতে অসম্ভব। বিরক্ত ভাবে মুখ তুলে তাকাল সে। তাকাল সরাসরি ম্যাকের চোখে। দৃষ্টি ওখানেই স্থির রইল। দু'ভুরুর মাঝের বিরক্তির রেখা মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। তারপর চকিতে সরে গেল কালো চোখ দুটো।

দু'পা সামনে এগিয়ে এল মেয়েটি। আরেকজন নামল স্টেজ থেকে। বেশভূষা দেখে লোকটাকে ধনী বাথান মালিক মনে হলো। চওড়া কার্নিসের টুপি মাথায়। গায়ে দামী জ্যাকেট। কর্ডের ট্রাউজার্স। হাতে তৈরি বুটে রূপোর স্পার লাগানো। বেঢপ ভাবে ফুলে আছে তার জ্যাকেটের বাঁ দিকটা। অস্ত্র রয়েছে ভেতরে। উরুর সঙ্গেও ঝুলছে একটা পিস্তল। চল্লিশের ঘরে লোকটার বয়স। অদ্ভুত মজবুত গড়ন। সযত্নে ছাঁটা ছোট গোঁফ।

এ ধরনের মানুষ আদেশ করে অভ্যস্ত, পালন করে নয়। দেখেই বোঝা যায়, এই লোক চিরদিন আদেশ করে এসেছে এবং বিনা তর্কে তা পালন হতে দেখেছে। মাত্র এই তিন জনই স্টেজের যাত্রী।

জোনস আবার তার ভূমিকায় ফিরে গেল। 'ব্যাটা অকর্মা পাপাগো কোন চুলোয় গেল?' গলা চড়িয়ে শুরু করল, 'চার্লি! শিগগির এদিকে এসো, কোরালের গেট খোলো। জেড,' স্টেজ চালকের দিকে ফিরল সে, 'ঘোড়াগুলো সামলাতে সাহায্য করবে আমাকে?'

স্টোর মালিকের সামনেই রয়েছে জেড। কিন্তু অনুরোধটা এমন উঁচু স্বরে করল যে, জেড আরও আধ মাইল দূরে থাকলেও শুনতে অসুবিধে হত না।

'কি করতে চাইছ তুমি, শুনি?' মৃদু আপত্তির সুরে বলল জেড।

'কেন? ঘোড়াগুলোকে কোরালে ঢোকাতে হবে না?' অবাক হয়ে তাকাল স্টোর মালিক।

'এত কষ্ট না করলেও চলবে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফের রওনা হচ্ছি আমি।'

'কোথাও যাচ্ছ না তুমি,' সবজান্তার মত হাসল স্টোর মালিক। 'বোধহয় শোনোনি, অ্যাপাচিরা রিজার্ভেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এদিকেই এসেছে ওরা। এতদিন এক রকম বন্দী ছিল। বুঝতেই পারছ, ভীষণ রকম খেপে আছে ওরা। হাতে পেলে কি অবস্থা করবে তোমাদের, তা এমনকি ভাবতেও রাজি নই আমি।'

'ইণ্ডিয়ান!' স্টেজের প্রথম আরোহী এক রকম আর্তনাদ করে উঠল।

'শুনিনি তো খবরটা!' বিস্মিত হলো জেড।

'না শুনে ভালই করেছ। শুনলে আর স্টেজ নিয়ে এতদূর পাড়ি দেয়ার সাহস করতে না।'

'খবরটা সত্যি, নাকি গুজব? দেখো বাপু, গুজব শুনিয়ে আমার কাজ কর্ম বন্ধ কোরো না। অনেক কাজ রয়েছে হাতে।'

রেগে গেল জোনস। 'তোমার তাড়া থাকলে যেখানে খুশি যেতে পারো। আমার যা বলার বললাম। গেটের বাইরে গেলে কপালে খারাবি আছে।'

'কিন্তু আমার ওপর দায়িত্ব রয়েছে...'

'এখান থেকে বেরোলে জীবনেও আর কোন দায়িত্ব পালনের কষ্ট করতে হবে না তোমাকে।'

'মহা মুসিবতে পড়লাম দেখছি,' হতাশ স্বরে বলল জেড।

'হয়েছে,' ঝামটা মারল রিড জোনস। 'আর কাজের ফিরিস্তি দিতে হবে না। এবার সত্যিকার কাজের কাজ করো খানিক। দয়া করে স্টেজটা কোরালের ভেতর নিতে সাহায্য করো আমাকে।'

'আমি কোরালের গেট খুলছি,' বলল ম্যাক। 'তুমি স্টেজ নিয়ে এসো।'

'তুমি?' ইতস্তত করছে জোনস।

'কেন নয়?' হাসল ম্যাক।

ঘুরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল ও। কোরালে যেতে হয় বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে। ভেতরে ঢুকতে ছোটখাট একটা মিছিলের মুখোমুখি হলো ও। ঘুম ভেঙেছে মিসেস জোনসের। ছেলেমেয়েসহ সরেজমিন তদন্তে উঠানের দিকে চলেছেন। স্টোরের অপর দুই খদ্দেরও রয়েছে মিছিলটার অগ্রভাগে। তাড়াহুড়ো করে এগোচ্ছে তারা। ম্যাকের দিকে ফিরেও তাকাল না।

মিসেস জোনসকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল ম্যাক। তারপর পাশ কেটে এগিয়ে গেল। এক টুকরো লাজুক হাসি ঠোঁটে নিয়ে পথ ছেড়ে দিল শেরি। টুপি ছুঁয়ে তাকেও নড করল ম্যাক।

কোরালের গেট খুলল ম্যাক। যতখানি খারাপ লাগার কথা ততখানি খারাপ লাগছে না শরীর। হলরুমে ফিরে এসে জোনস এবং তার খদ্দেরদের সবাইকে একসঙ্গে দেখতে পেল ও। কেবল শেরি আর নবাগতা মেয়েটি অনুপস্থিত।

স্টেজ থেকে নামা প্রথমজনের নাম টিম ম্যাকফরসন। এক নাগাড়ে নিজের ভয়ানক ব্যস্ততার তালিকা বয়ান করে চলেছে সে। লোকটা ব্যাঙ্কার। কিন্তু লক্ষ করল ম্যাক, একটি বারও একা মরুভূমি পাড়ি দেবার নাম মুখে আনল না সে।

ধনী বাথান মালিকের মত দেখতে লোকটার নাম জ্যাক শ'। কাউন্টারের ওপর চড়ে বসেছে লোকটা। হাবভাবে কোন ব্যস্ততা নেই। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে স্টোর মালিকের হুইস্কি সাবাড় করে চলেছে।

স্টোরের পুরানো খদ্দের দু'জন বিশাল কামরাটার সবচেয়ে দূরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার এখনও পুরো পুরি দূর হয়নি ঘরের। একমাত্র বাতিটা ম্যাকের পাশে। আবছা আলোয় লোক দুটোর চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অথচ চেহারাগুলো দেখে রাখা দরকার।

বাতিটা পাশ কাটিয়ে তাদের দিকে এগোল ম্যাক। কাছাকাছি যেতে দু'জনেই ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। সন্দিহান দৃষ্টি চোখে।

দু'জনের একজনকেও চিনতে পারল না ম্যাক। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার, খুঁত খুঁত করছে মন। মনে হচ্ছে, এদের আগে কোথাও দেখেছে সে। অথচ সেটা অসম্ভবই বলা চলে। কারণ, একবার দেখলে তাকে কখনও ভোলে না ও। এর একটাই অর্থ হতে পারে, নিশ্চয়ই লোকদুটোর চেহারার বর্ণনা শুনেছে ও। কিন্তু কোথায়? কার কাছে?

ঘুরে জ্যাক শ'য়ের কাছে চলে এল ম্যাক। ইতিমধ্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে জোনস। নিজের জন্য খানিকটা হুইস্কি নিল ম্যাক।

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসল জ্যাক শ'। হাত বাড়িয়ে দিল ম্যাকের দিকে। 'আমি জ্যাক শ'।'

'ম্যাক, রেমিংটন ম্যাক।' হাত মেলাল দু'জন। 'হুইস্কিটা ভাল,' মন্তব্য করল ম্যাক।

'ঠিক। অবশ্য লম্বা একটা যাত্রার ধকল গেল। এখন আমার কাছে ইণ্ডিয়ানদের চোলাইও অপূর্ব ঠেকত।'

ঘুরে খালি গ্লাসটা কাউন্টারের ওপর রাখল ম্যাক।

'আরে,' বিস্ময় ফুটে উঠল জ্যাক শ'য়ের চেহারায়। 'ঘাড়ে কি হয়েছে তোমার?'

'আর বোলো না,' চেহারায় একরাশ বিতৃষ্ণা ফুটল ম্যাকের। 'বদরাগী ঘোড়া বাগে আনতে গেলে যা হয়।'

'ওহ্, তাই বলো। আমি তো ভেবেছিলাম রিঙে মারপিট করার অভ্যেস আছে তোমার।'

'আরে না। না ঠেকলে কখনও মারপিটের ভেতর নাক গলাই না আমি। পেশাদার বক্সার হবার কোন সাধ নেই আমার।'

মৃদু হাসল জ্যাক। 'তোমাকে দেখলে কিন্তু তাই মনে হয়। বক্সার হিসেবে নাম কেনার জন্যই যেন জন্ম তোমার। দারুণ ফিগার।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ম্যাক। কিন্তু বাধা পড়ল। 'কি ব্যাপার? জোনস ব্যাটা কি আমাদের উপোস করিয়ে মেরে ফেলার বুদ্ধি এঁটেছে নাকি?' এতক্ষণ উসখুস করছিল জেড। আর খিদের কষ্ট সইতে না পেরে মুখ ফুটে বলেই রসল।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' তৎক্ষণাৎ সায় এল টিম ম্যাকফরসনের কাছ থেকে। 'ব্যাটা গেল কোন চুলোয়?'

উৎসুক দৃষ্টিতে সবাইকে দরজার দিকে তাকাতে দেখে বোঝা গেল, বাকি সবারও সেই একই জিজ্ঞাসা। ফিক করে হেঁসে ফেলল স্টোর মালিকের ছোট মেয়ে।

'এখুনি মাকে গিয়ে বলছি আমি,' বলে হাসতে হাসতেই বাড়ির ভেতরে চলে গেল সে।

একটু পর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল মিসেস জোনসকে। কেবল বেকন আর সিম বিচি ছাড়া এ মুহূর্তে কিছুই দিতে পারবে না সে, জানাল অতিথিদের। দেখা গেল কারও আপত্তি নেই তাতে। ইতিমধ্যে জোনস এসে ঢুকেছে কামরায়। আরেক রাউণ্ড হুইস্কি পরিবেশন করল সে খদ্দেরদের।

হুইস্কি শেষ করে নিজেদের কামরার দিকে রওনা হলো এবারলি। খানিক অপেক্ষা করল ম্যাডার। তারপর সে-ও একই পথ ধরল। আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করল ম্যাক। এটা স্পষ্ট যে লোক দুটো পরস্পরকে চেনে, এবং হয়তো কোন সম্পর্কও রয়েছে। অথচ প্রমাণ করতে চাইছে, কোন সম্পর্কই নেই।

গোলমালটা কোথায়? লোক দুটো পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত প্রমাণ করতে চাইছে কেন? একই দিন স্টোর হাউসে হাজির হয়েছে দু'জনে। সামান্য সময়ের ব্যবধানে। এরা যে কামরায় আছে, সেই কামরা থেকেই গিরিখাতের দিকে আলোর সঙ্কেত পাঠানো হয়েছে।

এদের মধ্যে কে পাঠাচ্ছিল সঙ্কেত?

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে নিজের কামরার দিকে চলল ম্যাক। এক রাতে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছে। ঘাড় আর মাথার যা অবস্থা, তাতে একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়।

বিছানায় শুয়ে হিউগের চিন্তাই প্রথম মাথায় এল ওর। ওদের দলের ওপর সম্ভাব্য কি ধরনের আক্রমণ আসতে পারে, ভাবছে ম্যাক। আক্রমণ এলে ঠিক কোথায় এবং কখন আসা সম্ভব?

মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা এবং যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ম্যাক।

দরজায় ঝোলানো কম্বলটার সাথে আলতোভাবে ঠেকিয়ে একটা চেয়ার ঠেকিয়ে রেখেছে ও। কোন অনাহূত আগন্তুক এ কামরায় ঢোকার চেষ্টা করলে চেয়ারটা ঠেকাবে তাকে এমন আশা করছে না ম্যাক। তবে আগন্তুক অসাবধানে চেয়ারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে অন্তত ম্যাককে অসাবধান অবস্থায় কব্জা করার আশা বরবাদ হয়ে যাবে তার।

খেলা শুরু হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে সে। কিন্তু কোন ধরনের খেলা, বুঝতে পারছে না। তবে প্রতিপক্ষের ঘাঁটির ঠিকানা ও খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে বলেই ম্যাকের ধারণা।

চার

মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ, তীব্র ধাতব সংঘর্ষ আর ঘোড়ার আর্ত চিৎকারে ঘুম ভাঙল রেমিংটন ম্যাকের।

এক লাফে উঠে বসল ও। পায়ে মোকাসিন গলিয়ে ছুটল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিজের পাতা ফাঁদেই পড়ল সে। চেয়ার উল্টে হুড়মুড় করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। বেমক্কা ঝাঁকিতে খচ্ করে উঠল ঘাড়ের ব্যথা।

সাবধানে উঠে দাঁড়াল ম্যাক। যথাসাধ্য দ্রুত চলার চেষ্টা করল। দ্বিতীয় সংঘর্ষটা তখনই ঘটল। মেয়েটিকে দেখতে পায়নি ম্যাক। করিডরটা সাঙ্ঘাতিক সরু, দিনের বেলায়ও রাতের মত অন্ধকার। মেয়েটাকে লক্ষই করেনি ও। একেবারে সামনাসামনি ধাক্কা লাগার পর হুঁশ হলো। নরম দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাকের ওপর। আচমকা সংঘর্ষে আঁতকে উঠল ম্যাক। এ সেই কৃষ্ণনয়না। নবাগতা।

মেয়েটির চোখে আতঙ্ক দেখে ব্যস্ত কণ্ঠে দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করল ম্যাক। বিড় বিড় করে কি বলল মেয়েটা শোনা গেল না। তাকে পাশ কাটিয়ে আবার ছুটল ম্যাক। পরের বাধাটাও নারীঘটিত হলো। কিচেনের সামনে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মিসেস জোনসকে দেখা গেল। চোখ বন্ধ করে তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে মহিলা। সেই সঙ্গে দু'হাতে নিজের দু'কান চেপে ধরে আছে। বাইরের আওয়াজ শুনে মহিলার ধারণা হয়েছে, অ্যাপাচি হামলা শুরু হয়ে গেছে।

নরম কথায় কাজ হবে না বুঝল ম্যাক। চটাস্ করে কষে এক চড় বসিয়ে দিল মহিলার গালে। টলে উঠে দু'হাতে ওকেই জড়িয়ে ধরল মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেছে চিৎকার। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে ম্যাক। একটার পর একটা বাধা দেরি করিয়ে দিচ্ছে ওকে। বাইরে কি ঘটছে কে জানে। তবু অনড় দাঁড়িয়ে থেকে মহিলাকে সামলে ওঠার সুযোগ দিল ও।

কোরালের কাছাকাছি পৌঁছুতে যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটতে দেখল ও। বিরাট হাঁ হয়ে আছে কোরালের গেট। হিঞ্চ থেকে খুলে কাত

হয়ে ঝুলছে প্রধান গেটের দুই পাল্লা। আতঙ্কিত ঘোড়া আর খচ্চরগুলো গেট লক্ষ্য করে ছুটছে তীরবেগে। তারপর উঠান পেরিয়ে প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ধাতব সংঘর্ষের কারণ এখন বুঝতে পারছে ম্যাক। ব্যাটারিং র‍্যামের সাহায্যে গেট ভাঙা হয়েছে। এই আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর। কিন্তু কে বা কারা করল কাজটা?

কোরালের ভেতর উঠান ঢাকা পড়ে আছে ধুলোর মেঘে। চোখ খুলে তাকানোই মুশকিল। অস্পষ্ট ভাবে কয়েকজন লোককে দেখতে পেল সে কোরালের ভেতর। ইতস্তত ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল তারাও দিশেহারা বোধ করছে। সময় নষ্ট না করে ছুটল ম্যাক। ঘোড়াগুলোকে ঠেকানো দরকার। প্রধান ফটকের কপাট দুটো বেশ ভারী। ওগুলো একা টেনে সোজা করা আর পাহাড় নড়ানো সমান কথা।

মুহূর্তখানেক থমকে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিল ম্যাক। উন্মত্ত হয়ে গেটের দিকে ছুটছে ঘোড়া আর খচ্চরের দল। কয়েকটা হতচকিত ভাবে উঠানের একোণ ওকোণ গুঁতোগুঁতি করছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে রেমিংটনটা বের করল ম্যাক। মাথার ওপরে হাত তুলে আকাশের দিকে ফাঁকা আওয়াজ করল পরপর কয়েকটা।

বিকট আওয়াজে থমকে গেল আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো। এবার ওগুলোকে ভড়কে দেয়ার পালা। পর পর আরও তিন রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করল ম্যাক। অমনি ফের উন্মাদ বনে গেল ঘোড়াগুলো। ছুটতে শুরু করল ঠিকই। তবে এবার আর গেটের দিকে নয়। ফিরতি পথ ধরল ওগুলো। কয়েকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে কোরালে না ঢুকে এদিক ওদিকে ছুটল। তবে স্টোর হাউসের সীমানার মধ্যেই থাকল ওরা এটাই আনন্দের বিষয়।

ইতিমধ্যে কোরালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন। স্টোর কিপার, স্টেজ চালক আর টিম ম্যাকফরসন। ম্যাক পৌঁছুবার আগে

থেকেই ঘোড়াগুলোকে বাগে আনার চেষ্টায় লেগেছিল ওরা। কিন্তু সুবিধে করতে পারছিল না। এতক্ষণে তারাও দিশে ফিরে পেয়েছে। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর বর্হিগমন রোধ করার জন্য গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে ম্যাকের দেখাদেখি।

অবশ্য তাতে লাভ হলো সামান্যই। কারণ ম্যাক পৌঁছুনোর আগেই বেশির ভাগ ঘোড়া বেরিয়ে গেছে। নিজের ঘোড়াগুলোও পলাতক ঘোড়ার তালিকায় পড়েছে কিনা দেখার জন্য উঠান আর কোরালের ভেতর নজর বোলাল ম্যাক। সোরেলটাকে দেখা গেল উৎসুক চোখে ভাঙা গেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডান আর মাসটাঙের ছায়াও দেখা গেল না কোথাও। অবশ্য এমন ধুলোর মেঘ ভেদ করে দেখতে পাওয়াও খুব একটা সহজসাধ্য নয়। যদি কপাল খারাপ না হয়ে থাকে তবে হয়তো কোরালের আনাচে কানাচে পাওয়াও যেতে পারে ওদের। ফের সোরেলটার দিকে তাকাল ম্যাক। চেহারায় অভিব্যক্তি না থাকলেও এই মুহূর্তে যেন হতাশার ছায়া দেখা গেল ঘোড়াটার মুখে। মুক্ত মরুতে অবাধে বিচরণের সুযোগ সামান্য সময়ের হেরফেরে হারিয়েছে সে, বুঝতে পেরেছে যেন।

সন্তর্পণে ওটার দিকে এগোল ম্যাক। এই মুহূর্তে ওটাকে আর তেমন বাধ্যগত ঠেকছে না। স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে সে। এই স্বাধীনতা যে না খেয়ে মরার স্বাধীনতা তা বুঝতে অক্ষম জন্তুটা।

জিভ এবং টাক্‌রা সহযোগে পরিচিত আদুরে শব্দটা করতে করতে এগোল ম্যাক। খ্যাপা চোখে ধুলোবালির ঝাপটা অগ্রাহ্য করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ঘোড়াটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে বারান্দার থামের সাথে একটা পেরেক গাঁথা রয়েছে দেখল ম্যাক। একটা ল্যাসো ঝুলছে সেটার সঙ্গে। কিন্তু গরু মোষের কায়দায় ঘোড়া বশে আনা পছন্দ নয় ম্যাকের।

ধীর পায়ে আড়াআড়ি ভাবে ঘোড়াটার দিকে এগোতে শুরু করল ও। সন্দিহান দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে সোরেল। এতদিনের ট্রেনিং

ভুলে গেছে জন্তুটা। পোষ মানার আগের বুনো দৃষ্টি ফিরে এসেছে চোখে। এক কদম পিছিয়ে কান খাড়া করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াল ঘোড়াটা। নাকের ছিদ্র ফুলে ফুলে উঠছে। বেগতিক দেখে থমকে দাঁড়াল ম্যাক। হালকা সুরে শিস বাজাল এবার। এই সুর পরিচিত সোরেলটার। দেখা যাক কাজ হয় কি না।

কাজ হলো। একটানা শিস বাজিয়ে চলেছে ম্যাক। শিগগিরই ফুলে ওঠা কেশর স্বাভাবিক হয়ে এল সোরেলের। নরম চোখে চাইল সে ম্যাকের দিকে। তাড়াহুড়ো করল না ম্যাক। মৃদু পায়ে ঘোড়াটার দিকে এগোচ্ছে। কাছে গিয়ে গা ঘেঁসে দাঁড়াল ও। তারপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করল পিঠে, গলায়।

সাবধানে ঘোড়াটার নিতম্বে চাপড় দিল ম্যাক। কোরালের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ গড়িমসি করে শেষে রওনা হলো ঘোড়াটা। ওটাকে কোরালে ঢুকিয়ে ভাঙা গেট ঠেলেঠুলে বন্ধ করল ম্যাক।

তারপর দ্রুত অন্য তিনজনের কাছে চলে এল। স্টোর মালিকের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলো। দু'চোখে রাজ্যের শূন্যতা নিয়ে উন্মুক্ত মালভূমির দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। বলল না কিছু। স্টেজ চালক একটানা বিড় বিড় করে গাল বকে চলেছে। সম্ভবত অদৃশ্য আক্রমণকারীদের উদ্দেশে। টিম একেবারেই নীরব। তবে ভয়ে সাদা হয়ে গেছে ফ্যাশান দুরস্ত চেহারা।

ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করল রেমিংটন ম্যাকের চোখ। যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটতে দেখল। পলাতক ঘোড়াগুলো তাদের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষায় কার্পণ্য করছে না। উল্কার গতিতে মালভূমির ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে ওগুলো। তবু ভাগ্য ভাল যে ছড়িয়ে পড়েনি ওরা, একেকটা একেক দিকে রওনা হয়নি। তাহলে রাউণ্ড আপ করা মুশকিল হত।

ইণ্ডিয়ানদের গাল পাড়তে পাড়তে ধুলোর মেঘ ভেদ করে এতক্ষণে উদয় হলো জ্যাক শ'। বেদম কাশছে সে। কাশির ফাঁকে ফাঁকে অনুপস্থিত ইণ্ডিয়ানদের উদ্দেশে আক্রমণাত্মক শব্দাবলী ছুঁড়ছে।

'আমি কিন্তু কোন ইণ্ডিয়ান দেখিনি,' গম্ভীর স্বরে জানাল ম্যাক। 'কেউ দেখেছে?'

থমকে যাওয়া চেহারা হলো উপস্থিত প্রত্যেকের। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সবাই। কেউ দেখেনি।

খানিক চুপ করে থেকে বলল ম্যাক, 'তবু পাইকারী হারে ইণ্ডিয়ানদের দোষ দেয়া হচ্ছে। কেন মনে হলো ইণ্ডিয়ানরাই এজন্যে দায়ী?'

'তাছাড়া আর কে হতে পারে?' পাল্টা জানতে চাইল জ্যাক।

'কেউ ইণ্ডিয়ানদের হুঙ্কার শুনেছে?' পাত্তা না দিয়ে অন্যদের প্রশ্ন করল ম্যাক।

এবারও জবাব নেতিবাচকই হলো। একটু অবাক হলো ম্যাক। ও নিজেও তেমন কিছু শোনেনি। অবশ্য হয়তো ঘুমোচ্ছিল বলে শুনতে পায়নি ও। জেড, টিম আর জোনসও কি ঘুমোচ্ছিল? হয়তো তাই।

'আমাদের বন্ধু রেমিংটন ম্যাক বোধহয় ইণ্ডিয়ানদের ওপর দোষারোপ মেনে নিতে পারছে না। জান বাজি রেখে বলতে পারি, নিখোঁজ ঘোড়াগুলো অ্যাপাচিদের কাছেই পাওয়া যাবে। কে না জানে, মাংসের দরকার অ্যাপাচিদের,' কথাগুলো ভেসে এল ম্যাকের পেছন থেকে। শান্ত ভাবে ব্যঙ্গাত্মক স্বরটির পুরো বক্তব্য শুনল ম্যাক। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। এবারলি।

'সম্ভবত তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ না।' স্থির চোখে চেয়ে থেকে খোঁচা দিল ম্যাক।

লাল হয়ে উঠল এবারলির মুখ। কিন্তু ম্যাক যা আন্দাজ করেছিল

তাই ঘটল। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস মোটা লোকটার নেই। এ ধরনের লোক পেছন থেকে ছুরি চালানোয় বেশি দক্ষ হয়। সামনাসামনি লড়াইয়ে নামার সাহস এদের কমই থাকে।

'আমি অমন কিছু বলিনি,' মুখ হাঁড়ি করে জবাব দিল সে।

ম্যাকের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে থমথমে হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। এবার ঢিল পড়ল সবার স্নায়ুতে। বাঁকা হেসে চার্লিকে ডাকায় মন দিল স্টোর মালিক। কাপুরুষতার কল্যাণে সবার শ্রদ্ধা হারিয়েছে এবারলি।

যথারীতি নীরব এবং অনুপস্থিত রয়েছে চার্লি। জেড এবং জোনসের সম্মিলিত চিৎকার এবং হাঁকাহাঁকিতে সম্ভবত ত্যক্ত হয়েই এক সময় ছাদের কোণ থেকে উঁকি দিল সে। পিট পিট করে মালিকের মেজাজের অবস্থা ঠাহর করার চেষ্টা করল।

'কারা হামলা করেছিল, দেখেছ তুমি?' প্রশ্ন করল জোনস। 'ওরা কি অ্যাপাচি ছিল?'

'চুলোয় যাক,' বলল চার্লি।

'উহ্, কি যন্ত্রণা!' ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জোনস। 'ব্যাটাকে একটা কথা যদি বোঝানো যায়।' কাতর চোখে অন্যদের দিকে তাকাল সে। 'ঈশ্বরের দোহাই, তোমাদের কেউ মেক্সিকান বা পাপাগো জানো? স্প্যানিশ হলেও চলবে।'

মৃদু হেসে চার্লির দিকে তাকাল ম্যাক। 'তুমি কোন অ্যাপাচি দেখেছ, চার্লি?' স্প্যানিশে জিজ্ঞেস করল ও। 'একটু আগের হামলার সময় কোথায় ছিলে তুমি?'

চোখ দুটো গোল করে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে রইল চার্লি। কি ভাবল কে জানে। ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে জবাব দিল, 'কোন অ্যাপাচি দেখিনি। ছাদে ছিলাম তখন।'

জবাবটা অন্যদের কাছে অনুবাদ করল ম্যাক।

'তাহলে কারা করল কাজটা? গেট ভেঙে ঘোড়া তাড়িয়ে দিল কে?' ফেটে পড়ল জোনস।

'এত অধৈর্য হবার কিছু নেই,' শান্ত স্বরে বলল ম্যাক। 'যেভাবেই হোক ঘোড়াগুলো খোয়া গেছে। আর সেটাই মোদ্দা কথা। কিভাবে গেল সেটার গুরুত্ব কম এবং জবাবটা জানাও সোজা। প্রথম পয়েন্টটাই কিন্তু ভোগাবে বেশি। ঘোড়া ছাড়া গজব পড়া এই মরুভূমিতে আধ মাইল পথ পেরোতেও জান বেরিয়ে যাবে।'

'জবাবটা জানা সোজা মানে?' তির্যক চোখে ম্যাকের দিকে তাকাল এবারলি।

'সোজা মানে সোজা। ট্র্যাকিঙে সামান্য জ্ঞান আছে এমন যে কোন লোক আক্রমণকারীদের ব্যাপারে কিছু না কিছু তথ্য জানতে পারবে। আশা করছি, অন্তত কিছু ট্র্যাক পাওয়া যাবে ওদের।'

'তারমানে নিজেকে ট্র্যাক বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবি করছ?' প্রশ্নের চেয়ে বিদ্রূপের ভাবই বেশি এবারলির সুরে।

হাত ঝাপটা মারল জ্যাক শ' এবারলির নাকের সামনে। 'হয়েছে, থামো এবার সবাই। সময়ই প্রমাণ করবে কে কিসে বিশেষজ্ঞ।'

আশ্চর্য ব্যাপার, চট্ করে নিজেকে সামলে নিল এবারলি। ফণা নামিয়ে নেয়া সাপের মত ঘাড় গুঁজে একপাশে সরে দাঁড়াল। বিড় বিড় করে দুঃখিত বা ওই ধরনের কিছু বলল সে।

এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পেল না ম্যাক। চোখ ডলতে ডলতে হাজির হলো ম্যাডার। উস্কখুস্ক চুল। আরও একবার অবাক হবার পালা। এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল লোকটা? একটু আগের হৈ হুল্লোড়ের আওয়াজে মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে ওঠার কথা!

নিরুদ্বিগ্ন মুখে চুলে চিরুনির মত আঙুল চালাতে চালাতে এসে হাজির

হলো সে। 'দু'একটাকে পেড়ে ফেলতে পেরেছ তো?' হাসি হাসি সুরে জানতে চাইল সে।

'দু'একটা মানে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল স্টোর মালিক।

'অ্যাপাচিদের কথা বলছি। একটু আগে হামলা চালাল না ওরা?'

খুব শান্ত দেখাল রিড জোনসকে। যেন কিছুতেই রাগবে না বলে পণ করেছে। 'আমাকে বলা হয়েছে,' অত্যন্ত ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'হামলার সময় কোন ইণ্ডিয়ানকে দেখা যায়নি।'

বিস্ময়ের ছাপ ফুটল ম্যাডারের চেহারায়। চট্ করে একবার এবারলির দিকে তাকাল সে। 'তাই?' গলার স্বরে প্রায় হতচকিত ভাব এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে ম্যাডার। 'কিন্তু অ্যাপাচিদের যুদ্ধের চিৎকার শুনলাম মনে হলো!'

আর একটি কথাও খরচ না করে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক। এখানে বাকোয়াজ শুনে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। বোঝা যাচ্ছে, সবক'টা এক ঝুড়ির ডিম।

উঠানের ধুলো এখনও পুরোপুরি থির হয়নি। গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাক। পিছন দিয়ে কোরাল পেরিয়ে বাড়ির দক্ষিণ দিকে চলে এল। দুটো ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। অবশ্যই স্টোর হাউসের পলাতক ঘোড়াগুলোর নয়। কারণ ওগুলো এদিকে মোটেই আসেনি। ঘোড়াগুলোর মালিক যে ইণ্ডিয়ানরা নয় সে প্রমাণও মোটামুটি পাওয়া গেল। নাল ছিল ওগুলোর পায়ে।

ট্র্যাকগুলো একদম টাটকা। বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগের। এখান থেকে সোজা দক্ষিণে চলে গিয়েছে অশ্বারোহীরা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ম্যাক। ট্র্যাকগুলোর ওপর নজর। কিছু ভাবছে। হালকা একটা শব্দ হলো পেছনে। শান্তভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও। এবারলি। এগিয়ে ম্যাকের মুখোমুখি হলো সে। 'আমাকে মিথ্যুক প্রমাণের কোন পথ খুঁজে

পেলে?' জানতে চাইল লোকটা।

ইচ্ছে করেই খোঁচার জবাবে তৎক্ষণাৎ খোঁচা দিল না ম্যাক। 'মনে হচ্ছে দু'জন অশ্বারোহী ছিল এখানে।'

'কখন?' চ্যালেঞ্জ এবারলির গলায়।

'সেটাই তো সমস্যা,' স্বীকার করল ম্যাক। 'এমন শক্ত মাটিতে এক সপ্তাহের পুরানো ট্র্যাকও নতুন দেখায়।'

আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল এবারলির ঠোঁটে। 'ওদের বুদ্ধি আছে বলতে হবে, কি বলো?'

'কাদের কথা বলছ?'

সতর্ক হয়ে গেল মোটা লোকটা। থতমত খেয়ে বলল, 'কাদের কথা আর? ইণ্ডিয়ানদের কথা বলছি। এটাই ওদের কৌশল। আচমকা শোরগোল তুলে সবাইকে ভড়কে দিয়ে ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। একবার বাথানের আওতার বাইরে যেতে পারলেই হলো। জানোই তো, ওদের পিছু ধাওয়া করার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। জানের চেয়ে ঘোড়ার দাম বেশি নয় নিশ্চয়ই।'

'দুটো ভুল করেছ তুমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাক। 'প্রথমত, ইণ্ডিয়ানরা পারতপক্ষে শোরগোল করার পক্ষপাতী নয়। নিঃশব্দে গলা ফাঁক করতে পছন্দ করে ওরা। তাই বন্দুক আবিষ্কারের চেয়ে বাওই ছুরি আবিষ্কারের দিকে মনোযোগ ওদের বেশি। দ্বিতীয়ত, ইণ্ডিয়ান বা শ্বেতাঙ্গ যা-ই হয়ে থাকুক, এক্ষেত্রে ওরা সামান্য একটা ভুল করে ফেলেছে হিসেবে। কারণ জানের চেয়ে ঘোড়ার দাম সবার কাছে বেশি না হলেও অন্তত কারও কারও কাছে বেশি। আর তাদের একজন হচ্ছি আমি। ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি আমি।'

নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে রইল এবারলি। কিন্তু বিস্ময়ের চেয়ে

লোকটার দৃষ্টিতে ক্রোধের মাত্রাই বেশি মনে হলো ম্যাকের।

ঘুরে গেটের দিকে রওনা হলো ম্যাক। একটা অশুভ সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে মনে। হিউগ আর তার সঙ্গীদের সাথে এই ঘটনার কোন যোগাযোগ নেই তো? কে জানে এটা ওদের সোনা দখল করার পূর্ব প্রস্তুতি কি না? সম্ভাবনাটিকে সুদূর বললেও কম বলা হয়ে যায়। তবুও সম্ভাবনা সম্ভাবনাই। সব ঘটনার খারাপ দিকটা ভেবে রেখে সতর্ক হওয়া মন্দ কিছু নয়।

তাছাড়া, এর আগে প্রতিবারই প্রতিপক্ষ মার খেয়েছে মাইনারদের হাতে। এবারের দান যখন শেষ দান, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অতিরিক্ত সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করবে তারা। অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে তারা, সোজা পথে মাইনারদের কাবু করা সহজ নয়। অ্যাম্বুশ একটি কার্যকরী উপায় হলেও ওই পথ অবলম্বন করায় বিশেষ লাভ হয়নি তাদের ইতিপূর্বে। তাই স্টোর হাউসের দিকে যদি তারা নজর রেখে থাকে, তবে অবাক হবার কিছুই নেই। আশেপাশে বহু মাইলের মধ্যে যখন দ্বিতীয় কোন নিরাপদ আশ্রয় নেই, তখন টুকসান যাওয়ার পথে এখানেই মাইনাররা যাত্রা বিরতি করবে, এটা বুঝতে জ্যোতিষ হবার প্রয়োজন হয় না। স্টোর হাউসের ঘোড়াগুলোর অনুপস্থিতি সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের জন্য একটি চমৎকার প্লাস পয়েন্ট হবে। স্বভাবতই অসম্ভব ক্লান্ত এবং ছুটতে অক্ষম থাকবে মাইনারদের ঘোড়াগুলো। এদিকে স্টোর হাউসে আর কোন ঘোড়া না থাকায় তাদের পিছু ধাওয়া করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে।

এদিকে এবারলি আর তার রুমমেট ম্যাডারকে বিশুদ্ধ ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না ম্যাকের। মনে হচ্ছে; কোথাও কোন কিন্তু আছে। আপাত দৃষ্টিতে দু'জনের মধ্যে কোন পূর্ব পরিচয় না থাকলেও কেন যেন সদ্য পরিচিতও মনে হচ্ছে না ওদের।

ইতিমধ্যে গেট মেরামতের তোড়জোড় শুরু করেছে স্টোর মালিক। জ্যাক শ' সাহায্য করছে তাকে। উল্টানো একটা কাঠের বালতির ওপর বসেছে স্টেজ চালক। 'ঘোড়াচোর অ্যাপাচিদের' গুষ্টি উদ্ধার করছে সে। স্টেজের সব ক'টা ঘোড়া হারিয়ে এ মুহূর্তে বেকারে পরিণত হয়েছে সে।

কোরালে গিয়ে পুলকিত হবার মত একটি ব্যাপার দেখল ম্যাক। যে ক'টা ঘোড়া শেষ মুহূর্তে পাকড়াও করা গেছে তার মধ্যে ওর ডানটিও রয়েছে।

ঘোড়াটার পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করল ও। তারপর নিজের কামরা থেকে জিন নিয়ে এল। ওটার পিঠে জিন চাপিয়ে লাগাম জুড়ল ও। বকবকানি থেমে গেছে জেডের। ভুরু কুঁচকে ম্যাকের কাজকর্ম দেখছে। লাগাম জোড়া শেষ হতে এগিয়ে এল সে। 'কি হচ্ছে, শুনি? কোথায় যাওয়ার মতলব এঁটেছ?' সন্দিহান গলায় জানতে চাইল সে।

'দেখি, তোমাদের ডাকাতি হওয়া ঘোড়ার দু'একটা উদ্ধার করতে পারি কিনা।'

'এক মিনিট,' দ্রুত স্টোর মালিকের দিকে এগিয়ে গেল জেড। 'জোনস, আমাকে একটা ঘোড়া ধার দাও তো।'

'কালো ঘোড়াটা নিতে পারো,' ভীতির ছাপ জোনসের চেহারায়। 'কিন্তু যা করছ ভেবে করছ তো? এ স্রেফ পাগলামি। কয়েকটা ঘোড়ার চেয়ে প্রাণ অনেক দামী জিনিস। বুঝতেই পারছ, যে যাবে নিজের দায়িত্বে যাবে।'

'আমি যাচ্ছি এবং অবশ্যই নিজের দায়িত্বে,' সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল জেড।

'আমার মতে তোমার এখানেই থাকা উচিত,' বলল ম্যাক, 'মেয়েরা আছে এখানে। পুরুষরা সবাই বেরিয়ে পড়লে ওরা অরক্ষিত হয়ে

পড়বে। কোন ঝামেলা হলে সামাল দিতে পারবে না।'

'তো আমি কি করব?' ঝামটে উঠল জেড। 'আমিই এখানে একমাত্র পুরুষ নাকি? বাকিরা থাকলেই তো পারে। আমার স্টেজ অচল হয়ে পড়েছে। জরুরী ডাক নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছি আমি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ম্যাক। দ্রুত বাধা দিল জ্যাক শ'। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিই থাকছি। ঠিকই বলেছে ম্যাক। কয়েকটা ঘোড়ার জন্য মেয়েদেরকে এভাবে অরক্ষিত ফেলে যাওয়া ঠিক নয়।'

নিজের কামরায় ফিরে গেল ম্যাক। বুট পরে রাইফেলে বুলেট ভরল। করিডরে বেরোল দ্রুত পায়ে। কিন্তু আপনা থেকেই গতি কমে গেল। সেই মেয়েটি। কালো একটা ঢোলা স্কার্ট পরেছে। আকাশী রঙের ব্লাউজ। করিডরের অন্ধকারে নিশিরাতের চাঁদের মত ফুটে আছে অপূর্ব সুন্দর মুখটি। আনমনে হাঁটছিল মেয়েটি। ম্যাকের ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই থাকল।

নিজেকে সামলে মাথা নুইয়ে নড্ করল ম্যাক। থতমত খেয়ে কোনমতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'বাইরে কি হয়েছে?' মৃদু সুরেলা স্বরে জানতে চাইল সে।

কি হয়েছে জানাল ওকে ম্যাক। এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। গলার কাছে দুই হাত উঠে গেছে। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'তার মানে আজ আর স্টেজ এখান থেকে বেরোচ্ছে না?'

করিডরটা অপরিসর, পাশাপাশি হাঁটতে গেলে কাছাকাছিও থাকতে হয়। মেয়েটার গায়ের মিষ্টি সুবাস নাকে আসছে ম্যাকের। ওর পৃথিবীতে খানিক আগে পর্যন্ত সবচেয়ে সুন্দর সুগন্ধ ছিল সেজের ঘ্রাণ। এই মুহূর্তে ভুলটা ভাঙল। কৃষ্ণ নয়নার সুরভি সেজের চেয়ে অনেক সুন্দর, অনেক মাদকতা আছে এতে।

উঠানে ফিরে জেডকে ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষারত দেখা গেল। কোমরের হোলস্টারে একটা নতুন কোল্ট ঝুলছে তার। পমেলের উপর আড়াআড়ি ফেলে রাখা রাইফেলটাও কোল্টের মতই চকচকে। একটা শর্ট ম্যাগাজিনের স্পেনসার ওটা। বিপদের মুহূর্তে দুটো অস্ত্রই ভাল কাজ দেবে আশা করা যায়।

মিসেস জোনস তার ছেলেমেয়ে নিয়ে কোরালে হাজির হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, সাময়িক ভাবে অ্যাপাচি-ভীতি থেকে মুক্ত হতে পেরেছে মহিলা। ছেলেমেয়ে চারটে সারা উঠান ছুটে বেড়াচ্ছে। আর প্রতি মুহূর্তেই ইণ্ডিয়ান উপস্থিতির স্বপক্ষে কোন না কোন প্রমাণ আবিষ্কার করছে।

ছেলে দুটোর বয়স নয় থেকে বারোর মধ্যে। পশ্চিমে এই বয়সেই ছেলেরা পুরুষালী হাবভাব রপ্ত করে ফেলে। বুনো গরু পোষ মানানো থেকে শুরু করে গুলি ছোঁড়ায়ও দক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু জোনসের ছেলেদের মধ্যে তেমন শক্ত সমর্থ ভাব দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত এর কারণ জোনসের প্রচণ্ড কড়া শাসন এবং বিপদাশঙ্কায় ছেলেদের সব সময় গৃহবন্দী করে রাখা।

নবাগতা মেয়েটি এসে দাঁড়াল মিসেস জোনসের পাশে। টিম ম্যাকফরসন এক পা দু'পা করে সেদিকে এগোচ্ছে। অবশেষে মেয়েটির পাশে এসে পৌঁছুনোর পর তার গতি রুদ্ধ হলো। আগ্রহী চোখে বার বার তাকাচ্ছে মেয়েটির দিকে। আলাপ জমাবার ইচ্ছে। কিন্তু মেয়েটির সেদিকে নজর আছে বলে মনে হলো না। কপালের মাঝে ভাঁজ ফেলে ম্যাক আর জেডের যাত্রার আয়োজন দেখছে সে।

ডানের পেটে স্পার ছোঁয়াল ম্যাক। গেটের দিকে ছুটল ডান। বেরিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে একবার পিছনে তাকাল ম্যাক। অপেক্ষারত প্রত্যেকের চোখে ভীতি দেখা গেল। মেয়েটির চোখেও ভয়। ঠোঁট দুটো

মৃদু নড়ছে মনে হলো মেয়েটার। কি বলছে জানার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। হয়তো শুভ কামনা করছে জেড আর ওর। কিন্তু অপরিচিত একটি মেয়ের কি দায় তাতে? দায় অবশ্য একটা আছে। স্টেজের ঘোড়াগুলো ফিরে এলে মেসকিট পৌঁছুতে সুবিধে হবে তার।

ম্যাকের ঘোড়ার পাশাপাশি হলো জেডের স্ট্যালিয়ন। কিছু দূর দুলকি চালে এগোল দু'জন। তারপর গতি কমিয়ে আনল। একটু পরই সাঙ্ঘাতিক গরম হয়ে উঠবে আবহাওয়া। গরমে দ্রুত ঘোড়া হাঁকালে শিগগিরই জিভ বেরিয়ে যাবে অশ্ব এবং অশ্বারোহীর।

দেখেশুনে পথ চলার জন্যও ধীরগতি কার্যকর। নইলে পাথরে বাড়ি লেগে অথবা খানা খন্দে পড়ে ঘোড়ার পা ভাঙাও বিচিত্র নয়।

স্পষ্ট ট্র্যাক রেখে গেছে ঘোড়াগুলো। অনুসরণ করতে তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল ম্যাকের কাছে। হামলাকারীরা ঘোড়াগুলোকে নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য স্টোর হাউসের কোরাল ভাঙেনি। ঘোড়াগুলোকে কোন সুনির্দিষ্ট দিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়নি। ইতস্তত ছুটে গেছে ভীত জন্তুগুলো। গোটা কয়েক একাট্টা হয়ে ছুটে পালিয়েছে ঠিকই, তবে সেটা নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা। কোন অশ্বারোহী পরিচালনা করেনি পলায়নপর ঘোড়াগুলোকে। কারণ, সওয়ার বহনকারী কোন ঘোড়ার ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর ধারে কাছে। ঘোড়ার পিঠে আরোহী থাকলে সেই ঘোড়ার ট্র্যাক অন্যান্য ঘোড়ার চেয়ে গভীর হবে।

দল বেঁধে ছুটে যাওয়া ঘোড়াগুলোর পেছনেই লাগল ওরা। বাকি ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গেছে।

'হারামী জানোয়ারগুলো গর্দভের মত সোজাসুজি ছুটে গেছে দেখছি,' খুশি খুশি গলায় বলল জেড। 'ট্র্যাকিঙে চিরকালই আনাড়ি আমি। সেই আমার কাছেও এই ট্র্যাক অনুসরণ পানির মত সোজা

ঠেকছে। অ্যাপাচি শালারা ফাঁদ পেতেছে নাকি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ম্যাক। 'আমার তা মনে হয় না। ইণ্ডিয়ান উপস্থিতির কোন চিহ্নই চোখে পড়েনি এ পর্যন্ত। অবশ্য তোমার অস্বস্তি লাগলে ফিরে যেতে পারো। এখনও সময় আছে। হয়তো অ্যাপাচিদেরই কাজ এটা। আমার অনুমান ভুলও হতে পারে।'

'তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে আমার।' ম্যাকের ঘোড়ার একেবারে কাছে নিজের ঘোড়া নিয়ে এল জেড। 'কিন্তু স্টোর হাউসের ওই ধোপ দুরস্ত হারামীগুলোর কাছে তা স্বীকার যাব না কিছুতেই। এখন ফিরে যেতে দেখলে শালারা মুখ টিপে হাসবে। তারচে' তোমার সাথেই লটকে থাকি, দোস্ত। লাল চামড়াগুলো হামলা করলে আমার দিকে একটা চোখ রেখো।'

হেসে সামনের ট্র্যাকের দিকে চোখ ফেরাল ম্যাক। 'দম ফুরিয়ে গেলেই থামবে ঘোড়াগুলো। আতঙ্কের চোটে একটানা দ্রুত ছুটেছে ওরা। কাজেই দম ফুরোতে দেরি হবে না। সহজেই ধরা যাবে ওগুলোকে।'

'কিন্তু অ্যাপাচি...'

'ওদের যখন দেখব তখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবব,' স্টেজ চালককে থামিয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাক। 'এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলায় আছি। বিপদ দেখা দেবার আগেই সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার সময় নেই এখন। তাছাড়া, ওরা আশেপাশে আছে জেনে নিয়েই বেরিয়েছি আমরা বাইরে। তাই না?'

কয়েক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর ঘোড়াগুলোর দেখা মিলল। উঁচু একটা খাড়া বালিয়াড়ির ওপর থেকে নামছিল ওরা। সাঙ্ঘাতিক খাড়া ঢাল। তার ওপর ঝরঝরে শুকনো বালি পায়ের নিচে। কিন্তু ওগুলোর সন্ধান পেয়ে আনন্দের চেয়ে বিষাদের মাত্রাই বেশি হলো। বেদখল হয়ে গেছে জন্তুগুলো।

চারজন লোক, সশস্ত্র। একটা খচ্চর টানা ওয়াগন নিয়ে এগোচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওয়াগনটা যথেষ্ট ভারি আর খচ্চরগুলো রীতিমত প্রাণপাত পরিশ্রমে টানছে ওটা।

ভীতির ছাপ মুছে গেছে জেডের চেহারা থেকে। সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে এখন রাজ্যের হতাশা। ওয়াগনের চার মালিকের চেহারা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক ঠেকছে না তার। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এরা লড়াইয়ে অভ্যস্ত। এত কষ্ট করে ঘোড়াগুলো ধরেছে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নয়।

শ্লথ হয়ে পড়েছিল জেডের ঘোড়ার গতি। টিবির ওপর থেকে নেমে পড়েছে ততক্ষণে ওয়াগনটা। গতি বাড়িয়ে ম্যাকের পাশাপাশি হলো জেড। 'ব্যাপারখানা বুঝলে কিছু?' জানতে চাইল সে।

পরিশ্রমে ঘাড়ের ক্ষতস্থানটা দপ্‌দপ্‌ করতে শুরু করেছে ম্যাকের। সূর্য বেশ তেতে উঠেছে। অকৃপণ ভাবে কিরণ বিতরণ করে চলেছে।

'চল, ঘোড়াগুলো নিয়ে আসি,' সহজ গলায় বলল ও।

চারজন রয়েছে ওরা ওয়াগনে। লোকগুলো আর ওদের মাঝের জমিতে সরু একটা ফাটল। ওটা অতিক্রম করার আগেই ম্যাক বুঝল, হিউগের বন্ধুরা ঘোড়েল মাল। কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

ওদের এগোতে দেখেই ঘোড়াগুলোকে ওয়াগনের সঙ্গে বেঁধে ফেলল চটপট। তারপর ওয়াগনের আড়ালে গা ঢাকা দিল তিনজন। ওয়াগনের তিন কোণ থেকে তিনটে রাইফেল বাগিয়ে তাকিয়ে আছে ম্যাক আর জেডের হৃৎপিণ্ডের দিকে। অপর লোকটার হাতেও রাইফেল। সেটার লক্ষ্যবস্তুও ওরা দু'জন। শেষেরজন এক যুবক, হিউগ স্বয়ং।

ওরা মাইনারদের পঞ্চাশ গজের ভেতরে পৌঁছার আগেই বাধা এল।

'ভাল চাইলে যেখানে আছ সেখানেই থাকো,' হুকুম করল হিউগ।

নিচু গলায় বিড় বিড় করে গাল বকল জেড। কিন্তু এক কদমও

এগোল না আর। বরং রাশ টেনে পিছিয়ে নিয়ে গেল ঘোড়া কয়েক পা।

এতক্ষণে হিউগের সঙ্গীদের ভাল করে জরিপ করার সুযোগ পেল ম্যাক। প্রথম দর্শনেই পছন্দ করল ও লোকগুলোকে। চেহারাই বলছে খেটে খাওয়া খাঁটি মানুষ এরা। তবে সুবোধ বালক নয়। লেজে পা পড়লে ঠিকই ছোবল মারবে। এই মুহূর্তে ছোবল মারার ভঙ্গিতেই তাকিয়ে আছে অনাহূত আগন্তুক দু'জনের দিকে।

চুপচাপ অপেক্ষা করছে জেড আর ম্যাক। ঘাড় ত্যাড়া লোক এরা। সামান্য বেচাল দেখলেই পেট থেকে বুক অবধি চালুনি বানিয়ে দেবে। সাবধানে ওদের চোখের সামনে নিজেদের শূন্য হাত মেলে ধরল ম্যাক-জেড।

'কে তোমরা? মতলবখানা কি?' প্রশ্ন করল হিউগ। ভাবখানা যেন চেনে না ম্যাককে। দেখেনি জীবনেও।

জবাব দিল ম্যাক। 'আমি রেমিংটন ম্যাক। ও হচ্ছে জেড বিশপ। রিড জোনসের স্টোর হাউস থেকে এসেছি আমরা। ওই ঘোড়াগুলো আমাদের। আজ সকালেই এক ঘটনায় ওখান থেকে হাওয়া হয়েছিল ওগুলো। আশা করি আমাদের ওগুলো ফিরিয়ে দিতে আপত্তি করবে না তোমরা।'

'রেমিংটন ম্যাক,' পুনরাবৃত্তি করল হিউগ। বার কয়েক আওড়াল। এমন ভাব করছে যেন ম্যাকের বাকি কথাগুলো কানেই ঢোকেনি তার।

মনে মনে প্রমাদ গুণল ম্যাক, ব্যাটা বেতাল কিছু বলে বসবে না তো? তাহলেই সর্বনাশ। বাচাল স্টেজ ড্রাইভারের সামনে ওর আর হিউগের সম্পর্কের কথা ফাঁস হয়ে গেলে স্টোরে ফিরে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে লোকটা।

'বেশ, বুঝলাম,' ম্যাকের শঙ্কা মিথ্যে করে দিয়ে বলল মাইনার। 'কি করা হয় জীবন ধারণের জন্য?'

'নির্দিষ্ট কিছু নয়। ভবঘুরে মানুষ। যখন যা ভাল লাগে, করি।'

'অ!' এবার জেডের দিকে তাকাল সে। 'তা এই বিশপ বাবাজী কে? ঠিক পুরুত ঠাকুরের মত তো দেখাচ্ছে না বাবাজীর সুরত।'

'স্টেজ কোচ চালায় জেড,' এবারও ম্যাকই জবাব দিল। নীরবতা অবলম্বন করছে জেড। 'টুকসান থেকে মেসকিট স্প্রিং লাইনে ওই ঘোড়াগুলোর মধ্যে ওর স্টেজ চালানোর ঘোড়াগুলোও রয়েছে।'

আড়চোখে জেডকে দেখল একবার ম্যাক। প্রায় উদভ্রান্ত এবং ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে স্টেজ চালকটাকে। মাইনারদের রকম-সকম ভাল ঠেকছে না বোধহয় তার। ঘোড়া হারানোর দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছে সে।

গম্ভীর মুখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাইনারের উদ্দেশে রওনা হলো হিউগ। সরে যেতে লাগল ওয়াগনের পাশ থেকে। ম্যাক আর জেডের ডান পাশে পৌঁছে থামল। রাইফেলটা যথারীতি তাক করা রয়েছে ওদের দিকে। অর্থাৎ এবার চার দিক থেকে কাভার করা হয়েছে ওদের।

মাইনার ব্যাটার বুদ্ধি দেখে তাজ্জব বনে গেল ম্যাক। নিঃশব্দ ব্ল্যাকমেইল একেই বলে।

'শালা সাক্ষাৎ শয়তানের চ্যালা,' জেডের নিচু কণ্ঠের সখেদ মন্তব্য শুনল ম্যাক।

'ঠিক আছে, জেড,' ঠোঁট না নড়িয়ে অভয় দিল ম্যাক। 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

বয়স্ক এক মাইনার এগিয়ে এল ওদের দিকে। দেহ শীর্ণকায়। তবে শক্তিশালী গড়ন। চোখের সাদা অংশে লাল শিরা মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে আছে। একগোছা দাড়ি ঝুলছে চিবুকে। পরনের পোশাক ফেঁসে গেছে জায়গায় জায়গায়। টুপিটাও বহু আগেই বাতিল হতে পারত। কিন্তু রাইফেলের নল চক্ চক্ করছে। সন্তান স্নেহে অস্ত্রটির যত্ন নেয়া হয় নিশ্চয়ই। ক্ষুরের মত ধারাল দৃষ্টি তার নীল দু'চোখে।

ওদের দশ কদম দূরে এসে থামল লোকটা। 'আমাদের ওপর দিয়ে

বেশ বড় রকমের একটা ঝামেলা যাচ্ছে। তাই সবকিছু সন্দেহের আওতায় রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এজন্য আমাদের দোষ দিতে পারো না তোমরা।'

'কেউ তোমাদের দোষ দিচ্ছে না,' বলল ম্যাক। 'তোমাদের জায়গায় থাকলে আমিও এটাই করতাম। সতর্কতা দোষের কিছু নয়।'

চেহারায় ভাবের পরিবর্তন নেই লোকটার। কিন্তু কথা শুনে বোঝা গেল লোকটা এখন আর বিপদ ভাবছে না ওদের।

'আমাদের বোঝা তো দেখতেই পাচ্ছ,' ওয়াগনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ক'টা নাগাদ জোনসের আস্তানায় পৌঁছুতে পারব বলে মনে করো?'

'স্বাভাবিক গতিতে এগোতে থাকো। দুপুরের শেষ নাগাদ পৌঁছে যাবে।'

'বেশ। ধন্যবাদ। ঘোড়াগুলো যদি সত্যিই তোমাদের হয়ে থাকে তবে ওগুলো নিতে পারো তোমরা। জোনসকে বোলো, আমরা আসছি। আর আরেকটা কথা। আমরা একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক। নিজেদের ব্যাপারে কারও নাক গলানো পছন্দ করি না। ওখানে আমরা আমাদের মত থাকব। কেউ যেন আত্মীয়তা পাতানোর চেষ্টা না করে কথাগুলো আর যারা আছে, তাদেরকেও জানিয়ে দিয়ো। এবং তোমরাও মনে রাখার চেষ্টা করলে ভাল করবে।'

'বলব আমি,' বলল ম্যাক। 'আর ঘোড়াগুলো আমাদের হয়ে ধরে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না।'

ঘোড়াগুলো নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ম্যাক আর জেড।

পিছন থেকে একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল মাইনাররা।

পাঁচ

স্টোর হাউসে উষ্ণ অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

এর কারণ দু'টি। প্রথমত, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ওরা। দ্বিতীয়ত, ঘোড়াগুলো হারিয়ে সবারই অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়েছিল। সেগুলোও ফিরে পাওয়া গেছে ওদের কল্যাণে। আলাপ-আলোচনার ফাঁকে কৃষ্ণ নয়নার নাম জানা হয়ে গেল ম্যাকের। জুলি ওয়েবার।

গ্যালারির ধাপে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত চোখে দেখছে সে সফল অভিযানের দুই নায়ককে। চোখে-মুখে কোন ভাবের চিহ্ন নেই। তবু কেন যেন ম্যাকের মনে হলো, ওরা ফিরে আসায় অন্যদের চেয়ে ওই মেয়েই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে। যদিও আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেসকিট ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। জেডকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল ওয়াগন রেডি করার জন্যে।

হঠাৎ ছাদের ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল চার্লি। জগাখিচুড়ি ভাষায় জানাল, ধুলো দেখতে পাচ্ছে সে। একদল ঘোড়া এই দিকে আসছে। পর মুহূর্তে উঠান খালি হয়ে গেল। সদর দরজায় ভারি হুড়কো তুলে দিল রিড জোনস। পুরুষরা সবাই ছাদে উঠে গেছে আগেই।

ঠিকই বলেছে চার্লি। নিষ্পলক চোখে উড়ন্ত ধুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। চোখ ব্যথা হয়ে গেলেও দৃষ্টি ফেরাল না কেউ। ওই ধুলোর কারণ শত্রু না মিত্র জানতে চায় সবাই। এর ওপর স্টোর হাউসের প্রত্যেকের প্রাণের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে।

অবশেষে দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেল ধুলো ওড়ার কারণ। যা দেখল তা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না ওরা। নীল ইউনিফর্ম। আর্মি পেট্রল। বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। তবু বিশ্বাস করতে হলো যখন এগারোজন সৈন্যসহ একজন লেফটেন্যান্ট স্টোরে ঢুকল।

উঠানে জড়ো হলো সবাই। চার্লির ওপর ঘোড়াগুলোর যত্নের ভার ছেড়ে দেয়া হলো। ধরেই নিয়েছে রিড জোনস, যতক্ষণ সৈন্যরা রয়েছে ততক্ষণ অ্যাপাচি আতঙ্কে না ঘামলেও চলবে।

কিন্তু রীতিমত মর্মাহত হলো স্টোর মালিক, যখন শুনল এখানে কয়েক ঘণ্টার বেশি যাত্রা বিরতি করছে না তারা। ঘোড়া আর নিজেদের জন্য দুটো তাজা দানাপানি জুটলেই চলে যাবে।

'অ্যাপাচিরা রিজার্ভেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছে কথাটা সত্যি?' অবশেষে আসল প্রশ্নে এল জোনস।

'সত্যি,' জানাল লেফটেন্যান্ট। 'যদিও সত্যি বললে আতঙ্ক ছড়ানো হয় তবু আসল ব্যাপার জানা দরকার তোমাদের। কথাটা গুজব ভেবে বেমক্কা জানটা কেউ হারাক তা চাই না। সপ্তাহ তিনেক হলো স্যান পেদ্রোর রিজার্ভেশন থেকে পালিয়েছে পেরিতো, দ্য লিটল ডগ। থ্রী সোলজারস কাউন্টির কয়েকটা বাথানের ওপর ইতিমধ্যেই তার নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখিয়েছে পেরিতো। আমরা এদিকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ব্যাটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছি। কবে নাগাদ সফল হব ঈশ্বর মালুম।'

'তারমানে এদিকে চলাফেরা নিরাপদ নয়?'

'অবশ্যই নয়। এই স্টোরটা অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে চমৎকার দুর্গের কাজ করবে। আমার উপদেশ চাইলে বলব, এখান থেকে এমন কি বাইরে উঁকি দেয়া পর্যন্ত উচিত হবে না কারও। খুব সাবধানে থাকতে হবে। মহিলা রয়েছে তোমাদের সাথে। এ এলাকা জঞ্জালমুক্ত হলে

আমরা খবর পাঠাব।'

ম্লান হয়ে উঠল জুলি ওয়েবারের মুখ। উঠে দাঁড়াল সে। বিমর্ষ মুখে চলে গেল হলঘর ছেড়ে। না দেখার ভান করেও সবাই সেটা লক্ষ করল। মেয়েটার এই স্টোর হাউসে অবস্থানে আপত্তির কথা জানতে বাকি নেই কারও।

কিন্তু ম্যাক অন্য কথা ভাবছে। হলঘরে সবাই উপস্থিত। আর্মি পেট্রলের কাছ থেকে অ্যাপাচিদের হাল জানতে সবাই উদগ্রীব। কেবল এবারলি আর ম্যাডার নেই। জ্যাক শ' প্রথম থেকেই সব কিছুর ভেতরে রয়েছে। এখন সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলছে সে।

দু'ঘণ্টা পর চলে গেল আর্মি পেট্রল। মিসেস জোনসের কাছ থেকে কেবল কফির গুঁড়ো নয়, স্যাক ভর্তি ময়দাও কিনেছে তারা।

ম্যাকের পাশে এসে বসল জ্যাক শ'। চুপচাপ সিগারেট টানছে ম্যাক। ওদের পাশে গ্যালারির সিঁড়িতে টিম ম্যাকফরসনও এসে বসল। কেউ কোন কথা বলার উৎসাহ বোধ করছে না।

মাইনারদের দেখা গেল এই সময়ে। একই সময়ে কোত্থেকে হাজির হয়ে গেল এবারলি। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে দেখতে লাগল অগ্রসরমান দলটাকে।

আড়চোখে অন্য তিনজনের চেহারার অবস্থা দেখে নিল ম্যাক। স্পষ্ট কৌতূহল ফুটে আছে জ্যাক শ' আর টিম ম্যাকফরসনের চোখে। সেই সঙ্গে খানিকটা ভীতি আর সন্দেহের ছাপও রয়েছে যেন। এবারলির চেহারায় কোন ভাব নেই। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওয়াগনটাকে দেখছে। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল মোটা লোকটা। একই সময়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল জোনস। শরীর বাঁকিয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে ম্যাকের পেছনে এসে দাঁড়াল সে। ভুরু কুঁচকে আছে তার। ক্ষমা চাওয়ার ভদ্রতাটুকুও করেনি এবারলি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে. পারিপার্শ্বিক জগৎ

থেকে হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে।

'আরে, ওরা এত জলদি এসে গেছে!' জেডের গলা শোনা গেল। সে-ও দর্শকের তালিকায় মাত্র যুক্ত হয়েছে। 'ওরাই আমাদের ঘোড়াগুলো ফেরত দিয়েছিল,' জোনসের উদ্দেশে বলল সে।

'তোমাদের জন্য একটা মেসেজ দিয়েছে ওরা আমাকে,' বলল ম্যাক।

'তোমাদের জন্য মানে কাদের জন্য?' জানতে চাইল জ্যাক শ'।

'তোমাদের জন্য মানে আমাদের সবার জন্য। স্টোর হাউসে উপস্থিত সবার জন্য। সাদা কথায়, ওরা ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছে সবাইকে। নিজেদের ঝামেলায় নাক পর্যন্ত ডুবে আছে ওরা। কোন উটকো ঝামেলা বা ওদের ব্যাপারে কারও অতিরিক্ত কৌতূহল সহ্য করবে না।'

'আমিও আমার স্টোর হাউসে কোন ঝামেলা চাই না। আশা করি কথাটা কানে গেছে সবার।' উপস্থিত সবার ওপর দৃষ্টি বোলাল জোনস।

'গেছে,' বলে ঘুরে কোরালের দিকে হাঁটা ধরল জেড।

সামান্য হেসে মাথা নাড়ল জ্যাক শ'। তারপর উঠে চলে গেল।

'আমার তরফ থেকে কোন ঝামেলা হবে না। নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি। অবশ্য কেউ গায়ে পড়ে লাগতে চাইলে আমাকে চুপ থাকতে বলতে পারো না তুমি,' বলল রেমিংটন ম্যাক।

'তোমার ওপর আমার ভরসা আছে, ম্যাক,' নরম স্বরে বলল স্টোর মালিক।

'থাকলেই ভাল।' টুপিটা মাথার পেছনে সরিয়ে দিয়ে আবার ওয়াগনের দিকে নজর দিল ম্যাক।

ওয়াগনটা আরও শ'খানেক গজ সামনে এগোনোর পর জোনসের দিকে ঘুরল ও। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

'তোমার কি মনে হচ্ছে জানি না,' বলল ম্যাক। 'কিন্তু আমার মন

বলছে, এখানে শিগগিরই কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং সেটা শুভ কোন ব্যাপার নয়।'

দ্রুত কাছে এগিয়ে এল স্টোর মালিক। প্রায় গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল ম্যাকের। 'কি বোঝাতে চাইছ?'

'চোখ-কান খোলা রাখলে নিজেই দেখতে পাবে। আমার ঘাড়ে গতরাতে কেউ ভারি অস্ত্রের আঘাত করেছিল। লাঠির বাড়ি নয়।'

'কেবল এইটুকু?' হতাশার ছাপ ফুটে উঠল জোনসের চেহারায়।

'ঘাড়টা আমার না হয়ে তোমার হলে একেই বেশি মনে হত তোমার। তবে আরও কিছু ব্যাপার বেখাপ্পা ঠেকছে আমার। আশা করেছিলাম সেসব তোমারও চোখে পড়েছে।'

আড়ষ্ট হাসি দেখা দিল জোনসের ঠোঁটে। চোখ ফিরিয়ে নিল ম্যাক। আড়চোখে লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। ও জানে জোনসকে যতখানি বোকা মনে হয় ততখানি বোকা নয় লোকটা। সেজন্যই মুখ খুলতে দ্বিধা করছে। হাঁ করেও দু'বার মুখ বুজে ফেলল জোনস। যেন যা জানে তা ম্যাককে বলা সমীচীন হবে কিনা নিশ্চিত হতে পারছে না। লোকটাকে দোষ দিতে পারল না ম্যাক। কে শত্রু আর কে মিত্র কি ভাবে ঠাহর করবে স্টোর মালিক? ভুল জায়গায় মুখ খুলে অকালে প্রাণটা খোয়ানোর সাধ থাকার কথা নয় কারোই।

লোকটাকে ঘামতে দিয়ে ওয়াগনের দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাক।

'ম্যাক,' অবশেষে মনস্থির হলো স্টোর মালিকের। নিচু গলায় বলল, 'অন্তত একটা ব্যাপার আমার চোখেও বিসদৃশ ঠেকেছে। খুব বেশি লোক একসাথে স্টোরে জমায়েত হয়েছে। এমনটি আগে কখনও হয়নি।'

'তাতে কি?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, ম্যাক,' মরিয়া হয়ে বলল স্টোর মালিক। 'ন্যাকামো কোরো না। আমি জানি ব্যাপারটা তোমার চোখেও অদ্ভুত ঠেকছে।'

'ইণ্ডিয়ান ভীতির কারণে এটা হয়েছে। পথ-ঘাট নিরাপদ হলে

এতক্ষণে তোমার স্টোর হাউস খালি হয়ে যেত। এই যুক্তিটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

'না, হচ্ছে না। আমি গতকাল জন্মিনি, ম্যাক। হয়তো তোমার মত বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয় আমার। তাই বলে এত গর্দভও নই যে একই সময়ে এতগুলো লোক হাজির হওয়ার অন্তর্নিহিত কোন কারণ আছে টের পাব না। পরিষ্কার টের পাচ্ছি পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত বিপদে ডুবে আছি আমি। কাজেই নিজের আর পরিবারের নিরাপত্তার খাতিরে পশ্চিমে অনুসৃত একটা প্রশ্ন উপস্থিত সবাইকে করতে চাই আমি।'

'প্রত্যেকের পরিচয় এবং গন্তব্য?'

'হ্যাঁ।'

'আমারটাও?'

'হ্যাঁ।'

'আমি টুকসান যাচ্ছি ঘোড়া কিনতে,' নির্লিপ্ত মুখে বলল ম্যাক। 'কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই আমার। পেট চালানোর জন্য যখন যে কাজ পাই করি। এটা আমার গল্প। অন্যদের ব্যাপারে আমি তোমার মতই কৌতূহলী। কিছু জানতে পারলে জানিও আমাকে। তবে শোনামাত্র সব কথা বিশ্বাস করে ফেলো না। জানো তো, জানতে চাইলে সত্যের চেয়ে মিথ্যেটাই বেশি জানতে পারবে তুমি। তবে সবারই খারাপ উদ্দেশ্য রয়েছে আর সবাই মিথ্যুক একথা মনে করাও ভুল।'

কাঁপুনি গোপন থাকল না স্টোর মালিকের কণ্ঠের। 'এবারলি লোকটার...' শুরু করল সে।

মাথা ঝুলিয়ে উৎসাহ দিল ম্যাক।

'খুব রুক্ষ ধরনের লোক বলে মনে হচ্ছে তাকে। আর তার রুমমেট ম্যাডারকে মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার। দেখতে মাখনের মত মনে হলেও স্বাদে-গন্ধে লোকটা আলকাতরার মত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ওকে দেখলেই কেন যেন খুনী খুনী মনে হয় আমার।'

'হুঁম,' মাথা দোলাল ম্যাক। 'আমাকে যে মেরেছে, সে মারতে জানে। পাকা হাতের কাজ যাকে বলে। গুলিই করত। হয়তো আওয়াজের ভয়ে করেনি।

'হঠাৎ করে আমার আরেকটা সন্দেহ হচ্ছে, ম্যাক।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ম্যাক।

'মনে হচ্ছে ওই মাইনাররা আমাদের জন্য আরও সমস্যা বয়ে আনছে।'

উঠে দাঁড়াল ম্যাক। স্টোর মালিকের মনেও সন্দেহটা জেগেছে তাহলে। আর কার মনে জেগেছে?

'হতে পারে,' সতর্কতার সাথে সত্যি কথা এড়িয়ে গেল ও। 'আর নিজের জন্য ভাল একটা পিস্তল খুঁজে নাও দয়া করে। প্রাগৈতিহাসিক আমলের ওই হর্স পিস্তলটা ধরে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

আর যাই হোক, স্টোর মালিককে দুষ্টচক্রের একজন বলে মনে হচ্ছে না ম্যাকের। একজন ছাপোষা মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাক তা অবশ্যই চায় না ও। সেজন্যই লোকটাকে সাবধান থাকতে বলা। শো-ডাউনের সময় ঘনিয়ে আসছে বলেই ওর বিশ্বাস।

বাড়ির ভেতর থেকে আরেকজন লোক বেরোল। ওদের সামান্য তফাতে দাঁড়াল সে। টিম ম্যাকফরসন। কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে সে। একদৃষ্টে ওয়াগনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কোরালের গেট খুলে দিইগে' বরং আমি,' অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে রওনা হলো জোনস্।

গ্যালারির ধাপ ভেঙে নেমে এল ম্যাক। প্রধান ফটকের দিকে চলল। ফটক খোলার আগেই প্রথম অশ্বারোহী হাজির হলো। হিউগ। ফটক খুলে দিল ম্যাক।

দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করল হিউগ। হাসির রেখা ফুটে উঠতে যাচ্ছিল ঠোঁটে। ম্যাকের চোখের কোণ সরু হয়ে যেতে দেখে চট করে সামলে

নিল। আড়চোখে ম্যাকের পেছনে টিম,ম্যাকফরসনকে দেখল সে।

তৎক্ষণাৎ কঠিন হয়ে উঠল তার মুখভাব। 'আমাদের কাছ থেকে সরাইকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতে এলাম,' কঠিন সুরে বলল সে। 'আশা করি কথাটা তোমার বন্ধুদের আমাদের হয়ে জানিয়ে দেবে।'

'জানাতেই হবে বুঝি?' সহজ সুরে কথা বললে পাছে টিমের সন্দেহ হয় তাই জবাবটা তির্যক সুরেই দিল ম্যাক।

ঠোঁটের কোণ কামড়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল হিউগ। 'কি বলতে চাও,' ঘোড়া নিয়ে সোজা ম্যাকের দিকে এগিয়ে এল সে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে।

পিছোতে গিয়ে কারও সাথে সংঘর্ষ হলো। ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক। ম্যাডার।

বিড় বিড় করে খিস্তি করে চলেছে লোকটা। কড়া চোখে একবার ম্যাককে দেখে নিয়ে হিউগের প্রতি নজর দিল। ম্যাককে একপাশে সরিয়ে দিয়ে মস্তানি ভঙ্গিতে হিউগের মুখোমুখি হলো।

'পিছু হটো, মেক্স,' দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে ম্যাডার। কথাগুলো তার দু'সারি অসমান দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরোল।

এমন ভাবে হাসল হিউগ যেন কোন মধুর স্বাগতম বাণী আউড়েছে ম্যাডার।

'বরং তুমিই এবার বাড়ি যাও, খোকা। এতক্ষণে হারিয়ে গেছ ভেবে হয়তো কান্নাকাটি জুড়েছে তোমার মা।' কথাগুলো তরল স্বরে বলা হলেও স্বরের মালিকের চেহারায় কৌতুকের ছিটেফোঁটাও নেই। লোকটি সেই বয়স্ক মাইনার। হিউগের দুই মিনিট পর ভেতরে ঢুকেছে সে।

রাগে বেগুনি হয়ে উঠল ম্যাডারের মুখ। দাঁতে দাঁত পিষে পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকা মাইনারের চৌকো শরীর ছুঁয়ে হাত দুটোর ওপর স্থির হলো তার চোখ।

একটা ডাবল ব্যারেল টুয়েলভ বোর গ্রিনার সহজ ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে সে। অস্ত্রটার লক্ষ্য ম্যাডারের হৃৎপিণ্ড।

'আমি একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি, খোকা,' হাসি হাসি স্বরে ফের জানাল দাড়িঅলা মাইনার। 'তুমি যদি দিতে চাও সুযোগটা নিতে আপত্তি করবে না আমার দোস্ত,' হাতের অস্ত্রটা ঝাঁকাল সে।

পিছিয়ে এল ম্যাক। এটা ম্যাডারের লড়াই। কেউ তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। গায়ে পড়ে ঝামেলায় নাক ডুবিয়েছে সে। এবার ঠেলা সামলাক। অদম্য ইচ্ছের সঙ্গে লড়াই চলছে ম্যাডারের শুভ বুদ্ধির। কোমরে ঝোলানো পিস্তলের দিকে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে তার ডান হাত। চেষ্টা সত্ত্বেও থামিয়ে রাখতে পারছে না হাতটার নিম্নগতি। অথচ নিজেও পরিষ্কার জানে, পিস্তলের বাঁটে হাত ছোঁয়ানো মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

সময় যেন চলৎশক্তি হারিয়েছে। অনড় দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

কিচেনের পেছনের দরজা থেকে এসে কোরালের গেট খুলে দিয়েছে স্টোর মালিক। বেকুবের মত ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল সে। জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঢোক গিলে ম্যাকের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে আবেদন। ঝামেলাটা মিটিয়ে দেবার নীরব অনুরোধ।

তার দিকে সরাসরি তাকালই না ম্যাক। মস্তানির মজা টের পাওয়া উচিত ম্যাডারের। চোখ ফিরিয়ে নিল স্টোর মালিক। কাজ হবে না বুঝে নিয়েছে। নিজেই হাল ধরল এবার।

'দেখো, মিস্টার, এটা আমার জায়গা,' ফ্যাকাসে মুখে শুরু করল সে। 'এখানে বেহুদা ঝামেলা করা চলবে না। আমি এসব সহ্য করব না।'

কেউ তাকাল না তার দিকে। লালচে দাড়িওয়ালা মাইনারের তামাকের দাগ লাগা দাঁত দেখা গেল। 'এই সমস্যাটা একটু বেশি ঘোরাল, দোস্ত। এই জট তুমি ছাড়াতে পারবে না। বরং নিজের ভাল চাইলে এসবের বাইরে থাকো।'

ওয়াগনটা প্রচুর শব্দ তুলে রাজকীয় চালে ভেতরে ঢুকল। ওয়াগন

চলিক মাইনার দু'জনের একজনও এদিকে তাকাল না। ঘটনাস্থলের দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না অন্য মাইনাররাও। নির্বিকার ভঙ্গিতে কোরালের দিকে এগোল তারা। ভাব দেখে মনে হলো যেন এমনটা এখানে ঘটবে আগেই জানা ছিল তাদের।

পিছিয়ে গিয়ে ওয়াগনের জন্য পথ করে দিল স্টোর মালিক, কোরালে ঢুকে একজন মাইনার ওয়াগন থেকে নেমে পড়ল। এগিয়ে এল বন্ধুদের দিকে। শান্ত চোখে খানিকক্ষণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল। 'আমি হলে এমন বোকামি করতাম না,' অবশেষে মৃদু স্বরে বলল সে।

ঝট করে তার দিকে ফিরল ম্যাডার। আগুন ঝরছে তার দু'চোখ দিয়ে। প্রতিপক্ষের মোলায়েম উপদেশ তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

'লক্ষ্মী ছেলের মত স্টোরে ফিরে যাও, খোকা,' আবার বলল সে। 'আমাদের কিছু দানাপানি দরকার কেবল। আর যা দরকার নেই তা হলো অহেতুক ঝামেলা। ওই জিনিস প্রচুর আছে আমাদের পকেটে। বুঝতেই পারছ, ফালতু ঝামেলার গোড়ায় পানি না ঢেলে জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলব আমরা এখন।'

লাল দাড়িওয়ালা মাইনার সঙ্গীর হুমকির গুরুত্ব বোঝাতেই গ্রিনারটা কক্ করল।

শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল ম্যাডারের কণ্ঠমণি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে গেল সবার সামনে। নিজেই হয়তো সে উপলব্ধি করল তার খেলা শেষ। সিদ্ধান্তটা বুদ্ধিমানের মতই নিল। কিন্তু কারও বুঝতে বাকি রইল না, খেলার ফলাফল স্থগিত রইল মাত্র। ম্যাডার এ পরাজয়কে মেনে নেবে না।

তিন কদম পিছাল ম্যাডার। তারপর ধীরে ধীরে পিছন ফিরে সোজা হাঁটা ধরল। ম্যাকের পাশ দিয়ে গেল সে। কিন্তু ওকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

কিন্তু ম্যাক যা দেখার দেখে নিয়েছে। সাদা হয়ে গেছে ম্যাডারের মুখ। কারণটা অবশ্যই ভীতি নয়। ম্যাডারের চোখে যে আগুন জ্বলছে তা এত সহজে নেভার নয়, জানে ম্যাক। অহমিকায় ঘা পড়লে এ ধরনের লোকেরা আহত সাপের মত ভয়ানক হয়ে ওঠে। এই অপমানের শোধ না তুলে ক্ষান্ত হবে না ম্যাডার, তাও জানে ম্যাক।

আরও একটা ছোট্ট অথচ মহামূল্যবান তথ্য এই নাটকটা থেকে জানা গেছে। এটা এখন পরিষ্কার যে, ম্যাডার একজন গানহ্যাণ্ড।

ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক। ম্যাডারের পিছন পিছন স্টোরের দিকে এগোল। ডাইনিং হল বা হলঘরে থামল না ম্যাডার। সোজা নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল। শুয়ে শুয়ে হাতের নখ পরখ করছে এবারলি। ঘরে ঢুকে দম নিল ম্যাডার। তারপর বলল, 'সোনা এখন কোরালে।'

পায়ের ওপর পা তুলে দুটোই বিষম বেগে দোলাচ্ছিল এবারলি। খবরটা শুনে রাজসিক ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য দোলাল মাত্র। ফের মাথায় রক্ত চড়ে গেল ম্যাডারের।

'এখানে বসে গায়ে আর চর্বি জমিয়ো না। যাও, উঠানে গিয়ে নজর রাখোগে শালাদের ওপর।'

'অ্যাঁ!' কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল এবারলি। ম্যাডারের আপাদমস্তক একবার দেখে নিল ঘটা করে। 'খোকাবাবু আজ কাল দেখি হুকুমও দিতে শুরু করেছে?'

বুট খুলছিল ম্যাডার। অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল হাত দুটো। ঠাণ্ডা চোখে এবারলির দিকে তাকাল। 'এই মাত্র,' শান্ত গলায় বলল সে, 'অনেক কষ্টে মাইনার শালাদের খুলি মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়ানোর ইচ্ছে দমন করে এসেছি। মেজাজটা আবার খিঁচড়ে যেতে বাধ্য কোরো না। এবারও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারব কিনা জানি না। আমার ধৈর্য অফুরন্ত নয়।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবারলির মুখ। 'কি ঘটেছিল?' দ্রুত জানতে চাইল সে।

'উঠানে যাও,' সংক্ষিপ্ত হুকুম দিল ম্যাডার।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাচ্ছি,' ভয় পাওয়া গলায় বলল এবারলি। উঠে দাঁড়াল সে। ম্যাডারের পাশ থেকে যাবার সময় বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। থাবা দিয়ে কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ম্যাডারের পিস্তলটা তুলে নিল সে প্রথমে। সেই সঙ্গে বাম হাতে প্রচণ্ড থাবড়া বসাল লোকটার মুখে। লাট্টুর মত পাক খেয়ে বিছানার কোণে আছড়ে পড়ল ম্যাডার। সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে।

'রাম ছাগল!' তীব্র শ্লেষ এবারলির কণ্ঠে। 'ভাল কথা পছন্দ হয়নি! কবে কাকে খুন করেছে সেটা সারাক্ষণ বড়াই করে বলা চাই। আরে গাধার পুত্র খচ্চর, আইনের হাত বড় লম্বা। এমন কি এই বিজন মরুভূমিতেও ওই হাত তোমার ঘাড় চেপে ধরে জেলে পুরতে পারে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা ভাল। কিন্তু অন্যকে তা জানতে দেয়া মানে প্রতিপক্ষকে সতর্ক হতে এবং শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করা। পয়েন্টগুলো তোমার ঘুণে ধরা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। ততক্ষণ পিস্তলটা আমার কাছে থাকছে।'

খ্যাপা কুগারের চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাডার।

কোরালের গেটে মোটা লোকটাকে থামাল ম্যাক। 'এবারলি।'

'বলো।'

'মাইনাররা তথাকথিত শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোক নয়। ওরা হুমকি দিয়েছে, কাউকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলেই গুলি করবে। আমার বিশ্বাস, হুমকিটা ওরা কাজেও পরিণত করবে। শত্রু-মিত্র বাছাইয়ের তাগিদ ওদের আছে বলে মনে হয় না।'

মুহূর্তের জন্য অচেনা দৃষ্টি ফুটল এবারলির চোখে। পর মুহূর্তে হেসে উঠল সে। 'বুঝলাম না। সতর্ক থাকতে চাইছে থাকুক। ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে

এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছি সবাই। ছোট্ট একটা জায়গায় নিজেদের একঘরে করে রাখার কারণ কি? একটু আলাপ সালাপে কোন দোষ তো দেখি না আমি!'

'আমিও না,' গলা মেলাল ম্যাক। 'তবে ওরা যা চাইছে তা করতে দেয়াই ভাল। এতটুকু জায়গার মধ্যে গোলমাল করতে গেলে মহিলা আর শিশুরাও আঘাত পেতে পারে।'

'না, না, গোলমাল হবে কেন?' অমায়িক গলায় বলল এবারলি। 'লোকগুলোর এমন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভাব আমার ভাল লাগছে না, তাই বললাম আর কি। মরুক গে মাইনার শালারা নিজেদের ডাঁট নিয়ে। গপ্পো করার জন্য এর চেয়ে ভাল সঙ্গী পাব আমি।'

'তা আর বলতে,' দেঁতো হাসল ম্যাক।

কাঁধ ঝাঁকাল এবারলি। ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠানে চলে গেল। হিচ রেইলে ঠেস দিয়ে আরাম করে দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কিন্তু খানিক পর পরই দৃষ্টি মাইনারদের ওপর থমকে যাচ্ছে। ওয়াগন থেকে মালপত্র খালাস করছে মাইনাররা। মালপত্রের কোনটা কোথায় রাখা হচ্ছে মগজের ভেতর টুকে নিচ্ছে এবারলি বুঝতে অসুবিধে হলো না ম্যাকের।

ঘুরতে ঘুরতে এবারলির দৃষ্টি ম্যাকের ওপর পড়ল এক সময়। ব্যস্ত হাতে জ্যাকেটের ধুলো ঝাড়ছে তখন ম্যাক। জ্যাকেটের ওপর ধুমসে চড় চাপড় লাগিয়েও ওটাকে ধুলো মুক্ত মনে হলো না ম্যাকের। অসন্তুষ্ট মুখে স্টোর হাউসের দিকে রওনা হলো সে। আসলে এখানে বেশিক্ষণ থাকা মানেই এবারলির সন্দেহ আরও গাঢ় হতে সাহায্য করা। বারান্দায় উঠতে শেরির সাথে দেখা হয়ে গেল। ঠোঁটের কোণ কামড়ে এবারলির দিকে তাকিয়ে ছিল মেয়েটা।

তার উদ্দেশে মৃদু নড় করল ম্যাক। তারপর হলঘরে ঢুকল। পিছন পিছন শেরিও চলে এল।

'মিস্টার রেমিংটন,' চাপা গলায় বলল শেরি। 'তোমাকে একটা

গোপন কথা বলি। আমার ধারণা, ওই লোকটাকে,' দরজা দিয়ে এবারলিকে দেখাল শেরি। 'আমি পছন্দ করি না।'

'মিস রিড,' মৃদু হেসে তেমনি নিচু গলায় বলল ম্যাক। 'তোমাকেও আমার একটা গোপন কথা বলি। আমিও লোকটাকে তোমার মত রূপসী এবং ভাল মেয়ের পছন্দের যোগ্য মনে করি না।'

কোরালের সবচেয়ে দূরের কোণে একটা লিনটো (দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে তৈরি ঢালু ছাদের কুঁড়ে বিশেষ)। ওখানেই বেশির ভাগ মালপত্র ঢোকাচ্ছে মাইনাররা। মালপত্র গোছানোর কাজ দ্রুত সেরে ফেলল তারা। তারপর দু'জন এসে লিনটোর দরজার সামনে বসল। দু'জনের হাতেই রাইফেল। আড়াআড়িভাবে হাঁটুর ওপর ফেলে রেখেছে অস্ত্র দুটো। বাকি দু'জন, অর্থাৎ দাড়ি আর হিউগ স্টোর হাউসের দিকে এগিয়ে এল।

ঠোঁটে এক টুকরো অর্থহীন হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে এবারলি। এটাকে বন্ধুত্বের আহ্বান ধরে নিয়ে মাইনাররা আলাপে আগ্রহী হলে ভাল। আর না হলেও ক্ষতি নেই। অন্তত যেচে আলাপ করতে গিয়ে প্রত্যাখাত হয়েছে সে এমন দুর্নাম কেউ দিতে পারবে না ওকে। তাই ভেবেচিন্তে এই ফন্দী বের করেছে এবারলি।

কিন্তু লাভ হলো না। মাইনার দু'জন এবারলিকে পেরিয়ে এগিয়ে গেল। তার দিকে তাকানোর কষ্টটুকুও দু'জনের একজনও করল না। উঠান পেরিয়ে হলঘরে ঢুকল দু'জন। একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে ম্যাক। চোখ তুলে চাইল একবার। সঙ্গীকে নিয়ে এগিয়ে এল হিউগ।

'সম্ভবত আগেই পরিচয় হয়েছে আমাদের,' বলল লাল দাড়ি। 'আমার নাম ম্যাকলিন। এ হচ্ছে,' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে হিউগকে দেখাল সে। 'হিউগ। আমরা বন্ধু এবং পার্টনার।'

'আমি রেমিংটন ম্যাক,' নির্লিপ্ত মুখে হাত বাড়িয়ে দিল ও।

হিউগের চেহারায়ও কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। শান্ত ভাবেই নতুন করে পরিচিত হলো বন্ধুর সাথে।

মিসেস জোনস এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে শেরি। টুপি খুলে তাদের সম্মান জানাল পুরুষরা।

'আমরা বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি, ম্যাম। বড্ড খিদে পেয়েছে। আপনি যদি একটু কষ্ট করেন, মানে···,' কানের লতি চুলকাল দাড়িওয়ালা।

'আহা, নিশ্চয়ই, এখুনি ব্যবস্থা করছি। খাবার রেডিই আছে,' শশব্যস্ত হয়ে বলল মহিলা। শেরিকে নিয়ে কিচেনের দিকে পা বাড়াল সে।

আলাপের আগ্রহ ম্যাকলিনের তেমন নেই। হুঁ, হ্যাঁ দিয়ে সারছে সে ম্যাকের প্রতিটি কথার জবাব। হিউগের প্রচুর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ পরিস্থিতিতে আলাপ অসম্ভব। খানিক চেষ্টা করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ম্যাক। দু'পক্ষের আগ্রহ ছাড়া আলাপ জমে না।

নিঃশব্দে ভূতের মত বসে রইল ওরা। খাবার নিয়ে শেরি পৌঁছুতে গুমোট ভাবটা কাটল। হিউগের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ক্রমাগত মুখের রঙ পাল্টাতে দেখা গেল শেরির। হাসিমুখে বেরিয়ে এল ম্যাক হল ছেড়ে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল জোনসের সঙ্গে।

'কোথাও চললে?' জানতে চাইল লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'কোথায়? কি জন্যে?'

'নাহ্, তেমন কোন কারণ নেই,' হেসে বলল ম্যাক। 'এমনিই একটু ঘুরে ফিরে আসি। আশপাশটা রেকি করে আসি। দেখি, আবার কেউ স্টোর হাউস আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে কিনা।'

জুলফির গোড়ায় বাম হাতের কড়ে আঙুল চালাচ্ছে জোনস। দ্বিধান্বিত স্বর। 'কিন্তু বিপদের কথা ভেবেছ? অ্যামবুশে পড়ে যেতে

পারো।'

'ভেবেছি। কিন্তু তাই বলে চুপ করে থাকার পরিস্থিতি এটা নয়। যা মনে হচ্ছে, বিপদের ভয়ে পিঠ বাঁচাতে কিচেনে লুকোলেও এ যাত্রা লড়াই না করে পার পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, পুরুষ মানুষকে লড়াই করেই বাঁচতে হয়।'

'ঠিক আছে, যাও,' দ্বিধা কাটিয়ে বলল জোনস। 'বাধা দেব না। তবে ইচ্ছে হলে চার্লিকে নিয়ে যেতে পারো। ও এলাকাটা ভাল চেনে।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

একটা বে-মাসট্যাঙে চড়ল ম্যাক। চার্লিকে নিজের সোরেলটা দিল। পাপাগোর চেহারায় কোন ভাব নেই। দূরের কোণে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ জোনস আর ম্যাকের আলাপ দেখছিল এবারলি। হাঁক ডাক করে চার্লিকে ডাকতে দেখেও নড়েনি। এবার ম্যাক আর চার্লিকে বেরিয়ে যেতে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। দ্রুত গেটের দিকে এগোল সে। ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দু'জন।

রেগেমেগে জোনসের দিকে এগোল এবারলি। তার কেবলই মনে হচ্ছে কোন ব্যাপারে তাকে মস্ত ঠক দেয়া হয়েছে। স্টোর মালিকের সঙ্গে শলা করে কোথায় গেল ম্যাক না জানলে চলছে না।

'কোন চুলোয় গেল ওরা, শুনি?'

চটল না স্টোর মালিক। শান্ত স্বরে বলল, 'স্কাউটিং করতে গেছে।'

'স্কাউটিং!' শব্দটা এমন ভাবে উচ্চারণ করল এবারলি যেন এর চেয়ে অশ্লীল শব্দ জীবনে শোনেনি সে। 'কেন, ওদের কি বেঁচে থাকার সাধ ফুরিয়েছে? জানে না, আশেপাশে লাল চামড়ারা ঘুর ঘুর করছে?'

'কি জানি, জিজ্ঞেস করিনি তো,' নির্লিপ্ত মুখে জবাব দিল স্টোর মালিক। 'তবে মনে হলো কথাটা ভালই জানে ম্যাক। আর সেজন্যই গেল।'

স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ জোনসের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মোটা লোকটা। তারপর একটা গাল বকে হলঘরের দিকে রওনা হলো। অস্বস্তিতে ভুগছে সে। ম্যাক লোকটার আচরণ বেশি রকম রহস্যময় হয়ে উঠছে।

চিন্তায় বিশাল মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে এবারলির। কামরায় ঢুকে প্রথমেই ম্যাডারের পিস্তলটা ফেরত দিল সে। হিংস্র ভঙ্গিতে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিল ম্যাডার। তারপর হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল ওটাকে। যেন হারানো পুত্রকে খুঁজে পেয়েছে।

'আমার ওপর লাক ট্রাই হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে, বাছা। তারপর দেখা যাবে, ক'টা বুলেট তোমার শরীর হজম করতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কারও খুন হওয়া চলবে না,' নরম স্বরে হুমকি দিল এবারলি।

শুনল ম্যাডার। কিন্তু টুঁ শব্দটি করল না। নিঃশব্দে পিস্তলটা কোমরের খাপে পুরল।

'এই মাত্র পাপাগোটাকে নিয়ে বাইরে গেল ম্যাক,' তথ্য জোগাল এবারলি। 'স্কাউটিঙে গেছে নাকি শালার বেটা! ওরা ফিরে না এলে তো কাজও শুরু করতে পারছি না।'

'কেন? খামোকা অপেক্ষা করব কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাডার। 'ম্যাক কোথাকার লর্ড যে ওর জন্য কাজ শুরু করতে পারব না?'

'ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ো না,' আলাপি ভঙ্গিতে তিরস্কার করল এবারলি। 'আর তোমার প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি, রেমিংটন ম্যাক বুলেটের লর্ড। আমি যদ্দূর জানি, বুলেটের অপচয় খুবই অপছন্দ ওর। সেজন্যই ওর ছোঁড়া বুলেট মিস্ হয় না। কাজেই অপেক্ষা করব আমরা।'

বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে বসল ম্যাডার। অসহিষ্ণু কণ্ঠে তাড়া লাগাল, 'ওসব ছেঁদো কথায় কান দিচ্ছি না আমি। বুলেটের লর্ড, হুহ্! অমন অনেক ফাস্টগান দেখা আছে আমার। ওদের সবার পরিণতি একই

হয়। কাঠের কফিন। অপেক্ষা করতে করতে গায়ে শিকড় গজিয়ে গেল। এবার অ্যাকশন চাই।'

একদিকে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল এবারলি। 'কিহে, এরই মধ্যে স্নায়ু ভেঙে পড়তে শুরু করেছে?'

চোখ গরম করে তাকাল ম্যাডার। আঁতে ঘা লেগেছে। 'দেখো, এর আগেও তোমাকে সাবধান...'

হাত দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারল এবারলি। 'ওসব আমাকে না শুনিয়ে ম্যাকের জন্য জমিয়ে রাখো। ওসব চওড়া বুলি...।' হঠাৎ চুপ করে গেল সে। কান খাঁড়া করে শুনল কিছু। তারপর আবার ম্যাডারের দিকে তাকাল।

'বাড়িটা যেন কেমন। ভূতুড়ে। একদম পছন্দ হচ্ছে না। এমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি কিন্তু আমার। যাকগে, এবার কাজের কথায় আসি। আজ রাতেই অ্যাকশনে নামছি আমরা। আশা করছি সন্ধের আগেই ফিরে আসবে ম্যাক। না এলে ধরে নিতে হবে নিকেশ হয়ে গেছে। তাহলে তো লারে লাপ্পা লা।'

'কিন্তু বস্ তো এখনও এসে পৌঁছুল না। প্ল্যান তো এমন ছিল না।'

'আরে, রাখো তোমার প্ল্যান। দুনিয়ার কোন কাজটা সোজাসুজি প্ল্যানমত হয়? অ্যাপাচি আতঙ্কের ব্যাপারটাও তো প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। হয়তো সেজন্যই আসতে দেরি হচ্ছে তার। এখন তার পৌঁছুনোর অপেক্ষায় থাকলে মাইনার শালারা হাসতে হাসতে মাল নিয়ে পগার পার হয়ে যাবে। তখন কি হবে? বস্ পৌঁছে যখন দেখবে যে চিড়িয়া হাওয়া হয়ে গেছে, আর আমরা বসে বসে ডিমে তা দিয়েছি, তখন? আনন্দে দু'গালে চুমু খাবে আমাদের বস্ তাই ভাবছ বুঝি?'

ছোট্ট কামরাটার ভেতর পায়চারি শুরু করল ম্যাডার। ঘন ঘন ঘুসি মারছে ডান হাতের চেটোয়। 'এজন্যই অচেনা কোন লোকের অধীনে কাজ করা পছন্দ নয় আমার,' বলল সে।

'আমি তাকে চিনি। আর সেটাই যথেষ্ট।'

'তোমার জন্য যথেষ্ট। আমার জন্য নয়। আমি তাকে চিনি না।'

'চেনার প্রয়োজন নেই। চিনতে চাইবে না। তিনি যখন ইচ্ছে দেখা দেবেন। এই শর্তেই দলে নেয়া হয়েছে তোমাকে। ভুলে গেছ?'

'যদি ভুলি?' কঠিন মুখে জানতে চাইল ম্যাডার।

'ভুলো না। ঈশ্বরের দিব্যি, নিজের স্বার্থেই ভুলো না। ভুলো মনের লোকদের পছন্দ করেন না বস্। তাছাড়া,' দাঁত বের করে হাসল এবারলি, 'ভুলে যাওয়া শর্ত মনে করিয়ে দেয়ার দারুণ সব টেকনিক জানেন বস্। মায়ের কসম, তোমার পছন্দ হবে না সে সব।'

দৃষ্টিতে নিখাদ বিদ্বেষ ম্যাডারের। কিন্তু কথা বলার সময় স্বর শান্ত থাকল। 'তাহলে কি করতে হবে এখন আমাকে?'

'আমি তোমার ইমিডিয়েট বস্। যা বলব তাই করবে, ব্যস। সে ধরনেরই নির্দেশ আছে তোমার ওপর, তাই না? এবার শোনো,' স্বর কয়েক পর্দা নিচে নামিয়ে ফেলল এবারলি, 'গিরিখাদে অপেক্ষারত আমাদের দলের...'

ছয়

স্টোর হাউস এখন নীরব। মালিকের ছেলে মেয়েরা বিছানায়। হলঘরে বসে পাইপ টানছে রিড জোনস। কাউন্টারে তাস পেটাচ্ছে জ্যাক শ' আর টিম ম্যাকফরসন। বিশাল কামরাটার এক কোণে বোতল নিয়ে বসেছে লাল আর কালো দাড়ি মাইনার। মিসেস জোনস রয়েছে তাদের

সঙ্গে। মিসেস জোনসের সঙ্গে কথাবার্তায় কোন আপত্তি দেখা যাচ্ছে না মাইনারদের।

ম্যাককে হলঘরের কোথাও দেখা গেল না। জুলিকেও না। অবশ্য বহু আগেই ফিরে এসেছে ম্যাক আর চার্লি। স্টোরের ছাদে রয়েছে ওরা দু'জন। জুলি ওয়েবারও সেখানেই।

ম্যাকের মনোযোগ রয়েছে কোরাল আর সামনের মরুতে। হয়তো ওর মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েই ম্লান ছায়া পড়েছে জুলির বিশাল চোখ দুটোয়। ম্যাক জানে, মেয়েটির প্রতি সুবিচার করছে না সে। কিন্তু মাথার ওপর অনেক বড় একটা দায়িত্ব রয়েছে ওর।

ইতিমধ্যে জুলির পরিচয় জানা হয়ে গেছে তার। টুকসানের নামকরা স্যালুন গোল্ডেন চানস-এ জুয়োর টেবিল পরিচালনা করত মেয়েটি। এখন চলেছে মেসকিট স্প্রিংস-এ মাইনার'স রেস্টে।

জুলি ওয়েবার। নামটি পশ্চিমে বহু পরিচিত। তাই শোনা মাত্র নামটা চেনা চেনা লাগছিল ম্যাকের। এই মেয়ের সৌন্দর্য, শীতলতা এবং খেলা পরিচালনার দক্ষতার কথা বহুবার শুনেছে ও। জুয়োর আড্ডার সব রকম অপ্রীতিকর ঝামেলা কঠোর হাতে ঠেকাতে এবং সেই সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করার বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে এর। যে কাজ একজন পুরুষের জন্যও কঠিন, এই মেয়ে অনায়াসে সে কাজ করে চলেছে বছরের পর বছর। জুলি ওয়েবার সম্পর্কে আরও একটি কথা চালু রয়েছে। হৃদয়বৃত্তির দাসী নয় নাকি সে। অর্থাৎ তার মনের উষ্ণতার সন্ধান কাউকে দিতে রাজি নয় সে। গুণটা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক। এ ধরনের রুক্ষ পেশায় নিয়োজিত মেয়েরা বহুভোগ্যা হয়ে থাকে, এটাই সবার ধারণা। কিন্তু গত আধ ঘণ্টায় ম্যাকের ধারণা জন্মেছে, জুলি ওয়েবার সম্পর্কে প্রচলিত কথাগুলো খাটে না। সম্ভবত শালীনতা এবং পরিমিতি বোধই সেসব মিথ্যে করে দিয়েছে এর বেলায়।

একটা নাভাজো কম্বলে গা ঢেকে বসেছে জুলি। তার পাশে হাঁটু

গেড়ে বসা ম্যাক। জুলি ওয়েবারকে নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার সময় নেই ম্যাকের। নিচের অন্ধকারে ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।

আচমকা একটা পিস্তল গর্জে উঠল। নীল এক ঝলক আলো অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য। আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো আর্তরব করে ছুটতে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। ছুটতে গিয়ে কোরালের দেয়ালে বাধা পেয়ে আরও ভীত-উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওগুলো। মুহূর্তে খান খান হয়ে পড়ল শান্ত পরিবেশ। তিন কি চার রাউণ্ড গুলি হলো পর পর, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে। চমকে উঠে নিচের দিকে তাকিয়েছিল জুলি।

হ্যাঁচকা টানে তাকে পেছনে সরিয়ে আনল ম্যাক। চাপ দিয়ে মাথা নিচু করে দিল মেয়েটার। 'মাথা নামাও, বোকা মেয়ে। মরতে চাও নাকি?' নির্দয় কণ্ঠে তিরস্কার করল ম্যাক। তারপর পা টিপে সামনে বাড়ল রেমিংটন বাগিয়ে। নিচে গাঢ় অন্ধকার। তবু তীক্ষ্ণ চোখে পরিস্থিতি যাচাই করার চেষ্টা করছে সে।

ঝাপসা মত একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। কোরালে রয়েছে লোকটা। ঘোড়াগুলোর মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে দক্ষিণের দেয়ালের দিকে এগোচ্ছে সে। গুলি করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ম্যাক। লোকটা কে না জেনে গুলি করা মূর্খতা হবে। একটু পর লোকটাকে দেয়াল টপকে স্টোর হাউসের সীমানায় ঢুকতে দেখল ও।

'এখান থেকে নোড়ো না।' ছুটতে ছুটতে জুলির উদ্দেশে বলল ম্যাক।

নিচের হলঘরে উপস্থিত সবাইকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখতে পেল ও। ঘটনার আচম্বিকতায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। ওকে দেখামাত্র যেন শক্তি সঞ্চার হলো সবার ভেতর। সুতোবাঁধা পাপেটের সুতোয় টান পড়ল যেন। নড়ে উঠল সবাই।

জোনস ছুটল কাউন্টারের দিকে। উদ্দেশ্য মান্ধাতা আমলের পিস্তলটা আয়ত্ত করে নিজেকে শক্তিশালী করা।

কামরার কোরালে যাবার দরজার দিকে রওনা হলো মাইনার দু'জন। হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে আছে মিসেস জোনস। চিৎকার ঠেকাচ্ছে। টিম ম্যাকফরসন দ্রুত আসন ত্যাগ করতে গিয়ে চেয়ারে পা বাধিয়ে অনর্থ ঘটিয়ে বসল। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে।

গোটা কামরায় একমাত্র জ্যাক শ'কেই শান্ত দেখাচ্ছে। কামরার উত্তেজনা এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি যেন তাকে। লোকটার দিকে তাকাল ম্যাক। বিস্মিত হলো। নির্লিপ্ততা নয় বরং গভীর প্রত্যাশার ছাপ ফুটে আছে তার চেহারায়।

হাঁসফাঁস করতে করতে উঠানের দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল জোনস। পেছন থেকে ম্যাক বলল, 'ভেতরে থেকেই চারদিকে নজর রাখার চেষ্টা করো। কি ঘটেছে না জেনে অন্ধকারে বেরোনো উচিত হবে না।'

নিষেধ সত্ত্বেও কয়েক পা এগোল জোনস। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ম্যাকের উদ্দেশে হাঁ করল। পরামর্শটার আরও ব্যাখ্যা চায়। কিন্তু ততক্ষণে কিচেনের দিকে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে ম্যাক।

কোরালে ঢুকে ইতস্তত ছুটে চলা আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নেয়া দায় হয়ে পড়ল। বহু কষ্টে লিয়ানটোর কাছে পৌঁছুল ম্যাক। ওর আগেই সেখানে পৌঁছেছে তাস ছেড়ে উঠে আসা মাইনাররা। হিউগকেও দেখা গেল। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। হিউগের দিকে তাকাতেই কি ঘটেছে তার অনেকখানি বুঝে ফেলল ও। হিউগের একপাশের গালে কালি লেপটে আছে যেন। ওটা যে কালি নয়

রক্ত, তা কাউকে বলে দিতে হলো না।

'ফিরে যাও রেমিংটন ম্যাক,' গম্ভীর স্বরে হুকুম দিল কালো দাড়ি মাইনার।

'কেউ আহত হয়েছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ও।

'জনি সণ্ডারস,' লাল দাড়ি কথা বলল এবার। ওর মাথার পেছনে নল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে। পুরোটা মগজ উড়ে গেছে।

'কার কাজ এটা?'

'সেটা জানলে তো···' হাতের মুঠো পাকাল মাইনার। সামলে নিয়ে বলল। 'এখানকার যে কেউ হতে পারে। হয়তো বা তুমি।'

'জনি সণ্ডারসের মগজ উড়ে গেছে। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আসলে তোমার মগজই খুলিতে অবশিষ্ট নেই। থাকলে বেকুবের মত বাকোয়াজ করতে না,' গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল ম্যাক।

'মানে?' চোখের কোণ সরু করে জানতে চাইল কালো দাড়ি।

'মানেটা তোমারই ভাল জানার কথা। ওই সময়ে প্রায় সবাই তোমার চোখের সামনে ছিল। আমি অনুপস্থিত থাকলেও প্রায় ওই সময়ই ছুটে হাজির হয়েছি। জুলি ওয়েবার মেয়ে মানুষ। তার পক্ষে এত বড় কাজ প্রায় অসম্ভব। বাকি থাকে কে? এমন সহজ হিসেব মাথায় না ঢুকলে তোমাকে উজবুক ছাড়া কিছু বলা যায় কিনা চিন্তার বিষয়।'

'দেখো, মিস্টার!' ক্ষিপ্ত হয়ে রাইফেলের নল উঁচু করল মাইনার।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল হিউগ।

ম্যাকের হাতের রেমিংটনের নল নিষ্কম্প তাকিয়ে আছে মাইনারের হৃৎপিণ্ড বরাবর। কেউ লক্ষই করেনি কখন ওটা হাতে উঠে এসেছে ওর।

'ঠিক আছে, রাইফেল নামাও, টেড,' কালো দাড়িকে বলল লাল দাড়ি মাইনার। তারপর ম্যাকের দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত, ম্যাক। তোমার হিসেবই ঠিক। মাথা ঠাণ্ডা হলে হিসেবটা আমরাও মেলাতে

পারতাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জনি সণ্ডারস টেডের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ওর মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় লাগবে। প্রার্থনা করি তার আগে যেন খুনী ওর সামনে না পড়ে। পড়লে···।' চোখ বুজে শিউরে উঠল সে। 'কি হবে কল্পনা করতেও ভয় পাই।'

'স্বাভাবিক,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক। রেমিংটনটা হোলস্টারে ঢোকাল। তারপর কিচেনের পেছনের দরজার দিকে হেঁটে গেল। সেখানে জোনস আর জেড উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছে।

'ঘটনাটা কি?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল স্টোর মালিক।

'খুন হয়েছে একজন মাইনার।'

'কে?'

'জনি সণ্ডারস।'

'উঁহুঁ, কে খুন হয়েছে জানতে চাইনি। কে করল তাই বলো।'

'জানি না। ওরাও জানে না।'

'হায় ঈশ্বর!'

'বাকিরা কোথায়?' জোনসের হা হুতাশে কান না দিয়ে রূঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যাক।

'হলঘরে।'

'ম্যাডার আর এবারলিও?'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল জোনস আর ম্যাক। 'ঈশ্বরের দিব্যি, সব কেমন ঠেকছে আমার কাছে। ওদের দু'জনের কাউকে অনেকক্ষণ দেখিনি আমি,' ফিসফিস করে বলল স্টোর মালিক।

জেড আর জোনসকে পাশ কাটিয়ে এগোল ম্যাক। পেছন পেছন ওরাও এল।

পিছনে না তাকিয়ে জানতে চাইল ম্যাক। 'নজর রাখার জন্য ছাদে কেউ আছে?'

'চার্লি।'

'পাঁচ মিনিট আগেও ছিল না সে।'

বিস্ফোরিত হলো জোনস। 'শালা পাপাগোর চামড়া খুলে নেব আজ আমি। টাকা খরচ করে ব্যাটাকে বারো মাস পুষছি কি হাওয়া খেয়ে বেড়ানোর জন্য? কাজের সময় যদি কখনও পাওয়া যায় বদমাশটাকে।'

হলঘরে ঢুকল ওরা। জোনসের ছেলে মেয়েরা বিছানা থেকে উঠে এসেছে। কিছু না বুঝেই ক্রমাগত কেঁদে চলেছে মিসেস রিড। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে কান্নার তালে আছে জোনসের কনিষ্ঠ পুত্র। মহিলাকে বৃথাই সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে জ্যাক শ'।

ছাদে ওঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে আছে জুলি। ফ্যাকাসে মুখ। বড় বড় চোখে সবার দিকে তাকাচ্ছে।

চার্লি, এবারলি বা ম্যাডার, কেউ নেই কামরায়। এক নজরে গোটা পরিস্থিতি দেখে নিয়ে করিডরে ঢুকল ম্যাক। কম্বলের পর্দা সরিয়ে ম্যাডার আর এবারলির কামরায় ঢুকল।

জানালার নিচে তাকে একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে। নিজের বাঙ্কে শুয়ে আছে ম্যাডার। তার ওপর ঝুঁকে আছে এবারলি।

'স্বর নিচু রাখো,' নিচু কণ্ঠে পরামর্শ দিচ্ছে এবারলি। 'এমন মারাত্মক কিছু নয় ওটা।'

কাঁপা গলায় প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ম্যাডার। 'দয়া করে বন্ধ রাখো তোমার পচা উপদেশের বাক্স। সীসে তোমার গায়ে ঢুকলে দেখতাম কেমন শান্ত থাকো।'

'ওটা সামান্য একটা জখম ছাড়া কিছুই নয়,' তর্ক জুড়ল এবারলি।

'হ্যাঁ, তোমার তো তা মনে হবেই। পরের মুখে ঝাল খেতে সবাই পছন্দ করে।'

নিঃশব্দে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ম্যাক। টেবিলের ওপরের

হরিণের চামড়ার তৈরি স্যাকটা এতক্ষণে চোখে পড়ল ওর। 'আহত হয়েছে বুঝি ম্যাডার?' নরম স্বরে জানতে চাইল ম্যাক।

গুলি খাওয়া বাঘের মত তড়াক করে সোজা হলো এবারলি। চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক। হাত চলে গেছে কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁটে। তবে ওটা তুলে আনার কষ্ট থেকে তাকে রেহাই দিল ম্যাক। ওর রেমিংটনের কালো নল নিজের দিকে তাক করা দেখতে পেয়েই দুর্বুদ্ধিটা ত্যাগ করল এবারলি। বুদ্ধিমানের মত হাত দুটো ম্যাকের চোখের সামনে নিয়ে এল সে।

উঠে বসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ম্যাডার। কটমট করে তাকিয়ে থাকল ম্যাকের দিকে।

'কি ব্যাপার?' নিস্পৃহ মুখে বলল এবারলি।

'ব্যাপার—সোনা,' হাসল ম্যাক। 'বাহ্, চমৎকার সাজিয়ে রেখেছ দেখছি।' টেবিলের স্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'কিন্তু লুকোছাপার কি আছে? এত পরিশ্রমের ধন! প্রদর্শনীর ব্যবস্থা না করা তো রীতিমত অন্যায়। সীসে হজম করেছ বলে দুঃখ করা উচিত নয় তোমার, ম্যাডার। সোনার জন্য অমন একটু আধটু চোট পেতেই হয়। দুর্লভ সম্পদ তো এমনি এমনি আসে না।'

'সোনা!' আর্তনাদ করে উঠল এবারলি। 'বালি ছাড়া কিচ্ছু নেই ওতে।'

'তাই!' বিস্মিত দেখাল ম্যাককে।

'নিজেই দেখো,' দরাজ গলায় অনুমতি দিল এবারলি।

এক পা এগিয়ে সাবধানে একটা স্যাকের মুখ খুলে ভেতর উঁকি দিল ম্যাক। বালিই।

'ম্যাডার আহত হওয়ার গল্পটা শোনাও,' এবারলির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল ও।

'কোরালে বল নাচ দেখতে গিয়েছিল। ফাটা কপাল আর কাকে

বলে।'

ম্যাডারের দিকে তাকাল ম্যাক। 'প্রথম গুলিটা তুমিই ছুঁড়েছিলে?'

'নাহ, তবে যে লোক ছুঁড়েছিল আমাকে শুইয়ে দিয়েছে সে-ই।'

'কে লোকটা?'

'পরিষ্কার দেখতে পাইনি অন্ধকারে।'

অবিশ্বাস্য গল্প। পাঁচ বছরের শিশুও কোন সারবস্তু খুঁজে পাবে না এর মধ্যে। তবে সেটা এদের বুঝতে দেয়া গাধামি হবে। পালের গোদাকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করা হবে এর ফলে। ম্যাকের তাকেই দরকার। এই স্যাক নিশ্চয়ই মাইনারদের ওয়াগন থেকে এসেছে। তার মানে কি সব ক'টা স্যাকই বালিতে ভরা? তাহলে সোনা গেল কোথায়? ভাল চাল দিয়েছে মাইনাররা, ভাবছে ম্যাক। মনে হয়, সঙ্গে সোনা আনেনি মাইনাররা। পথে কোথাও রেখে এসেছে। এই ধু ধু মরুভূমিতে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ওরা সোনা?

দরজার কাছে পিছিয়ে গেল ম্যাক। 'ঘটনাটা ভুলে যেয়ো না তোমরা। তোমাদের গপ্পো আষাঢ়ে ঠেকেছে আমার কাছে। তবুও বিশ্বাস করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ফের যদি ভুল জায়গায় পা ফেলেছ, স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

নরম ভাবে মাথা দোলাল এবারলি। বুঝেছে সে। যদিও ম্যাক জানে, একটু বেশিই বুঝেছে এবারলি। 'ম্যাক, সত্যিই দারুণ ভয় পেয়েছি। কোরালের ওই গোলমালের সাথে আসলেই জড়িত নই আমরা। স্রেফ কৌতূহলের বশেই ঢুঁ মারতে গিয়েছিল ম্যাডার। অথচ কি বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। সবাই কিভাবে নেবে এটা কে জানে?'

'আরেক বার ম্যাক বলে ডাকো আমাকে,' শান্ত স্বরে বলল ম্যাক। 'তোমার বত্রিশটা দাঁত কণ্ঠনালি দিয়ে পাকস্থলিতে ঢুকিয়ে দেব। তোমার কাছে ম্যাক নই আমি। কেবল বন্ধুদের কাছে আমি ম্যাক।'

বিনয়ী হাসি, ভীত এবং কাতর মুখভাব মুহূর্তে বিদায় নিল

এবারলির। তার বদলে রাজ্যের প্রতিহিংসা স্থান নিল চর্বি সর্বস্ব মুখটাতে।

সন্তুষ্ট হলো ম্যাক। লোকটার ওর প্রতি সত্যিকার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে জানা গেল, কোন পর্যায় পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে লোকটা। শত্রুর ধৈর্যশক্তি অফুরন্ত হওয়া মানেই বিপদ।

হলঘরে গরম বক্তৃতা দিচ্ছে জ্যাক শ'। 'এখন যা প্রয়োজন আমাদের, তা হচ্ছে নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করা। আমাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই পাহারা দিতে সক্ষম। মিসেস রিড, তার ছেলে-মেয়েরা আর···'

'আমাকে বাদ দিয়ো না,' মাঝ পথে তাকে থামিয়ে দিল জুলি। 'আমি গুলি ছুঁড়তে পারি, জানা আছে তোমার।'

'বেশ। লক্ষ্মী মেয়ে।'

ঘরে ঢুকল ম্যাক। 'সীসে হজম করেছে ম্যাডার,' জানাল ও।

ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরল ঘরের সব ক'টা চোখ। প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস এবং বিস্ময়। কিন্তু ম্যাকের মনে হলো, কোন একজনের দৃষ্টিতে এ ছাড়াও অন্য কিছু রয়েছে।

'কিভাবে?' অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল জুলি।

'এবারলি আর ম্যাডারের ভাষ্য অনুযায়ী, কোরালে রগড় দেখতে গিয়ে নিজেই রগড়া খেয়ে এসেছে।'

'কথাটা বিশ্বাস হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক শ'।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাক। 'তাতে কিছু এসে যায় কি? মাইনাররা কারও চেহারা দেখতে পায়নি অন্ধকারে। ওরা স্টোর হাউসের সবাইকে সন্দেহ করছে। ম্যাডারের কথা অবিশ্বাস করলেও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মুহূর্তে যখন হাজির করা যাচ্ছে না তখন সন্দেহ প্রকাশ করে ফায়দা কি?'

'তবুও আমার মনে হয়, আমার কথা বলা দরকার ওদের সাথে। হয়তো জেরায় পড়লে আসল ঘটনা বলে ফেলবে ওদের কেউ।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো,' গা ছাড়া ভঙ্গিতে বলল ম্যাক। 'তবে একটা বেফাঁস কথার জন্য ওদের জীবন চলে যেতে পারে এটা ভালই মনে রেখেছে ওরা।'

কঠিন হয়ে উঠল জ্যাক শ'য়ের চেহারা। 'আচ্ছা, দেখা যাক। জীবনে অনেক বেয়াড়া ঘোড়াকে বশ করেছি আমি।' দৃঢ় পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। এবারলি আর ম্যাডারের কামরায় এসে ঢুকল। ম্যাডারের ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে তখন এবারলি। পর্দার নড়াচড়া টের পেয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে। আর নাস্তানাবুদ হতে রাজি নয়।

কে ঢুকেছে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল এবারলি। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো তার মধ্যে। ভীতি বা বিস্ময়ের বদলে আশা এবং আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু'চোখ।

'মাল কই?' জানতে চাইল জ্যাক শ'।

তিরিক্ষি মেজাজে উঠে বসার চেষ্টা করল ম্যাডার। চেষ্টাই সার। ওটুকুতেই দম বেরিয়ে যাবার জোগাড় হলো তার। তবু চেষ্টা অব্যাহত রেখে খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি শালা কোথাকার কে যে তোমাকে মালের খবর...'

'ওকে বলো আমি কে।' ম্যাডারের দিকে তাকালই না জ্যাক শ'। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দিকে বুড়ো আঙুল নির্দেশ করে এবারলিকে বলল সে।

'সাবধানে, ম্যাডার,' ফ্যাকাসে মুখে তাড়াহুড়ো করে বলল এবারলি। 'উনিই বস্।'

বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল ম্যাডারের চিবুক। একবার এবারলি আরেকবার জ্যাক শ'-র দিকে তাকাতে লাগল সে আহাম্মকের মত। ধাক্কাটা বেশি হয়ে গেছে।

'কিন্তু তুমি আমাকে একবারও বলোনি সেটা,' সামলে নিয়ে অভিযোগের সুরে বলল ম্যাডার।

'বসের নিষেধ ছিল।'

'কিন্তু আমি কি দলের কেউ নই? আমাকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখার মানে কি?' শ'য়ের কাছে জবাব দিহি চাইল সে। শঙ্কা ফুটে উঠল এবারলির চোখে।

'ছাগলটাকে থামতে বলো,' এবারলির উদ্দেশে বলল জ্যাক শ'। তারপর ম্যাডারের দিকে ঘুরল। 'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে, একটা মাইনারকে খুন করেছ তুমি। কেবল একটা। এবারলি!' কঠিন চোখে মোটা লোকটার দিকে তাকাল সে। 'কি হুকুম ছিল তোমাদের ওপর? আমি বলে দেইনি যদি গোলাগুলি শুরুই হয় তবে এক আধটা নয়। সবার লাশ দেখতে চাই আমি? ঈশ্বরের দিব্যি, যখন কোন হুকুম দেই আমি তখন সেটা পালন হচ্ছে দেখতে চাই। বেকুব কোথাকার! এখন ব্যাপারটা পুরোপুরি লেজে গোবরে হয়ে গেল। শালারা একটা কাজও যদি ঠিকভাবে করতে পারে।'

'খবরদার! গাল দিয়ো না।' রুখে উঠল ম্যাডার। 'অতই যদি বোঝো তো হাতে কলমে কাজ করলেই পারো। ঘরের কোণে লুকিয়ে না থাকলেই পারো। সীসে তো তোমার গায়ে ঢোকেনি সোনা মানিক। ঢুকেছে এই বান্দার গায়ে। আর আমি তোমাকে বলছি...'

সামনে ঝুঁকল জ্যাক শ'। তারপর মারল ম্যাডারকে। ঘুসি খেয়ে বালিশে ছিটকে পড়ল ম্যাডারের মাথা। 'তুমি চুপ থাকো, ছুঁচো কোথাকার।' সোজা হয়ে দাঁড়াল শ'। এবারলির দিকে ঘুরল, 'তোমার বক্তব্য শোনা যাক, মোটা গর্দভ। সোনা কোথায়?'

কথা না বলে টেবিলে রাখা স্যাকটার দিকে ইশারা করল এবারলি। স্যাকের ভেতর উঁকি দিয়েই কালো হয়ে গেল জ্যাকের মুখ। অমানিশার

আঁধার মুখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'বালি!' কথা নয় যেন চাবুকের বাড়ি পড়ল এবারলির পিঠে। জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে জ্যাকের চোখ। 'এত কষ্ট করে আয়োজন করলাম। সব পণ্ড করে শেষে আমার জন্য বালি নিয়ে এসেছ তোমরা? শালা বেকুব!'

'আমরা কিভাবে জানব স্যাকের ভেতর বালি ভরে রেখেছে শালারা? ওদের দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন? প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চয়ই বালি আনতে যাইনি।' আত্মরক্ষার প্রয়াস পেল এবারলি। 'তাছাড়া, যতটা ভাবছ ততটা খারাপ নয় পরিস্থিতি।

'স্রেফ একটা ভাল দিক দেখাও। সোনা তো আনতেই পারোনি। এনেছ বালি। তাও মাত্র এক স্যাক। ওটা সোনা হলেই বা কি লাভ হত আমার?' দাঁতে দাঁত ঘষে ভুরু নাচাল জ্যাক শ'।

'বুঝতে পারছ না?' অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষীণ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল এবারলির ঠোঁটে। 'ধরো, তোমার হুকুম মত ওদের সবাইকে খুন করে ফেলতাম আমরা। তারপর আবিষ্কার হত, স্যাক ভর্তি সোনা নয় বালি। তখন? আর কোনদিন সোনার হদিস পাবার আশা থাকত?'

ঠাণ্ডা চোখে এবারলির দিকে তাকিয়ে রইল জ্যাক শ'।

মাথার ঝিমঝিম ভাবটা কমেছে ম্যাডারের। বালিশে মাথা গুঁজে সে-ও দেখছে জ্যাক শ'কে। ঘুসির প্রতিশোধ নেয়ার কাজটা কিছু দিনের জন্যে স্থগিত রাখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। এবারলির কথার সারবস্তু তারও মাথায় ঢুকেছে।

তাছাড়া অভিজাত চেহারার লোকটার আপাত সুন্দর খোলসের ছদ্মাবরণে এমন কিছু আছে যা ম্যাডারের মত লোককেও দ্বিতীয় বার ভাবতে বাধ্য করছে। শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল সে।

'পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কোন অ্যাকশন দেখাতে যেয়ো না,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাক শ'।

হলঘরে গিয়ে ঢুকল সে ফের। আগের মতই প্রশান্ত চেহারা। 'ম্যাডারের সাথে কথা বললাম,' শান্ত স্বরে ম্যাকের উদ্দেশে বলল সে। 'ওর বক্তব্য সত্যি বলেই মনে হলো আমার।'

'সেটা তোমার মতামত।'

'অর্থাৎ?' চটে গিয়ে প্রশ্ন করল শ'।

'অর্থাৎ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। তোমার দৃষ্টিতে ওর কথা মেনে নেয়ার মত মনে হয়েছে।'

'ম্যাডার বলেছে যে লোক ওই মাইনারকে খুন করেছে সে-ই ওকে গুলি করেছে। কথাটা সত্যের কাছ ঘেঁষা বলে মনে হয়েছে আমার।'

'আর মাইনারদের স্যাকের ওদের কামরায় ঢোকার কারণ হিসেবে কি যুক্তি দেখিয়েছে?'

'আততায়ীকে স্যাক হাতে পালাতে দেখে ম্যাডার। ও তাকে গুলি করে মিস করে। কিন্তু আততায়ী মিস করেনি। তবে তাড়াহুড়োর মধ্যে স্যাকটা ফেলে পালিয়ে গেছে সে। ম্যাডার ওটা হাতে নেয়ার সাথে সাথে মাইনারদের কেউ উল্টোপাল্টা গুলি ছুঁড়তে শুরু করায় অনেক কষ্টে পালিয়ে আসে ওরা।'

'কিন্তু আমি যা জানতে চাই, তা হলো,' জোনস নিজের সমস্যা নিয়ে পড়ল, 'হারামখোর বেঈমান পাপাগোটা কোন চুলোয় গেল?' তারপর কিছু মনে পড়তে ম্যাকের দিকে ফিরল সে। 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি স্কাউটিঙে গিয়ে কি দেখলে?'

'কিচ্ছু না। ধারে কাছে ইণ্ডিয়ানদের কোন চিহ্ন নেই। এবার পাহারা বসানোর ব্যাপারটা ভাবা যাক।'

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঠিক হলো, জোনস হলঘর আর প্রধান দরজার পাহারায় থাকবে। জ্যাক শ' দেখবে বাড়ির পেছনটা। ম্যাক থাকবে ছাদে।

মইয়ের দিকে এগোল ম্যাক। জুলির পাশ ঘেঁষে এগোনোর সময়

চোখাচোখি হলো দু'জনের। ইশারায় তাকে সঙ্গে আসতে বলল ম্যাক।

ব্যাপারটা নজর এড়াল না জ্যাক শ-র।

বাড়ির পেছন দিকে রওনা হলো সে। মিসেস রিড ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিছানার দিকে চলল। টিম ম্যাকফরসন চেহারায় স্বস্তি নিয়ে হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াল। তাকে পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়নি বলে মহাখুশি।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর ছাদে এল জুলি। পেছনে খস্ খস্ আওয়াজ শুনেই হাতে রেমিংটন বেরিয়ে এসেছিল ম্যাকের। মেয়েটাকে দেখে খাপে পুরে রাখল সেটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে জুলি। একটা ঢোঁক গিলে ধাতস্থ হয়ে এগিয়ে এল। ম্যাকের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল সে।

'ভয় পেলে কেন?' জানতে চাইল ম্যাক। 'মেয়েদের অসম্মান করি না আমি। আর তোমার দিকে গুলি ছোঁড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ভেবেছিলাম কথাটা বুঝেছ তুমি।'

'আমি—আমি আসলে চমকে গিয়েছিলাম।' উত্তেজনায় এখনও কান লাল হয়ে আছে মেয়েটার। 'চারদিকে এত সব ঘটনা ঘটছে। তবে··· তুমি আমাকে গুলি করবে, তা ভাবিনি কিন্তু।'

চুপ করে রইল ম্যাক।

'ম্যাক,' ডাকল জুলি।

জবাব দিল না ম্যাক।

কাঁপা কাঁপা নরম একটা হাত জড়িয়ে ধরল ম্যাকের কণ্ঠ। যতখানি শীতল বলে বদনাম মেয়েটার, তত শীতল সে নয়, বুঝল ম্যাক। উপযুক্ত তাপের অভাবেই এতদিন শীতল আবরণের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল জুলি ওয়েবারের উষ্ণতা। এ বরফ হয়তো ম্যাকের স্পর্শেও আরও দেরিতে গলত। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত কাছে নিয়ে এসেছে দু'জনকে।

মৃদু উষ্ণ হাতটা ঠোঁটে ঠেকাল ম্যাক। 'বিশ্বাস করলাম,' নিচু স্বরে জানাল ও। কাছে টেনে আনল মেয়েটাকে। নিঃশব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল দু'জন।

'শোনো,' একটু পর বলল ম্যাক। 'আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'বলো, কি করতে হবে?'

'এই বাড়িটাতে কোন ষড়যন্ত্র চলছে। সেটা কি, জানতে চাই আমি। এর ওপর অনেকগুলো মানুষের প্রাণ নির্ভর করছে। ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত কঠোর। কাউকে রেহাই দেবে না। কোন প্রমাণ রাখবে না তারা নিজেদের কুকর্মের।'

'কি ষড়যন্ত্র?'

'সেটা এখুনি তোমাকে বলতে পারব না আমি। তবে শিগগিরই জানতে পারবে। মন বলছে, হাতে সময় নেই বেশি। কয়েকটা তথ্য জানা দরকার আমার। সেজন্য এই বাড়ির বাইরে যেতে হবে আমাকে, একা।'

'এখন?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে?'

'দেখতে পাবে।' চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বলে মরুভূমির দিকে ইঙ্গিত করল ম্যাক। 'আমার জায়গায় পাহারার কাজটা সারবে তুমি।'

'তোমার মতে খুনী ওই মরুভূমি থেকে এসেছিল? তাহলে ম্যাডারকে গুলি করল কে? মাইনাররা?'

'সময় হলে সব প্রশ্নের জবাবই পাবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। আচমকা ম্যাকের হাত চেপে ধরল মেয়েটা। 'না, ম্যাক, যেয়ো না তুমি। আমার মন বলছে ওখানে

বিপদ···।'

হেসে মেয়েটার হাতে মৃদু চাপ দিল ম্যাক। 'এখানে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেও বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না, জুলি। আমার মত তুমিও সেকথা ভালই জানো। তাছাড়া এ ধরনের দুর্বলতা তোমাকে মানায় না। কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে অভ্যস্ত তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ।' হাত সরিয়ে নিল জুলি। 'তবু ঘাবড়াচ্ছি। অবাক হচ্ছ নিশ্চয়ই।'

'নাহ্,' হাসল ম্যাক। 'জানি, আগে কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবতে হত বলে বিপদের তোয়াক্কা করতে না। এখন এমন একজনের কথা ভাবতে হচ্ছে যাকে তুমি হারাতে চাও না। ভয় পেয়ো না। এত সহজে মরব না আমি। খারাপ মানুষ সহজে মরে না।'

হাসল না মেয়েটা। শুধু বলল, 'সাবধানে থেকো।'

'ধন্যবাদ।' পিছন ফিরল ম্যাক। 'সতর্ক থেকো। আর কাউকে দেখে চিৎকার করার আগে নিশ্চিত হয়ে নিয়ো লোকটা আমি কি না।'

ছাদের কারনিস ধরে ঝুলে পড়ল রেমিংটন ম্যাক। হাতের ওপর ভর করে ঝুলল খানিকক্ষণ। তারপর ঝুপ্ করে মাটিতে পড়ল। আওয়াজ না করতে চাইলেও পতনের শব্দ ঠেকানো গেল না। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল ও। কান খাড়া করে রেখেছে। সামান্যতম শব্দও পাওয়া গেল না কোথাও। আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো ম্যাক। তারপর পা টিপে রওনা হলো। অনেকটা পথ যেতে হবে।

জুলি যখন ছাদের কোণে এসে ম্যাককে দেখার চেষ্টা করল তখন অনেকটা দূরে চলে গেছে ও। হঠাৎ করে কান্না পেল মেয়েটির। অবাক হলো সে নিজেই। এর আগে কবে শেষবার কেঁদেছিল ভাবতে গিয়ে হার মানল জুলি। কে জানে হয়তো জন্ম মুহূর্ত ছাড়া আর কাঁদাই হয়নি।

যাদের প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করতে হয়, তাদের জীবনে অশ্রুপাতের অবকাশ কোথায়?

সাত

সরাসরি গিরিখাতে না গিয়ে বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইল ম্যাক। কয়েক মিনিট কাটল। কিছুই ঘটল না। নিশ্চিত হলো ও কেউ অপেক্ষা করে নেই ওর জন্য।

পায়ের নিচে ড্রাই ওঅশটা বিশ ফুটের কম গভীর নয়। ক্রমশ গভীর হয়েছে ওটা। পরিপূর্ণ অন্ধকার তলায়। কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। তবুও চোখ কান নাক তিনটি ইন্দ্রিয়ই সজাগ রেখেছে ম্যাক। কোথাও কোন আওয়াজ নেই।

কিন্তু ভয়ের ব্যাপার হলো, গোটা এলাকাটা উঁচু-নিচু পাহাড়ে পরিপূর্ণ। খোঁড়ল আর খাদের কোন অভাব নেই। যে কোন খাঁজেই লুকোনো থাকতে পারে ঘোড়া-মানুষ। হয়তো কাছে পিঠেই ওঁৎ পেতে আছে বিপদ। লোকগুলোর ঘটে মগজ থাকলে তাই রয়েছে তারা। সেক্ষেত্রে এ পরিস্থিতিতে তাদের সঠিক অবস্থান খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ হয়ে পড়বে।

সহজ উপায় অবশ্য একটা আছে। তা হচ্ছে যথাসম্ভব শব্দ করে সোজা নালার ভেতর দিয়ে হাঁটা। তাহলেই ওদের চোখে পড়ে যেতে দেরি হবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিপদও প্রচুর। গুলি চালাতে পারে শত্রু।

কিছু বুঝে ওঠার আগে খাঁচাছাড়া হয়ে যেতে পারে প্রাণপাখি। পরিকল্পনাটা উল্টেপাল্টে দেখল ম্যাক। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করবে না লোকগুলো। ওকে আটক করে কথা বলাতে চাইবে হয়তো।

যাই হোক, পরিকল্পনাটা নিঃসন্দেহে আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু ম্যাক নিরুপায়।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ম্যাক। দীর্ঘক্ষণ বোল্ডারের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেছে পা। রেমিংটনটা একবার ছুঁয়ে দেখল সে। জায়গামতই আছে। তলপেটে অদ্ভুত একটা অনুভূতি, এর অর্থ উত্তেজিত হয়ে আছে ও। মোটেই ভাল লক্ষণ নয়! মৃত্যুর ঝুঁকি এই প্রথম নিচ্ছে না রেমিংটন ম্যাক। কাজেই উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই, নিজেকে বোঝাল ও।

নালা ধরে সোজা হাঁটতে শুরু করল ও। হাঁটার সময় যতরকম আওয়াজ করা সম্ভব, করছে। ফুর্তিবাজ কাউবয়ের ঢঙে তুড়ি বাজিয়ে শিস দিয়ে অতি পরিচিত একটা গান গুনগুন করে গাইছে।

আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল ও। এমন কি তলপেটের অস্বস্তিকর অনুভূতিটাও গায়েব হয়ে গেছে মুহূর্তে। কয়েক কদম সামনে কেউ রাইফেলের লিভার টেনেছে। মনে হলো আদেশটা বহুযুগ পরে এল।

'দাঁড়াও! যেখানে আছ সেখানেই থাকো।'

'ঠিক আছে, থামছি আমি,' কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কর্কশ করে বলল ম্যাক।

হালকা অন্ধকার ঘন হলো ম্যাকের বাঁ পাশে, কেউ একজন দাঁড়িয়েছে এসে। আড়চোখে তাকিয়েই আবছা মনুষ্যমূর্তিটার হাতে রাইফেলের অস্তিত্ব টের পেল ও। ডানদিকে নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। তারমানে ওখানে আরেকজন এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঠিক আছে, বাছারা,' বলল ম্যাক। 'ডানে বাঁয়ে এত পাহারার

দরকার নেই। আমি তোমাদেরই লোক।'

'গাধা নাকি তুমি?' ডান পাশের লোকটা ফুঁসে উঠল। 'নাকি টাক্‌রা অবধি মদ গিলেছ? এমন ভাবে আসছিলে যেন এটা তোমার নিজের বাড়ির উঠান। খুন হয়ে যেতে পারতে তুমি।'

'হায় ঈশ্বর, নিজের দলের লোকের হাতে খুন হতে যাব কোন দুঃখে?' নিদারুণ আহত হবার ভান করল ম্যাক। 'নেহাত জরুরী কাজে ঠেকে এত রাতে অ্যাদ্দূর আসতে হলো। এখানে চোরের মত ঘাপটি মেরে আসব কেন? নিজের বন্ধুদের কাছে লুকিয়ে আসে কোন গাধা?'

'কে তুমি?' ম্যাকের বকবকানিতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হলো বাঁ পাশের জন।

'আমাকে চেনো না বলে রাগ করছি না। নাম সমারস। বসের সাথে এসেছি। তার খাস লোক বলতে পারো।'

'তাই? শুনলে টাটল?'

'শুনলাম,' বলল ডান পাশের জন, টাটল। 'কিন্তু বসের সাথে সমারস নামে কারও আসার কথা শুনিনি আমি।'

ক্ষীণ শব্দে হাসল ম্যাক। 'হাহ্! আমিও তো কোন টাটলের নাম শুনিনি। তাতে কি প্রমাণ হলো?'

'হয়েছে,' বিরক্ত স্বরে ধমক মারল প্রথম জন। 'নাম নিয়ে আর খেলা করতে হবে না। এবার কাজে নামা যাক।'

'একটু সাবধানে, দোস্ত।' হাসি হাসি অথচ প্রায় চাপা সুরে অস্ত্রধারীকে সাবধান করল ম্যাক। 'এই কাজটাতে তোমাদের সাথে আছি বলে ভেব না কারও চাকর আমি। নগদ পয়সার বিনিময়ে কাজ করতে এসেছি। কাজ হলে মালকড়ি পকেটে ফেলে হাওয়া হয়ে যাব। কেবল নিজের চাকর আমি। অন্যের ধমক খাতে সয় না।'

দু' দুটো উদ্যত অস্ত্রের মুখে রয়েছে ও সেদিকে যেন খেয়ালই নেই

ম্যাকের। কঠিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত লোকের ভূমিকায় অভিনয় করছে ও। যাদের ঘোল খাওয়াতে চাইছে তারাও কম ঘুঘু নয়। সাত ঘাটের পানি খেয়ে অভ্যস্ত। প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর জুয়ো খেলছে এরা। এদেরকে মাথায় উঠতে দেয়া মানে নিজের পায়ে কুড়াল মারা। এদেরকে বশে রাখার এবং বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়ার একমাত্র উপায় হলো নিজেকে এদের চেয়ে বিপদজনক প্রমাণ করা।

'নজর রাখো, জো। আমি যাচ্ছি ওর কাছে,' সঙ্গীকে বলল টাটল।

বুটের তলায় কাঁকর নিষ্পেষিত করে এগিয়ে এল লোকটা ম্যাকের কাছে। হাত বাড়াল ওর রেমিংটনের উদ্দেশে।

ঝট করে এক পা পিছিয়ে গেল ম্যাক। 'আশ্চর্য!' বিস্মিত হবার ভান করল সে। 'একই দলের লোক আমরা তবুও আমার অস্ত্র নিতে চাইছ কেন? বন্ধুর সাথে এ কেমন ধারা ব্যবহার?'

'তুমি সত্যিই বন্ধু কিনা সেটা আগে নিশ্চিত হতে হবে আমাদের।' ঠাণ্ডা গলায় বলল টাটল। 'আগে নিশ্চিত হয়ে নিই। তারপর একসাথে বোতল খুলব আমরা।'

উপলব্ধি করল ম্যাক, পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে ওর। টাটলের মত ঠাণ্ডা মাথার লোক এই গোঁয়ারের দলে থাকতে পারে ভাবেইনি সে। অথচ ভাবা উচিত ছিল। কোনমতেই অস্ত্র হারালে চলবে না। কেবল নিজের নয়, আরও কয়েকটা প্রাণের কথা ভাবতে হচ্ছে এখন ওর। নিরস্ত্র হওয়া মানেই অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ। মামুলি দু'একটা প্রশ্ন করলেই টাটল আর জো বুঝে ফেলবে, ও তাদের দলের নয়। সেক্ষেত্রে জায়গামত মাত্র একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে তারা।

ম্যাককে নিরুত্তর দেখে টাটল হয়তো ভাবল তার যুক্তি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে ম্যাক। নিশ্চিন্তে আবার হাত বাড়াল সে ম্যাকের

রেমিংটনের উদ্দেশে।

বিদ্যুৎ বেগে টাটলের গলায় প্যাঁচানো ব্যানডানা লক্ষ করে উঠে গেল ম্যাকের বাঁ হাত। অপর হাতে রেমিংটন, ওটা ধরে হ্যাঁচকা টানে সামনে নিয়ে এল সে টাটলকে। মাটি থেকে ইঞ্চি চারেক উপরে উঠে গেল টাটলের পা। ম্যাকের সামনে ঢালের কাজ করছে এখন সে। গুলি করল জো। টাটলের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

'গুলি কোরো না, গর্দভ কোথাকার,' আতঙ্কে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল টাটল।

রেমিংটনের বাঁট দিয়ে তার কপালের পাশে মাঝারি গোছের বাড়ি মারল ম্যাক। নেতিয়ে পড়ল লোকটা। এতক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ছিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় শরীরের সব ভার এসে পড়ল ম্যাকের হাতে। লোকটাকে ধরে রাখাই কষ্টকর হয়ে পড়ল। অথচ ছেড়ে দিলেও বিপদ। জো-কে চমৎকার একটা সুযোগ দেয়া হবে দান জিতে নেয়ার। দ্রুত ভেবে চলেছে ম্যাক। টাটলসহ পিছিয়ে যাওয়াও সুবিধের হবে না। কেবল কাঁকর নয়, উঁচু নিচু খরখরে পাথুরে মেঝে পায়ের নিচে। একবার কোন পাথরে পা বেধে পড়ে গেলেই খেল খতম। কাজেই এখন একটি কাজই করার আছে।

দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটাল সে। টাটলকে ছেড়ে দিয়েই ড্র করল ম্যাক। একই সময় গুলি করল জো।

শত্রুপক্ষে সেম সাইড হয়ে গেল। জো-র গুলি টাটলের পতনোন্মুখ দেহে ঢুকল। ধপ করে আছড়ে পড়ল টাটলের লাশ। ওদিকে মিস হয়েছে ম্যাকের গুলি। তাড়াহুড়োয় লক্ষস্থির সঠিক হয়নি। তাতে ক্ষতি যা হবার হলো। জায়গা থেকে লাফিয়ে সরে গেছে জো। সরে গেল ম্যাকও।

ওপরে তারাজ্বলা আকাশ। অন্ধকার সামান্যই হালকা হয়েছে তাতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইল ম্যাক। জো লোকটাকে অস্থির স্বভাবের মনে হয়েছে ওর। এজন্যই হয়তো আরেকবার গুলি করার সুযোগ পাওয়া যাবে। অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে ওর। সামান্য নড়াচড়াও দৃষ্টি এড়াতে পারবে না এখন।

নুড়ির সাথে নুড়ির টোকা খাওয়ার মৃদু শব্দ শোনা গেল। শব্দ লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ল ম্যাক। কিন্তু জো নয়, পাল্টা জবাব এল অন্য কারও কাছ থেকে। ম্যাকের ঠিক মাথার ওপরে কোথাও রয়েছে লোকটা। এক নাগাড়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সে।

তৃতীয় লোকটার সঠিক অবস্থান বোঝার জন্য চুপ করে বসে থাকল ম্যাক। খামোকা গুলি ছোঁড়ার কোন মানে হয় না।'

ম্যাকের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সুবিধেজনক পজিশনে চলে গেছে মনে হচ্ছে জো। হয়তো কোন খাঁজের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

চেঁচিয়ে উঠল জো। সঙ্গীর উদ্দেশে বলতে লাগল, সমারস নামের এক বিশ্বাসঘাতক বজ্জাতের হাতে মারা পড়েছে টাটল। সেই সাথে ম্যাককে জ্যান্ত ধরতে পারলে কি করবে তার রক্ত জমানো বর্ণনা দিচ্ছে।

ম্যাক তখন মাটিতে বুক ঠেকিয়ে ড্রাই ওঅশটার গঠন সম্পর্কে যতদূর সম্ভব ধারণা নিচ্ছে। এখান থেকে বেরোনো দরকার প্রথমে। নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লাগছে। মাথার ওপরে রয়েছে জো-র সঙ্গী। সামনে জো। পিছনে ফিরে বেরিয়ে যাওয়াটাও সহজ নয়, কারণ মাথার ওপরের লোকটার চোখে ওর নড়াচড়া ধরা পড়ে যেতে পারে।

নিষ্ক্রিয় থাকাও চলবে না। তাতে কেবল শত্রুপক্ষকে নিজেদের তৈরি হয়ে নেয়ার সময় করে দেয়া হবে। বুকে হেঁটে পিছিয়ে যেতে শুরু করল ম্যাক। কিন্তু খানিক বাদেই টের পেল, যতখানি ভেবেছিল কাজটা

তারচেয়েও বিপদজনক। ঘোড়ার খুরের জোর আওয়াজ উঠল বাইরে। নিশ্চয়ই জো-র আরও কোন সঙ্গী এসে হাজির হয়েছে। এবার পিছু হটাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সে যে শত্রুপক্ষেরই তাতে সন্দেহ রইল না আর। সঙ্গী সাথীদের সাড়া না পেয়ে জো, টাটল আর মরগানের নাম ধরে ডাকছে আগন্তুক। সবাই এমন নীরব কেন, জানতে চাইছে। মরগান নিশ্চয়ই মাথার ওপরের লোকটা, ভাবল ম্যাক।

এবার মরগানের নিচু গলা শুনতে পেল ও। নাম ধরে নবাগত আলফ্রেডকে সাবধান করছে।

চোখের কোণে একটা গাঢ় ছায়ার নড়াচড়া লক্ষ করল ম্যাক। অবশেষে মগজের কাজ শুরু করেছে জো। চুপিসারে ছায়ায় ছায়ায় ম্যাকের প্রায় কাছে হাজির হয়ে গেছে সে। আলফ্রেডের আগমনে ম্যাকের অমনোযোগিতার পুরোটারই চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছে।

রাইফেলের নল ম্যাকের দিকে ঘোরাতে শুরু করেছে জো। একটুও নড়াচড়া করল না ম্যাক। লোকটার বাঁ হাত লক্ষ করে আস্তে করে ট্রিগার টেনে দিল। কান ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল জো। বুকের ওপর ঝুলে পড়ল তার মাথা। তারপর নেতিয়ে পড়ল সে।

ক্ষিপ্ত স্বরে আলফ্রেড জানতে চাইল কে গুলি খেয়েছে। মরগান নিচু গলায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। ম্যাকের উদ্দেশে আলফ্রেডের একটানা খিস্তি বর্ষণ হতে লাগল এবার। সঙ্গীর বুদ্ধিহীনতায় খেপে গিয়ে নিজেই বোকামি করে ফেলল মরগান। প্রায় উঁচু গলায় ধমক দিয়ে বসল আলফ্রেডকে। ছাগলের মত ব্যা ব্যা করে নিজের অস্তিত্ব ফাঁস না করতে বলছে।

এতে চমৎকার লাভ হলো ম্যাকের। প্রথমত, অনেক নতুন গালি শেখা গেল। দ্বিতীয়ত, মরগান লোকটা কোথায় আছে জানা হয়ে গেল।

ওঅশের বিপরীত দিকে ম্যাকের প্রায় মাথার ওপরে একটা বোল্ডারের আড়ালে রয়েছে লোকটা, তাই ফাঁপা শোনাচ্ছে তার স্বর।

ওঅশের বেরিয়ে যাবার মুখের কাছে এসে পড়েছে ম্যাক। মুহূর্তের জন্য অশ্বারোহী আলফ্রেডের কালচে কাঠামোটা ফুটে উঠল তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে। যদিও পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে সে। গুলি করল ম্যাক। আন্দাজ সঠিক হয়নি বলেই মনে হলো। কারণ ও পক্ষের কোন আওয়াজ শোনা গেল না।

একটা বুলেট এসে ম্যাকের বাঁ দিকের পাথরে নাক ঘষল। পর মুহূর্তে আরেকটা বুলেট ছুটে এল। প্রায় একই জায়গায় ঠোকর খেলো সেটা। লোকগুলো ওর অবস্থান টের পেয়ে গেছে। এভাবে বদ্ধ জায়গায় বুলেটের পাথরে পাথরে বাড়ি খেয়ে ছোটাছুটি করা বিপদজনক। যেভাবেই হোক এ জায়গা ত্যাগ করতে হবে ম্যাককে।

রেমিংটনের শূন্য চেম্বার পূর্ণ করল ম্যাক। মৃদু শব্দ এড়ানো গেল না। আরও গোটা চারেক বুলেট ছুটে এল ওর দিকে। খানিকক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে রইল ম্যাক। প্রতিপক্ষের বুলেটগুলো ওর কাছাকাছিই বিঁধছে। শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও, ব্যাটাদের অনুমান ক্রমেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে আসছে।

আন্দাজে ছোট একটা পাথর ছুঁড়ল ম্যাক। হয়তো লোক দুটো দিকভ্রান্ত হবে এর ফলে। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ হলো। এই সুযোগে পিছিয়ে এল ম্যাক।

ওঅশের মুখের কাছে শুকনো ঝোপঝাড় রয়েছে বিস্তর। পিছিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল ওগুলোর কারণে। নাড়া লাগলে বেশ শব্দ তুলছে ওগুলো। তবে জায়গাটা খুব অন্ধকার। ওটাই যা ভরসা।

গুলির আওয়াজ থেমে গেছে। খুব কাছেই কোথাও একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। ধোঁকাটা বুঝে ফেলেছে লোক দুটো। অতি

সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে।

আর লুকোচুরির সময় নেই। উঠে দাঁড়াল ম্যাক। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটল। সম্ভবত পথ হিসেবে সবচেয়ে জঘন্য পথ এই ওঅশ। বর্ষার মৌসুমে তীব্র পাহাড়ী জলস্রোত অসংখ্য ছোট বড় পাথর বয়ে আনে। পাড় ভেঙে গড়িয়ে পড়ে কিছু পাথর। সেগুলোই এ মুহূর্তে ম্যাকের পথ চলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তবে কেবল ওর সঙ্গেই নয়, তেড়ে আসা লোক দুটোর সঙ্গেও যে ওরা অসহযোগিতা করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু পরেই হাতে-নাতে তার প্রমাণ পেয়ে গেল রেমিংটন ম্যাক।

প্রথমে 'উহ্' করে উঠল কেউ। তারপরই পতনের ধপাস্ শব্দ। নুড়িতে নুড়িতে ঠোকাঠুকির আওয়াজ উঠল। গাল বকতে বকতে উঠে দাঁড়াল শত্রুপক্ষের কেউ। গলা শুনে বুঝল ম্যাক, লোকটা আলফ্রেড।

আবার চারদিকে সুনসান নীরবতা। ঠোকর খেতে খেতে ছুটছে ম্যাক। লোক দুটোর কাছ থেকে যথাসম্ভব সরে যেতে হবে। ছুটতে ছুটতে গুলি করছে ওরা। ম্যাকের সমস্ত মনোযোগ কেবল এগিয়ে যাবার দিকে। অন্ধকারে আন্দাজে লক্ষ্যভেদ করা খুবই কষ্টকর। এই মুহূর্তে এভাবে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। প্রতিপক্ষে দু'জন। একজন ওকে গুলি ছুঁড়ে ব্যস্ত রাখবে। অন্যজন চুপিসারে কাছে এগিয়ে এসে কাজ সারবে। কাজেই প্রথমে একটা সুবিধেজনক অবস্থানে যাওয়া প্রয়োজন।

লোক দুটোর পায়ের আওয়াজ একদম পিছনেই রয়েছে ওর। আর আন্দাজে ছোঁড়া হলেও বুলেটগুলো খুব কাছে এসে পড়ছে। খুবই অস্বস্তি বোধ করছে ম্যাক। হাজার হোক জীবন মাত্র একটাই। সেটা নিয়ে টানাটানি।

হঠাৎ করে ডানদিকে মোড় নিয়েছে টানেলটা। ম্যাকও মোড় নিল। আচমকা পায়ে আগুন ধরে গেছে মনে হলো ওর। দুই পাথরের ফাঁকে পা পড়ে গেছে। বড় দুটো পাথর সামান্য ফাঁক রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

দুটোকে এক লাফে টপকাতে গিয়ে মাঝের ফাঁকে পা পড়ে গেছে। গোড়ালিটা মচকে গেছে কিনা বুঝতে পারল না ম্যাক। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আবার ছুটল ও। একটু পরেই ব্যথার তীব্রতা কমে এল।

খানিক পর গিরিখাদে বেরিয়ে এল ও। এবার ঘন ঘন গুলির আওয়াজ উঠতে লাগল। লোকদুটোর গুলির মজুত অফুরন্ত বলে মনে হলো ম্যাকের।

এভাবে আর প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হচ্ছে না ওদের। বিশাল একটা বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিল ম্যাক। তারপর অস্ত্র তাক করে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রতিপক্ষের কারও হাতের রাইফেল ঝিলিক দিয়ে উঠল। প্রথম বুলেট বোল্ডারে আঘাত হানার আগেই গুলি করল ম্যাক। জবাবে আরও দুটো গুলি হলো ও তরফ থেকে।

মিস করার অপরাধে নিজেকে কষে গাল দিল ম্যাক। একটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে সামনের আরেক বিশাল বোল্ডারের আড়ালে। বাঁধা নিশ্চয়ই। নইলে গোলাগুলির আওয়াজে এতক্ষণে ছুটে পালাত।

ওটার পিঠে চড়ে পালাবে ঠিক করল ম্যাক। যা জানতে এসেছিল তা জানা হয়ে গেছে ওর। কিন্তু বিপত্তি ঘটিয়েছে প্রতিপক্ষ। ম্যাক আর ঘোড়াটার মাঝে রয়েছে সে। ওর মতলব বুঝতে পেরেছে লোকটা হয়তো। কাজেই ম্যাককে ঘোড়ার কাছে কিছুতেই পৌঁছুতে না দেয়ার পণ করেছে সে।

এদিকে নিজের বুলেটের ভাণ্ডার নিয়ে চিন্তায় পড়েছে ম্যাক। আর গোটা ছয়েক রাউণ্ড অবশিষ্ট রয়েছে। শেষকালে বুলেটের অভাবে বুলেটবিদ্ধ হয়ে মরতে না হয়।

সন্তর্পণে পিছু হটল ম্যাক। পিছনে গিরিখাদের কর্কশ খাড়া দেয়াল। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও। দেয়াল বেয়ে ক্যানিয়নের ওপরে উঠতে পারলে প্রাণ বাঁচানোর একটা উপায় পাওয়া যেত। দেয়ালটা খাড়া হলেও খানাখন্দে পূর্ণ। টেনে হিঁচড়ে উঠে যাওয়া অসম্ভব হবে না হয়তো।

বোল্ডারের ওপাশে রয়েছে প্রতিপক্ষের একজন। অন্য লোকটা কোথায় ঘাপটি মেরেছে কে জানে। যে কোন মুহূর্তে হাজির হতে পারে সে। নিশ্চয়ই ওকে পাকড়ানোর কোন বুদ্ধি বের করে ফেলেছে ব্যাটা এতক্ষণে।

টিকটিকির মত দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল ম্যাক। অত্যন্ত কষ্টকর কাজ। প্রায় অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খাঁজ গর্ত খুঁজে পা রাখতে হচ্ছে। ইচ্ছে না থাকলেও একটু আধটু শব্দ হয়েই যাচ্ছে।

একটু পরেই বুঝল ও, বোল্ডারের ওপাশের অস্ত্রধারীও দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠছে। তারও নিশ্চয়ই শব্দ হয়ে যাচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ম্যাকের চেয়ে একটু বেশিই শব্দ হচ্ছে তার। তাড়াহুড়ো করছে লোকটা। আগেই ওপরে উঠে ওর জন্য অপেক্ষা করতে চায়।

ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলোয় পড়ার দশা হলো ম্যাকের খানিক বাদে অপর লোকটা দৃশ্যপটে আবির্ভূত হতে। চাপা স্বরে মরগানকে ডাকল সে একবার। সঙ্গীর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘাবড়ে গেছে আলফ্রেড। গলার কাছে তিক্ত স্বাদ অনুভব করল ম্যাক। যা আশঙ্কা করেছিল তাই হয়েছে। ওর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে আলফ্রেড নয়, মরগান।

চুপ হয়ে আছে মরগান। মনে মনে নিশ্চয়ই ধুমসে গাল পাড়ছে আলফ্রেডকে বেকুবের মত কাজ করায়। সামান্য অপেক্ষা করে আবার ডাকল আলফ্রেড। এবারও নীরব মরগান।

এদিকে নড়তে পারছে না ম্যাকও। দেয়ালের খাঁজে আঙুল গুঁজে কোনমতে ঝুলে আছে। খুলে আসতে চাইছে আঙুলগুলো। ব্যথায় টনটন করছে কাঁধের পেশী। এই অবস্থায় অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়। রেমিংটনটা রয়েছে ওর দু'সারি দাঁতের ফাঁকে। দেয়াল বেয়ে ওঠার আওয়াজ পেয়ে আলফ্রেড যদি উঁকি দেয় তাহলেই সব শেষ।

সম্ভবত একই ভয়ে নীরব রয়েছে মরগানও। কথা বলতে গেলে

নিজের অবস্থান ম্যাককে জানিয়ে দেয়া হয়। কথা না বলে দেয়াল বেয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করলে সেইম সাইড হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অন্ধকারে ম্যাক ভেবে তাকে গুলি করে বসতে পারে আলফ্রেড।

দেখা যাচ্ছে, শত্রু-মিত্র দু'পক্ষের জন্যই একটা বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে আলফ্রেড।

আচমকা স্বস্তির ঢেউ বয়ে গেল ম্যাকের শিরদাঁড়া বেয়ে। যে পথে ও এসেছে, সে পথে ফিরে যাচ্ছে আলফ্রেড। হয়তো মরগানকে খুঁজতে যাচ্ছে। মরগান খুবই কঠিন ধাতুতে তৈরি মনে হচ্ছে। হাল ছাড়ার নাম করছে না ব্যাটা। জো অথবা টাটল লোকটার ভাই কিংবা বন্ধু কিনা লোকটা কে জানে?

বিপদটা হঠাৎ করেই এল।

বোল্ডারের আড়াল ফুরিয়ে যেতেই লোকটার মুখোমুখি হতে হলো ম্যাককে। আর হাত দু'য়েক উঠতে পারলেই গিরিখাদের ওপরে ওঠা যেত। কিন্তু বিশাল হলেও বোল্ডারটার দৈর্ঘ্য ছাদের হাত দুয়েক আগেই শেষ হয়েছে। দেখা গেল, একই সমান্তরালে সমান দ্রুততার সাথে উঠেছে দু'জন।

অন্ধকার অনেকখানি হালকা এখানে। মাথার ওপর তারাজ্বলা আকাশ। মরগানের বাম হাত সজোরে খাঁজ আকড়ে ধরল। অন্যহাত অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে। কি ঘটতে চলেছে বুঝতে বাকি রইল না ম্যাকের। ভাবনা-চিন্তার জন্য সামান্যই সময় পেল ও।

ডান হাত ওপরে উঠে এল মরগানের। এবং গুলি করল সে।

আর্তচিৎকার করে উঠল ম্যাক। ছেড়ে দিল খাঁজ আটকে থাকা আঙুলগুলো। সরাসরি নিচে পড়তে শুরু করল ওর দেহ। আছড়ে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। শুকনো ঝোপ খড়মড় করে উঠল।

নিচে পড়ার আগেই দু'হাতে মাথা জড়িয়ে ধরেছে ম্যাক। এমন

কোন উচ্চতা থেকে পতন ঘটেনি যে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটতে পারে। নিচের ঝোপটার কথা মনে পড়তেই ফন্দিটা মাথায় এসেছে ওর। মরগান যখন অস্ত্রের উদ্দেশে হাত বাড়াল তখন তাকে গুলি করা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। স্রেফ আঁচড়ের মত একটা খাঁজে আঙুল সেঁধিয়ে ঝুলছিল ও।

মরগানকে ধোঁকা দেবার বুদ্ধিটা বিপদে পড়েই মাথায় এসেছে ওর। মরগান গুলি করার মুহূর্তে ইচ্ছে করেই আর্তচিৎকার করে নিচে ঝাঁপ দিয়েছে ম্যাক। যাতে মরগান ভাবে, গুলি খেয়েছে ও। আসলে লাগেনি।

নিচের ঝোপটা শুকনো হলেও কঠিন পাথরে বাড়ি খেয়ে শরীর থেঁতলে যাবার হাত থেকে ওকে রক্ষা করল। হাত দিয়ে মাথা মুড়ে নেয়ায় আঙুলের গাঁটে বাড়ি লাগলেও মাথা বাঁচল। নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল ম্যাক।

দীর্ঘ নীরবতা। কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না প্রতিপক্ষের। ক্রমশ লম্বা হচ্ছে প্রতীক্ষার প্রহর। নীরবতাকে শয়তানের পদশব্দ বা দেবতার হার্পের মৃদু মধুর গুঞ্জন কোনটাই মনে হচ্ছে না ওর। কায়দামত বাগে পাচ্ছে না ম্যাক ওদের কাউকে। পেলে ঝামেলা এখনই চুকিয়ে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দু'পক্ষই শিকারী হতে চায়। শিকার নয়।

ধীর গতিতে সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে ওঅশের ঠোঁটের কাছে চলে এল ম্যাক। আশা করছে আচমকা এখানে চলে আসবে না প্রতিপক্ষের কেউ। সম্ভবত অশ্বারোহী লোকটা অর্থাৎ আলফ্রেডই ছিল এখানকার দলটার শেষ সদস্য। ঘোড়া দেখাশোনার ভার ছিল খুব সম্ভব তার ওপর। সেক্ষেত্রে, আন্দাজ করল ম্যাক, ঘোড়াগুলো বাইরের দিকের কোন খাঁজে লুকোনো রয়েছে। সম্ভাবনাটা একটা ফন্দির জন্ম দিল ম্যাকের মগজে।

হালকা শব্দ উঠল নুড়ি ঠোকাঠুকির। উৎকর্ণ হয়ে উঠল ম্যাক। সময় হয়ে গেছে। অন্ধকারের গায়ে একটা কাঠামো প্রতীক্ষার অবসান ঘটাল

ওর। নেমে এসেছে মরগান। সরেজমিন তদন্ত করতে চায়। না মরে থাকলে নিশ্চিত করবে ম্যাকের মরণ। বিশাল আকৃতি মরগানের।

তার এগোনোর ভঙ্গি দেখেই বুঝল ম্যাক, তার সঠিক অবস্থান জানা নেই মরগানের। সতর্ক ভঙ্গিতে মাপা পায়ে এগিয়ে এল মরগান। তারপর বোল্ডারটা ঘেঁসে এগোল। সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছে। 'লাশ' খুঁজছে।

আচমকা স্থির হয়ে গেল মরগান। বড় করে শ্বাস টানল, 'লাশ' খুঁজে পেয়েছে। পাথরের মূর্তির মত পড়ে আছে ম্যাক। বুকের কাছে উঠে আছে একটা হাত। মুঠোয় রেমিংটনটা ধরে রেখেছে। বুকের ভেতর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড।

হঠাৎ করে চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেল মরগার। কোন আওয়াজ হলো না। গড়ান দিয়ে আরেক পাশে সরে গেল ম্যাক। আস্তে করে উঠে বসল। লোকটার সম্ভাব্য অবস্থান অনুমান করে রেমিংটন তাক করে হাঁটু গেড়ে বসল।

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল ম্যাক। পাত্তা নেই লোকটার। ধরণী অকস্মাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে লোকটাকে গ্রাস করেছে যেন। নাকি ওর মতই ব্যাটা ওকে নিয়ে ইঁদুর বেড়াল খেলছে? মেজাজ গরম হয়ে ওঠার মত আইডিয়া। উঠে দাঁড়াল ম্যাক। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মরগান। আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি। তারকার ক্ষীণ আলোয় কালচে তরল পদার্থের একটা পুকুর দেখা গেল লোকটার ডান কাঁধের কাছে।

মনের মধ্যে বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল ম্যাকের। নতুন কোন গুলির শব্দ তো শোনেনি ও। তাহলে কি করে আহত হলো লোকটা? এটা কি একটা ফাঁদ? হতেও পারে। কাঁধে ক্ষত সৃষ্টি হবার অর্থ এই নয় যে, লোকটা মারা গেছে। কিন্তু যে হারে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে বা এখনও হচ্ছে, তাতে…।

ফাঁদই।

দোটানায় পড়ে যাওয়াতে অনেক পরে সেটা টের পেল ম্যাক। লোকটার পাশে পড়ে আছে তার রাইফেল। নিচু হয়ে ওটা তুলতে যেতেই আঘাতটা এল। বিদ্যুৎ গতিতে বাঁ হাতে ওটা তুলেই নামিয়ে আনল লোকটা ম্যাকের মাথা লক্ষ করে। মাথাটা বাঁচানোর চেষ্টায় একপাশে কাত হয়ে গেল ম্যাক। ফলে বাড়িটা মাথায় না পড়ে ডান কাঁধের ওপর পড়ল। পলকের জন্য মনে হলো ডান হাতটা নেই। কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। টলমল করে এক পা পিছিয়ে গেল ম্যাক।

সামলে ওঠার আগেই আবার রাইফেলের বাঁট এগিয়ে আসতে দেখল সে। এবার আর নিজেকে সহজ শিকারে পরিণত হতে দিল না ম্যাক। মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিল। সেই সঙ্গে রেমিংটনের বাঁটটা সবেগে চালাল নিচের দিকে। লোকটার চোয়ালে আঘাত করল সেটা। নিজেই আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত বলে যুৎসই গোছের হলো না ম্যাকের প্রতি আক্রমণ।

রাইফেল ছেড়ে দিয়ে ঘুসি মারল লোকটা। ম্যাকের হাঁটুর নিচে লাগল ঘুসিটা। যদিও বিশেষ ক্ষতি হলো না তাতে। কিন্তু আঘাতের কথা ভুলে লোকটাকে ডান হাতে ঘুসি মারতে গিয়ে নিজেই কাঁধে ব্যথা পেল ম্যাক। গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। এবার সবুট লাথি চালাল সে ম্যাকের দুই উরুর সংযোগস্থল লক্ষ্য করে। লাথিটা ওখানে লাগলে হয়ে গিয়েছিল। চকিতে কাত হয়ে উরুর পাশে আঘাতটা গ্রহণ করল ম্যাক। লাথিটায় শক্তি ছিল বেশ। আরেকটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল ও। কোন মতে টলমল করে সোজা হলো। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ওর থুতনিতে গুঁতো লাগাল মরগান। মনে হলো ম্যাকের, হাড় না ভাঙলেও চিড় ধরেছে নিঃসন্দেহে।

প্রায় একই সময়ে লাথিও চালিয়েছিল লোকটা। থুতনির শোক ভুলে পা-টা ধরে ফেলল ম্যাক। সঙ্গে সঙ্গে হাতে কাঁকড়া বিছে কামড় দেয়ার

মত যন্ত্রণা অনুভূত হলো। লোকটার চিনহুয়া স্পার গেঁথে গেছে তালুতে। কিন্তু ছাড়ল না ম্যাক। পা ধরে মোচড় দিয়ে ভারসাম্য নষ্ট করে দিল লোকটার। তারপর আচমকা ছেড়ে দিল পা-টা। দড়াম করে নিরেট পাথুরে মেঝেতে পড়ল মরগান।

অন্তত খানিকের জন্য অবসর পাওয়া গেল। দ্রুত ছিটকে পড়া রেমিংটনটা খুঁজল ম্যাক। কাজের ফাঁকে লোকটার দিকে নজর রাখছে ও। উঠে বসার চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু রাইফেলটা তার আশেপাশে নেই। সম্ভবত ছিটকে পড়েছে কোথাও।

খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল ম্যাক। পর মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আনন্দ। তারার আলোয় চকচকে ইস্পাতের ঝিলিক লুকোনো থাকেনি। ছুরি ধরা হাতটা পেশাদার ছোরাবাজের মত কাঁধের কাছে তুলল মরগান।

ঝাঁপ দিল ম্যাক। র‍্যাটল স্নেকের মত ওর হাত ছোবল মারল মরগানের ছুরি ধরা হাতের ওপর। এতক্ষণে ডান হাতে খানিকটা সাড়া ফিরেছে ওর। যথা সময়েই ফিরেছে বলতে হবে। দু'হাতে লোকটার কব্জি চেপে ধরে পিছনে ফিরল ম্যাক। তারপর পিঠের ওপর দিয়ে উল্টে এনে আছড়ে ফেলল তাকে মাটিতে।

ব্যথার চোটে 'উহ্', 'আহ্' করে ফোঁপাতে শুরু করল মরগান। কিন্তু হাল ছাড়ল না এতকিছুর পরও। ওই অবস্থায়ই হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। হাতের ছুরিটা আছাড়ের সময় কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। দু'হাত জড়ো করে ভয়াবহ এক রদ্দা মেরে বসল ম্যাক মরগানের ঘাড়ে। একতাল কাদার মত ভূমিশয্যা নিল লোকটা। পড়েই থাকল। জ্ঞান হারিয়েছে।

ঝাড়া তিন মিনিট বিশ্রাম নিল ম্যাক। যখন উঠে দাঁড়াল তখনও শ্রান্তিতে গা কাঁপছে। রেমিংটনটা খুঁজে নিয়ে হোলস্টারে পুরল। এবার

অন্য লোকটার কথা ভাবতে হয়। চারপাশে যদ্দূর সম্ভব সজাগ দৃষ্টি রেখে ঘোড়াটা খুঁজে বের করল ও। সারা শরীরে ব্যথা। নড়াচড়ায় ঘাড়ের ব্যথাটা চেগিয়ে উঠেছে আবার।

সাবধানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শক্ত হয়ে বসল ম্যাক। তারপর অন্য ঘোড়াগুলো খুঁজে বের করায় মন দিল। সতর্কই রয়েছে ম্যাক। কিন্তু আলফ্রেডের টিকিটিরও দেখা পাওয়া গেল না। কোথায় ম্যাককে খুঁজে বেড়াচ্ছে কে জানে? নাকি মরগানের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে তাকে মৃত ধরে নিয়ে ভয়ে পালিয়েছে?

স্টোর হাউসের কাছে পৌঁছে গেল ম্যাক। প্রায় প্রতিটি জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। সবাই নিশ্চয়ই ওঅশে গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছে। উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। অবাক এবং উৎকণ্ঠিত হবে মরগান এবং আলফ্রেডও যখন স্টকের একটা ঘোড়াও খুঁজে পাবে না। যখন বুঝবে পায়ে হেঁটে দুস্তর মরু পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই তাদের। তখন কেমন লাগবে দস্যু দু'জনের? দশটা ঘোড়া খুঁজে পেয়েছিল ম্যাক ওখানে। তার ন'টাকেই ছেড়ে দিয়েছে।

ওহ্ ঈশ্বর, দলটাতে ক'জন লোক আছে? এবারলি আর ম্যাডার রয়েছে স্টোর হাউসে। গিরিখাদে ছিল চারজন। তারমানে ওই দলের অন্তত আরও চারজন লোক রয়েছে। অন্তত ঘোড়ার হিসেব তাই বলে। কোথায় তারা? স্টোরে? নাকি অন্য কোথাও লুকিয়ে রয়েছে? এমনও হতে পারে ওগুলো বাড়তি ঘোড়া।

আলফ্রেডই নিশ্চয়ই ঘোড়াগুলোর একমাত্র পাহারাদার ছিল। কারণ, মরগান অজ্ঞান হতে এবং আলফ্রেড উধাও হতে ঘোড়ার কাছে আর কোন লোক দেখেনি ও।

স্টোরের কয়েকশো গজ দূরে ঘোড়া থেকে নামল ও। নিতম্বে চাপড় লাগাতেই ছুটে চলে গেল শত্রুপক্ষের শেষ ঘোড়াটা। স্বাধীন। তবে এ হলো না খেয়ে মরার স্বাধীনতা। কে জানে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে

ঘোড়াটা ছুটে পালাতে অস্বীকৃতি জানাত কি না?

যন্ত্রণায় টনটন করছে ম্যাকের ঘাড়-মাথা। এক্ষুণি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে মাটিতে। কিন্তু সামনে অনেক কাজ। এরচেয়ে কঠিন সময় রয়েছে হাতে। জঞ্জাল সাফ করার কাজটা বরাবরই কঠিন।

দেয়ালের কাছে পৌঁছে মৃদু শিস বাজাল ম্যাক। সঙ্গে সঙ্গে জুলির মাথা দেখা গেল। অন্ধকারে জুলির দৃষ্টি পরিষ্কার বোঝা না গেলেও এটুকু বুঝতে কষ্ট হলো না ম্যাকের, ওই চোখে একরাশ উদ্বেগের পর অপরিসীম স্বস্তি ফুটে উঠেছে।

'কে ওখানে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মেয়েটা। সত্যিই ম্যাক কিনা নিশ্চিত হতে চায়।

'ম্যাক।' ছাদের কারনিস লক্ষ্য করে লাফ দিল ও। ধরে ফেলল কারনিসের কোণ। তখনই মেয়েটাকে কিছু বলতে শুনল। মনে হলো মেয়েটা বলল, 'পালাও।'

'কিছু বললে?' ঝুলতে ঝুলতে জিজ্ঞেস করল ম্যাক।

'শিগগির পালাও, ম্যাক।'

আহত হাতের ওপর শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে মেয়েটার মুখ দেখতে চাইল ও। হতভম্ব বোধ করছে। মেয়েটা ঠাট্টা করছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে।

'কি ব্যাপার, জুলিয়া?'

'ঈশ্বরের দোহাই, পালাও তুমি, কোন প্রশ্ন কোরো না। কিছু জানি না আমি।'

এবার আর সন্দেহ রইল না, ঠাট্টা করছে না জুলি। কারনিসের ওপর একটা পা তুলে ফেলল ও।

'কি করছ তুমি?' আতঙ্কিত স্বর শোনা গেল জুলির।

'আমি আসছি।'

'না।'

'ব্যাপারটা খোলাসা হওয়া দরকার। খামোকা নিশ্চয়ই পালাতে বলতে পারো না তুমি আমাকে। কি হয়েছে জানতে হবে আমাকে।'

'না।'

ফের দাঁতে চাপা পড়া অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল মেয়েটার। পাত্তা দিল না ম্যাক। জিনিসটা দেখতে দেরি করে ফেলল ছাদে ওঠার তাড়ায়। নিকষ কালো একটা ধাতব বস্তু মেয়েটার হাতে। রিভলভার। বাঁটটা নেমে এল ম্যাকের কানের পাশে। আকাশ ভেঙে পড়ল যেন মাথায়।

ছাদে ওঠা হলো না। ঝুপ করে নিচের বালুতে আছড়ে পড়ল ম্যাকের অজ্ঞান দেহ।

আট

গুলির আওয়াজ শোনা মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জ্যাক শ'। কিছুই পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে না। অথচ সবদিক ভেবে বহু যত্নে এই পরিকল্পনা করেছিল সে। এত দিনের অভিজ্ঞতা এই লাইনে। তারপরেও সামান্য কাজটা কেঁচে যেতে বসেছে কি কারণে কে জানে? নাহ্, যথেষ্ট হয়েছে। এবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে প্রকাশ্যে হাল না ধরলে ডুবিয়ে ছাড়বে তাকে হাঁদারামগুলো। কুটিল বুদ্ধির কারণে গত দশ বছর ধরে অপরাধ জগতের একচ্ছত্র অধিপতি সে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, সাগরেদদের একজনও ওস্তাদের গুণ পায়নি।

মাইনারদের নিখুঁত নিশানার জন্যে সনোরায় কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি। নইলে ওখানে ঝামেলাটা সেরে ফেলতে পারলেই সবদিক থেকে ভাল

হত। তা যখন হলো না, হা-হুতাশ করে আর কি হবে। তাই অনেক মগজ খাটিয়ে এই দ্বিতীয় উপায় বের করতে হয়েছে জ্যাক শ'কে। এখন দেখা যাচ্ছে সেটাও ভেস্তে যেতে বসেছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ম্যাক শালা। সারাক্ষণ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে স্টোর হাউস। সব জায়গায়, সব কাজে ওর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। ব্যাটার মতলবখানা পরিষ্কার ধরা যাচ্ছে না। মালপানির ভাগ চাওয়ার মতলবে রয়েছে কিনা কে জানে? উটকো ঝামেলাটা সরিয়ে ফেলা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু সরাবে কে? শালাকে দেখলেই বোঝা যায় চালু মাল। লাগতে গেলে হাত পা গুটিয়ে থাকবে না।

ড্রাই ওঅশে গুলি বর্ষণ যখন শুরু হলো, তখন স্টোর হাউসের পেছনটা পাহারা দিচ্ছে জ্যাক। ওখানে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছিল আসলে। অনাকাঙ্ক্ষিত আওয়াজগুলো শুরু হতে পরিস্থিতির দাবি বুঝতে ভুল করেনি সে। সোজা এবারলি আর ম্যাডারের কামরায় চলে গেছে।

পর্দা ফাঁক করতেই দেখল তার দিকে তাকিয়ে আছে এবারলি আর ম্যাডারের রিভলভারের নল।

'হয়েছে,' ঝামটা মারল সে। 'আমার দিকে ওগুলো উল্লুকের মত তাক করে না রেখে কাজের কাজ করো। এক্ষুণি হলরুমে চলে যাও। অ্যাকশন শুরু করতে হবে। তোমাদের দরকার হবে আমার।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুই দুর্বৃত্তের চোখ। কাঁধের ব্যথা রাতারাতি ভুলে 'ইয়াহু' বলে ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছাড়ল ম্যাডার।

হলরুমে ফিরে গেল জ্যাক শ'। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো। প্রধান দরজা বন্ধ। তার সামনে বসে আছে জোনস। হাতে একটা ডবল ব্যারেল শটগান।

দৃশ্যটা মোটেও পছন্দ হলো না জ্যাকের। শটগান নামক মারাত্মক বস্তুটি কেবল তার নিজের হাতে রাখতেই পছন্দ করে সে। অন্যের

হাতে ও জিনিস থাকলে নিজেকে তার নিরাপদ ভাবতে কষ্ট হয়।

'গুলির আওয়াজ শুনেছ?' জানতে চাইল জোনস।

'হ্যাঁ।'

'এর মানে কি?' হতবিহ্বল দেখাচ্ছে জোনসকে।

'শিগগিরই জানতে পারবে আশা করি,' কেমন অন্য রকম শোনাল জ্যাকের স্বর।

ভুরু কুঁচকে উঠল জোনসের । কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে ছাদের সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছে জ্যাক। খুঁজেপেতে ছাদের এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে থাকা মেয়েটাকে আবিষ্কার করল সে। অন্ধকার মরুর দিকে তাকিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল জ্যাক। টান মেরে নিজের দিকে ঘোরাল তাকে।

প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল জুলি। 'কি ব্যাপার?' রুক্ষস্বরে জানতে চাইল।

'সে তো তোমার মুখ থেকে শুনবো বলে এসেছি। এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছিলে যে জলজ্যান্ত একটা মানুষ এলাম টেরই পেলে না? ম্যাক ছিল না এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সে?'

'সে খবর আমি জানি ভাবছ কেন?'

'ভাবার মত কারণ ঘটিয়েছ বলেই ভাবছি।'

'কি বোঝাতে চাও?' ফুঁসে উঠল জুলি।

'ঠিক যা বুঝেছ তুমি,' হাসছে না জ্যাক।

আবার গুলির আওয়াজ ভেসে এল। এবার পরিষ্কার বোঝা গেল, গিরিখাদ থেকেই আসছে আওয়াজটা। মুহূর্তের জন্য হতভম্ব বোধ করল জ্যাক শ'। ঘটছে কি এসব?

পর মুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করল সে। কি ঘটেছে

বোঝাই যাচ্ছে। যদিও কেন তা পরিষ্কার নয়। মুষড়ে পড়ার আপাতত তেমন কিছু নেই। ম্যাক মাত্র একজন মানুষ। এতগুলো পেশাদার লোকের বিরুদ্ধে সে একা কি-ই বা করতে পারবে? তার উদ্দেশ্য যা-ই হয়ে থাকুক এক্ষেত্রে সেটা হাসিলের কোন সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে জ্যাক স্বয়ং যেখানে উপস্থিত।

'ম্যাক ওখানে, তাই না?' এবার সরাসরি প্রশ্ন করল জ্যাক।

সামান্য চমকে উঠল মেয়েটা। কিন্তু বলল না কিছু। কান পেতে গোলাগুলির আওয়াজ শুনছিল। জুলির চমকে ওঠাতেই নিজের প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল জ্যাক শ'। 'তার মানে,' বলে চলল জ্যাক। 'লোকটা এখানে ছিল, তোমার সাথে। পরে ওদিকে গেছে ওর নোংরা নাকটা ঘষতে। তাই না?' থেমে গেল গুলির আওয়াজ। 'কখন ফিরবে বলেছে?'

'চলে গেছে ও,' তীব্র কণ্ঠে বলল জুলি। 'ফিরে আসবে বলছ কেন? আর আসবে না ও।'

'আসবে, আসবে।' মুচকি হেসে সবজান্তার মত মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। 'বেঁচে থাকলে ফিরবে ম্যাক রেমিংটন। আর ওখানেই কেল্লা ফতে হয়ে গিয়ে থাকলে তো কথাই নেই।'

স্থির চোখে তাকাল জুলি। 'ওকে খুন করতে চাও তুমি।'

'চাই,' মিষ্টি হেসে জানাল জ্যাক।

'অসম্ভব, তুমি বিনা কারণে একজন মানুষকে...'

'অকারণে মানুষ খুন করার অভ্যেস আছে আমার। আর ম্যাক ব্যাটাকে তো খুন করা রীতিমত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে সেখানে নাক গলানোর বদভ্যাস আছে শালার।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই। শালা গিরিখাদ থেকে জ্যান্ত ফিরে এলে সিগন্যাল দেবে তুমি। তারপর বাকি কাজ ম্যাডারই করতে পারবে।'

'আমার কাছ থেকে কোন সাহায্যের আশা করে থাকলে ভুল করবে।'

'সেটা সময় মত দেখা যাবে। আমার হুকুম শুনে রাখো কেবল। ও ফিরে এলে পাহারার কাজ বাদ দিয়ে ওকে নিচে নিয়ে যাবে কোন ছুতোয়। তারপর বাকিটা ম্যাডার দেখবে। খোলা জায়গায় খুন খারাবি পছন্দ করি না আমি। বুঝেছ?'

শিউরে উঠল মেয়েটা।

'থিয়েটারের নায়িকাদের মত ঢং কোরো না,' ধমক দিল জ্যাক শ'। 'মনে রেখো লাভটা বিরাট। কাজ সারতে পারলে বখরা তুমিও পাবে। তখন ম্যাক রেমিংটনের চেয়ে অনেক সুপুরুষ তোমার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করবে। হৃদয় নয় পকেট নিয়ে মাথা ঘামাও। ওটাই বুদ্ধিমতির লক্ষণ। প্রেম-প্রীতির জন্য বাঁচে-মরে ছিঁচকাঁদুনে ভোঁতা বুদ্ধির মেয়েরা। তোমাকে তাদের দলে ফেলতে চাই না আমি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচে নেমে গেল জ্যাক শ'। পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল জুলি।

ওদিকে হলরুমে অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে ম্যাডার আর এবারলি। ভেতরে ঢুকে জোনসের হতবুদ্ধি চেহারা দেখতে পেল জ্যাক। তাকে দেখে আশার আলো জ্বলে উঠল স্টোর মালিকের চোখে। 'কি ঘটছে এসব?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল সে। 'এই লোক দুটো এখানে···।'

পাত্তা না দিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেল জ্যাক। কপাট খুলে বাইরে উঁকি দিল। ফের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। জানালা বন্ধ করে জোনসের কাছে এগিয়ে এল সে। জোনসের শটগান এখন ম্যাডারের হাতে রয়েছে। প্রথম সুযোগেই ওটা কেড়ে নিয়েছে সে স্টোর মালিকের হাত থেকে।

স্টোর মালিকের গায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে সেঁটে এল জ্যাক। তার কানের পাশে রিভলভারের নল ঠেকাল। আতঙ্কে বলের আকার ধারণ

করল জোনসের চোখ। 'যা বলছি মন দিয়ে শোনো,' লোকটাকে খানিকক্ষণ ভয়ে ঘামতে দিয়ে মুখ খুলল জ্যাক। 'এক কথা দু'বার বলব না আমি। এখন থেকে যা বলব, ছুটে গিয়ে তালিম করবে। এই মুহূর্ত থেকে তুমি আর এই স্টোর হাউসের মালিক নও। অন্তত যতক্ষণ না আমি আর আমার লোকেরা চলে যাচ্ছি।'

'তুমি আর তোমার লোকেরা মানে?'

'চোপ, আহম্মকের মত প্রশ্ন কোরো না। চোখের সামনে দেখেও যে বুঝতে পারে না এমন রাম ছাগলের সাথে বাকোয়াজ করতে চাই না আমি। এমন হাঁদা হয়ে ব্যাটা উল্লুক তুমি বাচ্চার বাপ হলে কি করে?'

অপমানে লাল হয়ে উঠল স্টোর মালিকের মুখ। 'এভাবে যা খুশি তাই বলতে···।'

রিভলভারের নলটা নামিয়ে জোনসের মেরুদণ্ডে খোঁচা দিল জ্যাক। চুপ মেরে গেল জোনস। ব্যথায় মুখের রঙ নীল হয়ে গেছে।

'এবারলি, ব্যাটার বউ বাচ্চাদের এখানে হাজির করো। আর ওই বাবরি দোলানো মেয়েলি টিম ছোকরাটাকেও এখানে চাই।'

'ঈশ্বরের দোহাই, আমার পরিবারকে এসবের মধ্যে টেনে এনো না। যা বলবে তাই করব। কিন্তু শিশু আর মেয়েদের এসবের বাইরে রাখো।'

'তোমাকে চুপ থাকতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। পরামর্শটা না শুনলে নিজেরই ক্ষতি করবে। তুমি সোজা হয়ে চললে তোমার বউ-বাচ্চার ক্ষতি হবে না। কিন্তু বেচাল করেছ কি খতম হয়ে যাবে ওরা। প্রয়োজনে মেয়ে বা শিশুদের গায়ে হাত তুলতে দ্বিধাবোধ করি না আমি, কথাটা মনে রাখলে নিজেরই উপকার হবে তোমার।'

মুচকি হেসে ঘুরে দাঁড়াল এবারলি। রক্ত সরে গেছে জোনসের মুখ থেকে। নীরবে বসে রইল সে। ঘন ঘন কিচেনের দরজার দিকে

তাকাচ্ছে।

মিনিট দশেক পর ফিরে এল এবারলি। প্রথমে ঢুকল টিম ম্যাকফরসন। হাত দিয়ে অবিন্যস্ত চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে এল সে। চোখে ঘুম লেগে আছে। 'কি হয়েছে? এত রাতে তলব কেন? বাইরে গুলির আওয়াজ শুনলাম যেন একবার।' বলতে বলতে এগিয়ে এল। তারপরই জ্যাকের হাতে রিভলভার দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হলো, হঠাৎ কোন দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। তারপর ম্যাডারের ওপর থেকে ঘুরে এল তার হতবাক দৃষ্টি। রক্তক্ষরণে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ম্যাডারের মুখ। কাউন্টারের ওপর বসে আধ বোজা চোখে তাকিয়ে আছে সে। ক্ষুধার্ত শার্দূলের মত দেখাচ্ছে তাকে।

'দড়ি নিয়ে এসো,' হুকুম দিল জ্যাক। 'বেঁধে ফেলে রাখো ব্যাটাকে।'

মিসেস রিডকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা ঘুম জড়ানো চোখে ইতিউতি তাকাচ্ছে। তাদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই দড়ির খোঁজে অদৃশ্য হলো এবারলি।

দেখা গেল, মহিলা স্বামীর চেয়ে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি বেশি রাখে। ঘরে ঢুকে স্বামীর রক্তশূন্য চেহারা, এবং জ্যাক আর ম্যাডারের হাতে অস্ত্র দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল সে। তারপর যতখানি মুখ ফাঁক করা যায় ততখানি হাঁ করে চিৎকার জুড়ল। তার বদ্ধমূল ধারণা স্টোরের সবকিছু লুটপাট করার জন্যেই মাঝরাতে অস্ত্র উঁচিয়েছে জ্যাক এবং ম্যাডার।

জ্যাকের উদ্দেশে গুণ্ডা, বদমাশ, গলা কাটা ডাকাত ইত্যাদি গালাগাল সমানে চালিয়ে যেতে লাগল সে। জ্যাকের চাপা স্বরের হুমকি কানেই ঢুকছে না। মহিলাকে থামানোর জন্য বাধ্য হয়ে জোনসের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে তার খুলি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিতে হলো। এবার চিৎকার বন্ধ হলো তার। ছেলে-মেয়েদের জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে

কাঁপতে থাকল সে। ইতিমধ্যে নিজের রিভলভারও হাতে নিয়েছে এবারলি। স্টোর মালিকের ছেলে দুটো চোখ গরম করে তাকিয়ে রইল তিন অস্ত্রধারী দস্যুর দিকে।

দড়ি নিয়ে এগোল এবারলি। প্রথমে জোনস আর টিমকে আলাদাভাবে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর দু'জনের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে একসাথে বাঁধল। কাউন্টারের ওপাশে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল দু'জনকে।

প্রতিবাদ করে চিৎকার জুড়েছিল টিম। কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে কিছু করল ম্যাডার, চুপ হয়ে গেল সে। টুঁ শব্দও করছে না জোনস। ছেলে-মেয়েদের সামনে অপদস্থ হবার ভয়েই হয়তো। কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়ে ম্যাডারের গায়ে লাথি চালাল জোনসের ছোট ছেলে, জবাবে রিভলভারের নল দিয়ে তার গালে খোঁচা মারল ম্যাডার। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় কান্না জুড়ে দিল ছেলেটা। গাল ছড়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার।

'মিসেস রিড,' বলল জ্যাক, 'তোমার বাচ্চাদের নিয়ে ওই কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। ঘুমোতেও পারো ইচ্ছে হলে। কিন্তু কোন ট্যাঁ ফোঁ সহ্য করব না আমি। বেচাল দেখলেই তোমার বাচ্চাদের কেউ জখম হবে। প্রথমেই ব্যথা পাবে তোমার সুন্দরী শেরি। ওকে কষ্ট দিতে ভালই লাগবে ম্যাডারের।'

রক্ত চক্ষু করে চিৎকার করে উঠল মহিলা। 'বদমাশ, জানোয়ার! ভেবেছ কেউ তোমাকে শায়েস্তা করতে পারবে না? মনে রেখো…,'

'এর মানে কি বুঝব, ম্যাডারকে পাঠাতে হবে?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল জ্যাক শ'।

গুটিয়ে গেল মিসেস রিড। 'হা ঈশ্বর!' দুর্বল কণ্ঠে বলল মহিলা, 'এসব হচ্ছে কি? আ-আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি।'

'বলেছি তো ওই কম্বলটার ওপর বসতে পারো। নইলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে ঘর নোংরা করবে। দেখতেই পাচ্ছ, এখানে ঘর

পরিষ্কার করার লোক নেই।'

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বসের বাক্-চাতুর্যের প্রশংসা করল সাগরেদরা। সেদিকে লক্ষ নেই জ্যাকের। মন্তব্যটা করেই ভাবনায় ডুবে গেছে। গুলির আওয়াজ বহুক্ষণ হলো শোনা যাচ্ছে না। এর দু'রকম অর্থ হতে পারে। হয় পটল তুলেছে ম্যাক রেমিংটন, নয়ত এগিয়ে আসছে স্টোরের দিকে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ঠিক নয় বলেই মনে হয়। তিনজন লোককে একা খুন করে ফিরে আসা সহজ কথা নয়। তবুও সাবধানের মার নেই। তেমন কিছু হলে জুলি তো রয়েইছে ছাদে। ওর মধ্যে আচমকা ভাবাবেগ উথলে উঠতে দেখে একটু চিন্তাই হচ্ছে জ্যাকের। তবে সাত ঘাটের পানি খাওয়া মেয়ে। বখরার কথা মনে করিয়ে দেয়াতে প্রেমের কথা ভুলে যাবে ভরসা করা যায়। কোনমতে এবারের কাজটা উদ্ধার হলে হয়। তারপর দেখা যাবে, কে কত বখরা পায়। লুটের মাল এক ভাগ করাই পছন্দ জ্যাকের।

সকাল হবার আগেই এখান থেকে সোনা সহ হাওয়া হয়ে যেতে চায় সে। এখন সমস্যা কেবল ম্যাক রেমিংটন। লোকটাকে হজম না করে স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, ব্যাটা একটা বিপদ সঙ্কেত। কিন্তু সোনা কোথায় গেল? স্যাকে বালু এল কোত্থেকে? সোনার স্যাকে বালু কেন? সব ক'টা স্যাকেই যদি বালি থাকে তবে মাইনারদের কপালে খারাপি আছে। তার মানে সোনা ট্রেইলের কোথাও লুকিয়ে এসেছে তারা? কোন চিন্তা নেই, নিজেকে আশ্বস্ত করল জ্যাক, ওদেরই কেউ তাকে জানাবে কোথায় আছে সোনা।

তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই জ্যাকের। এ কাজে রীতিমত সিদ্ধহস্ত সে। কথা বলানোর অনেক চমকপ্রদ পদ্ধতি জানা আছে। বাপ বাপ করে সোনার অবস্থান উগড়ে দেবে মাইনাররা।

'ম্যাডার,' বলল জ্যাক। 'শটগান নিয়ে এ কামরার পাহারায় থাকবে

তুমি। যে যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। বোঝা গেছে?'

'অক্ষরে অক্ষরে,' আদর করে শটগানের বাঁটে হাত বোলাল ম্যাডার।

'এবারলি, তুমি কিচেনে থাকবে। আমি চাই মাইনাররা যেখানে আছে ঠিক সেখানেই থাকুক। ওখান থেকে যেন এক চুল নড়তে না পারে ওরা। প্রয়োজন না হলে গুলি কোরো না। ওদেরকে দরকার আমার।'

মাথা নেড়ে রওনা হয়ে গেল এবারলি। বিয়ারের একটা বোতল তুলে নিল জ্যাক। তারপর সামনের দরজা খুলে বাইরে চলে এল। কোরালের কাছে না গিয়ে পুরো বাড়ি চক্কর দিল সে একবার। ভোর হয়ে আসছে। একটা দুটো করে নিভে যাচ্ছে তারা। মৃদু ঠাণ্ডা তাজা বাতাস বইছে।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল জ্যাক। ফিকে অন্ধকারে কি যেন নড়ছে। ভাল করে তাকাতে বুঝল ওটা একটা দেহ। উঠে বসার চেষ্টা করছে লোকটা।

'ম্যাক?' গভীর উল্লাস গোপন করে নিচু স্বরে জানতে চাইল সে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল লোকটা। 'হ্যাঁ। জ্যাক শ'?'

'তাই। গুলির আওয়াজ শুনেছি আমি। গুলি খেয়েছ নাকি?'

'নাহ্, তবে রিভলভারের বাঁটের বাড়ি খেয়েছি মাথায়।'

জ্যাকের বাড়ানো হাত প্রত্যাখ্যান করে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল ম্যাক। দেয়াল ছেড়ে স্বনির্ভর হবার চেষ্টা করতেই টলে উঠল বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। চট করে ওকে ধরে ফেলল জ্যাক শ'। এবার আর প্রতিবাদ করল না ম্যাক।

'ঠিক আছে, এবার হাঁটো,' বলল জ্যাক। 'একেবারে যা তা অবস্থা তোমার।'

'ধন্যবাদ।'

ঘরে ঢুকে প্রথমেই আধ বেহুঁশ ম্যাকের হোলস্টার থেকে রিভলভার

তুলে নিল জ্যাক।

বিস্ফারিত নেত্রে বিধ্বস্ত ম্যাককে দেখছে উপস্থিত সবাই। ম্যাডারকে এগিয়ে আসতে ইশারা করল জ্যাক। তার হাতে ছেড়ে দিল ম্যাকের দেহ। হাত দুটো শরীরের দু'পাশে অসহায় ভাবে ঝুলছে ম্যাকের।

'কি করব এটাকে, বস্?' জানতে চাইল ম্যাডার।

'ফেলে দাও কোথাও,' তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিল জ্যাক।

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল ম্যাডার। এক হাতে সোজা করল ম্যাককে। তারপর ডান পা উঠিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল ম্যাকের নিতম্বে। ছিটকে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ম্যাক। অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল। জ্ঞান হারাল পরমুহূর্তে।

আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল শেরি আর তার ভাই বেন।

'চোপ!' চোখ গরম করে ধমক লাগাল জ্যাক শ'।

'হায় ঈশ্বর, ছেলেটাকে খুন করেছ তোমরা।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মিসেস রিড।

'জ্বি না, এখনও সামান্য বাকি আছে,' দেঁতো হেসে বিনয়ের সঙ্গে জানাল জ্যাক।

নয়

ম্যাকের জ্ঞান ফিরল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে। চোখের পাতা পর্যন্ত-ব্যথায় ভারী হয়ে আছে। বহু কষ্টে চোখ সামান্য ফাঁক করতে প্রথমেই ঝাপসা

মত একটা নারীমূর্তি দেখতে পেল ও সামনে। পর মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে ফেলল। শক্তি সঞ্চয় করে ফের তাকাল। কিন্তু সামনের ঝাপসা মত পর্দা দূর হচ্ছে না, বার কয়েক মিট মিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিল ম্যাক। এতক্ষণে সামনের মেয়েলি অবয়বটিকে চিনল ও জুলি ওয়েবার।

জোর করে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চারদিক তাকাল ও। জ্ঞান হারানোর আগের ঘটনা কিছুই স্পষ্ট মনে করতে পারছে না। কিন্তু নিজের চারপাশের বর্তমান পরিবেশের বৈরী আবহাওয়া টের পাচ্ছে বেশ। ঘাড় নাড়তে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্ক্রু দিয়ে সাঁটা রয়েছে ওটা কাঁধের সাথে। জ্যাক শ'য়ের ওপর চোখ পড়ল। ঠোঁটে এক ধরনের চাপা হাসি নিয়ে ওকে দেখছে লোকটা। হঠাৎ করেই সব মনে পড়ে গেল ম্যাকের।

কাহিনীতে কে কোন ভূমিকায় রয়েছে বুঝে ফেলল ম্যাক চট করে। আগেও যে একেবারেই বোঝেনি তা নয়। তবে অস্পষ্টতা ছিল। এখন সবাই মুখোশ খুলে স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মনে হচ্ছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেতগুলোকে সময় থাকতে আরেকটু পাত্তা দেয়া উচিত ছিল। নিরেট প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন ফাঁদে আটকে যেতে হলো। এটাকে স্রেফ নিজের বোকামি ছাড়া আর কিছু মানতে রাজি নয় ম্যাক।

অনেক বোকামি হয়েছে। নিজেকে শোনাল ও। এরপরে যে ভুল করতে যাচ্ছে সে আমি নই, মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিল রেমিংটন ম্যাক।

প্রতিজ্ঞাটা সুস্থ বোধ করতে খানিকটা সাহায্য করল ম্যাককে। ঘাড় ঘোরাতে ম্যাডারকে দেখতে পেল ও। শটগানের বাঁটে স্নেহের পরশ বোলাচ্ছে। চেহারায় কোন ভাব নেই। কেবল এক টুকরো আবছা হাসি লেগে আছে ঠোঁটের কোণে। শটগানটির মালিক বনে যাবার আনন্দেই হয়তো।

'ওর পকেটগুলো সার্চ করো, জুলি,' হুকুম দিল জ্যাক ম্যাককে

নির্দেশ করে।

হাঁটু গেড়ে ম্যাকের সামনে বসল জুলি ওয়েবার। মৃদু মাথা দোলাল ও। বারণ করছে জুলিকে সার্চ করতে। থমকে গেল জুলি।

'কি হলো?' কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল জ্যাক। খেঁকিয়ে উঠল। 'মাথায় বাজ পড়া মানুষের মত স্তব্ধ হয়ে গেলে কেন? সার্চ করবে, নাকি আমাকেই উঠে আসতে হবে? আমাকে হাত লাগাতে হলে শেষে তোমার মনের মানুষের দু'একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খোয়া যেতে পারে। তখন আমাকে দোষ দিতে পারবে না কিন্তু।'

হাসিটা স্পষ্টতর হলো ম্যাডারের। ওস্তাদের রসিকতা দারুণ মনে ধরেছে তার।

সমস্ত ব্যাপারটা ক্রমশ দানা বাঁধছে ম্যাকের চোখে। জ্যাক, ম্যাডার, জুলি এবং একটা শটগান। একদল অসহায় গিনিপিগের মত টিম, মিসেস রিড আর তার সন্তানদের ভীত চাহনি। বাকি সবাই কোথায়? ওয়ারেন্টে কার নাম বসাতে হবে সেটা এখন স্পষ্ট।

সার্চ করতে শুরু করল ওকে জুলি। সিগারেটের সরঞ্জাম, এক টুকরো রশি ইত্যাদি মেঝেতে রাখল সে। অবশেষে যা ভয় করছিল তাই হলো।

ওর মার্শাল ব্যাজ আর ওয়ারেন্টটিও বের করে মেঝেতে রাখল মেয়েটা। ব্যাজটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল জুলি। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। তার পিঠ জ্যাকের দিকে। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে ম্যাকের দিকে তাকাল সে। দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। যেন জানতে চাইছে ওগুলোর অর্থ কি?

হাসল ম্যাক। 'ওগুলো দেখাও ওকে। এখন হোক, একটু পরে হোক জানবেই ও।'

শক্ত হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিছন ফিরল। এতক্ষণ চুপচাপ থাকতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল জ্যাকের। দ্রুত পায়ে

এগিয়ে এল লোকটা। জুলির হাত থেকে ব্যাজ আর ওয়ারেন্টটা ছিনিয়ে নিল। পুরো এক মিনিট জিনিস দুটো দেখল সে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চওড়া মুখ। সেটা রাগে না ভয়ে বোঝা গেল না।

'শালা, বেজন্মা!' দাঁতে দাঁত পিষে গাল দিল জ্যাক শ'।

'খবরদার!' চাবুকের মত হিসিয়ে উঠল মিসেস রিডের কণ্ঠ। 'কচি বাচ্চারা এখানে রয়েছে। মুখ সামলে কথা বলো, তোমার ভাষা বা স্বভাব কোন কিছুই ওরা শিখুক চাই না আমি। মেয়েদের সামনে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখোনি মনে হচ্ছে?'

উপায় নেই বলে হাততালি দেয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করল ম্যাক। একটা খুনে ডাকাতকে ভদ্রতা শেখাচ্ছে মিসেস রিড। ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাতে শেরির ওপর চোখ পড়ল ম্যাকের। রক্তশূন্য মুখে ওকেই দেখছে মেয়েটা। মেয়েটাকে সাহস দিতে চোখ টিপল ম্যাক। ফল হলো উল্টো। হাসার চেষ্টা করল মেয়েটা। হাসতে গিয়ে চোখে পানি এসে গেল।

জুলির কাঁধ খামচে ধরে ঝটকা মেরে তাকে সরিয়ে দিল জ্যাক। উল্টে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল জুলি। ম্যাকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল জ্যাক শ'। 'কে তুমি? এখানে কেন এসেছ?' ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে জানতে চাইল সে।

হাসল ম্যাক। 'আমার বিশ্বাস, আমি কে তা বুঝতে পেরেছ তুমি। আর কেন এখানে এসেছি? সেটা খানিক আগে স্পষ্ট না জানলেও এখন জানি। তোমার আর তোমার সাগরেদদের কোমরে দড়ি পরিয়ে জেলখানায় ঢোকাতে এসেছি। ঝামেলাটা সেধেই আমার কাঁধে চাপিয়েছ তুমি, দেখতেই পাচ্ছ।'

রাগে জবান বন্ধ হয়ে গেল জ্যাকের। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে

রইল সে ম্যাকের চোখে। তারপর প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি মারল ওর চোয়ালে।

চিৎকার করে উঠল জুলি। আবার মারার জন্য হাত তুলেছিল জ্যাক। জুলি ধরে ফেলল হাতটা। ঝটকা মেরে মেয়েটাকে ফেলে দিতে গিয়ে নিজেই বেসামাল হয়ে পড়ল জ্যাক। ব্যথায় চোখে সর্ষে ফুল দেখছে ম্যাক। তবু বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল। সুযোগটা মিস করা চলবে না।

জ্যাকও উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। হুড়মুড় করে তার ওপর পড়ল ম্যাক। দু'হাতে ঘুসি চালাচ্ছে জ্যাক। কিন্তু ম্যাকের নিচে চাপা পড়ে যাওয়ায় সুবিধে করতে পারছে না। ছাড়ছে না ম্যাক লোকটাকে। একের পর এক ঘুসি হজম করে চলেছে ও। সেই সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে আচ্ছন্নতা কাটাতে চাইছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে এল ম্যাডার। ভাব ভঙ্গি ধীর হলেও উত্তেজনায় ছটফট করছে সে। ধস্তাধস্তি চলছে জ্যাক শ' এবং রেমিংটনের মধ্যে। শটগান তাক করে রাখাই সার হচ্ছে। জ্যাকের গায়ে গুলি লাগার ভয়ে ট্রিগার দাবাতে পারছে না সে।

আচমকা ম্যাককে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক শ'। প্রাণপণ চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল ম্যাকও। ব্যাটারিং র‍্যামের মত ছুটে গিয়ে গুঁতো মারার চেষ্টা করল জ্যাকের পেটে। চট করে সরে দাঁড়াতে গিয়ে কাউন্টারের ওপর পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল জ্যাক। ঘুসি তুলল ম্যাক। পর মুহূর্তে জমে গেল ও।

শটগানের নল তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ট্রিগার টিপে ধরা আঙুল সাদা হয়ে গেছে ম্যাডারের রক্ত সরে যাওয়ায়।

'থামো!' শান্ত গলায় হুকুম করল ম্যাডার। থামল ম্যাক। সোজা হয়ে দাড়িয়ে প্রথমে চুল ঠিক করল জ্যাক। প্রচণ্ড ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে চওড়া মুখটা। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল ম্যাকের দিকে।

একই সময়ে কারও ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল এবারলি। 'বস্, এদিকে শুনে যাও, এখুনি,' ব্যস্ত ভাবে বলল সে।

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে তার দিকে ফিরল জ্যাক শ'। শিকার ফেলে যেতে চাইছে না। 'কি হয়েছে?'

'মাইনাররা···ওরা ওখানে নেই।'

'মানে!' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল জ্যাকের।

'ওখানে নেই ওরা,' দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে অসহায় ভঙ্গি করল এবারলি। 'যেমন বলেছ তেমনি কিচেন থেকে লিয়ানটোর দিকে নজর রাখছিলাম আমি। এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাইনি। একটা খড়ের টুকরো পর্যন্ত নড়েনি ওখানে। একটু আগে হঠাৎ আমার সন্দেহ হলো। এতগুলো মানুষ এত চুপচাপ থাকছে কিভাবে? উঁকি দিতে গিয়ে দেখি খাঁচা খালি।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জ্যাক শ'। 'তুমি···মোটা গর্দভ! পাগল হয়ে গেছ নাকি?' ফিস ফিস করে বলল সে। 'ওদেরকে নজরে রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমি তোমাকে। কোথায় গেল ওরা?'

'বস্,' মুখ লাল হয়ে গেছে এবারলির। 'নজর ঠিকই রেখেছি আমি। আমার নজর ফাঁকি দিতে পারেনি ওরা। সরে পড়েছে ওরা আরও আগেই। দোষটা আমার নয়।'

'তারমানে দোষটা আমার?' খেঁকিয়ে উঠল জ্যাক শ'।

জবাব দিল না এবারলি।

'ওয়াগনটা কোথায়?' রাগ সামলে জিজ্ঞেস করল জ্যাক শ'।

'ওয়াগন!' এমন ভাবে উচ্চারণ করল এবারলি যেন শব্দটা জীবনে প্রথম শুনেছে সে।

'হ্যাঁ, ওয়াগন! মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঘিলু ফেলে দিয়ে ওখানে

গোবর পুরে দিয়েছে মাইনাররা। কোথায় ওয়াগনটা? কোরালে?'

'অ্যাঁ—হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে।'

ম্যাডারের দিকে ফিরল জ্যাক শ'। 'ম্যাকের দিকে নজর রাখো। ওকে কথা বলাতে হবে। এখানে আরও লোক দরকার। টাটল আর বাকিরা এখনও এসে পৌঁছুল না কেন?'

মুচকি হাসল ম্যাক। 'ওদের অপেক্ষায় থাকলে পায়ে শিকড় গজিয়ে যাবে তোমার। ওদের জন্য শোক উদযাপন করতে পারো তুমি।'

'মানে?' চোখের কোণ কুঁচকে জানতে চাইল জ্যাক শ'।

'ওদের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছি আমি। আর কোনদিন তোমার সাথে মোলাকাত করতে আসবে না ওরা।'

একদম খাদে নেমে গেল জ্যাকের স্বর। 'তোমাকে যখন কথা বলাব, সত্যি বলছি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করব আমি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাক। অনিশ্চিত পায়ে তাকে অনুসরণ করল এবারলি।

কিচেনের জানালা দিয়ে উঁকি দিল জ্যাক শ'। ভোরের আলো ফুটেছে বাইরে। পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে লিয়ানটো। যা মনে হচ্ছে কোরালের একটা ঘোড়াও খোয়া যায়নি। কিন্তু লিয়ানটোর গায়ে ঝুলিয়ে রাখা জিনগুলোর পাত্তা নেই। ঠিকই বলেছে এবারলি, কেটে পড়েছে মাইনাররা। কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে গেল?

লিয়ানটোতে উঁকি মারার সময় সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করল দু'জন। যদিও তার কোন দরকার ছিল না। সুনসান নির্জনতা সেখানে। স্যাকগুলো ভেতরে পড়ে থাকতে দেখল ওরা। বাঁধা মুখ খুলতেই মরুভূমির সবচেয়ে সহজলভ্য পদার্থটি দাঁত বের করে ভেঙচে দিল যেন লোভী দু'জোড়া চোখকে। নির্ভেজাল বালি ভরা স্যাকগুলোয়।

কোরাল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন।

'হয়তো খুব বেশি দূরে এখনও যেতে পারেনি ওরা,' বলল জ্যাক

শ'। 'পথ দেখার জন্য যথেষ্ট আলো ফুটেছে। ওই কোণে পিপে আছে একটা। ওটা উপুড় করে ওপরে উঠে দ্যাখো তো দেখা যায় কি না ওদের।'

এবারলির মোটেও পছন্দ হলো না নির্দেশটা। এভাবে নিজেকে টার্গেট বানাতে ভাল লাগছে না তার। কিন্তু প্রতিবাদের উপায় নেই। কাজেই পিপেটা ওল্টাল সে। উঠে দাঁড়াল ওটার ওপর। মরুভূমি খাঁ খাঁ করছে। মেসার ওপর চোখ বুলিয়ে গিরিখাদের দিকে ফিরল সে। ওদিক থেকে দু'জন লোককে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে শ্লথ পায়ে হাঁটছে তারা।

'কিছু দেখলে?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চাইল জ্যাক।

'আমাদের দু'জন লোক,' বলল এবারলি। 'পায়ে হেঁটে আসছে।'

গুলিটা হঠাৎ করেই হলো। রাইফেলের বুলেট। এবারলির কানের লতি ছুঁয়ে ছুটে গেল সেটা। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। দেখল, আগেই ভূমি শয্যা নিয়েছে জ্যাক শ'। গোড়ালিতে বিষম ব্যথা হচ্ছে এবারলির। শুয়ে থেকে 'উহ্!' 'আহ্!' করছে। গুলিটা কোত্থেকে এল ভাবছে জ্যাক শ'। উঠে দাঁড়াল সে।

'উঠছ না কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে এবারলিকে। লোকটার গোঙানি যেন কানেই যায়নি তার।

'আমার গোড়ালি...' ককিয়ে উঠল এবারলি।

'চুলোয় যাক্ তোমার গোড়ালি!' খেঁকিয়ে উঠল জ্যাক। 'ঠ্যাং ভাঙার আর সময় পেল না! গিরিখাদে দশটা ঘোড়াসহ এতগুলো লোক স্ট্যাণ্ডবাই রাখলাম। আর এখন পায়ে হেঁটে ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে দু'জন। গুলি খেয়ে ধুঁকছে বীর পুরুষ ম্যাডার। সোনার বদলে স্যাক ভর্তি বালি পেলাম। কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে এক ব্যাটা ত্যাঁদোড় মার্শাল। হারামজাদা মাইনাররা চোখে ধুলো দিয়ে ভাগল। এক ছুঁড়িকে ভজিয়ে দলে টানলাম। সে এখন এতকাল পরে আমারই ঘোর শত্রুর

কাছে হৃদয় দান করে অশ্রু সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। সময় মত ঠ্যাং ভেঙেছ তুমিও। পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, আমার দলে ল্যাংড়া খোঁড়ার কোন জায়গা হবে না। সোজা হয়ে হাঁটতে পারলে চলে এসো। নয়ত এখানে পড়ে মরো। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে বসিনি আমি।'

'অন্তত উঠতে সাহায্য করো আমাকে।'

বিরক্ত মুখে সাহায্য করল জ্যাক। তার কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্টোরের দিকে চলল এবারলি। প্রতি পদক্ষেপে ব্যথায় নীল হয়ে উঠছে মুখ। হলরূমে ঢুকে মেজাজ কিছুটা শান্ত হলো জ্যাকের। অন্তত এখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ম্যাডার।

'তুমি আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে যাও,' মিসেস রিডের উদ্দেশে বলল জ্যাক। 'জুলি, ওর সাথে যাও। কোন বেচাল হলে বাচ্চাদের একজন ইহলোক ত্যাগ করবে।'

'বাচ্চাদের আমার সাথে যেতে দাও।'

'ওরা এখানেই থাকবে,' সাফ জানিয়ে দিল জ্যাক।

দ্বিতীয় বার আর অনুরোধ করল না মিসেস রিড। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল।

ম্যাকের ওপর নজর পড়ল জ্যাকের। কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। 'বাঁধো, শালাকে!' অগ্নিশর্মা হয়ে হুকুম দিল জ্যাক। 'বেঁধে ফেলে রাখো।'

শটগানটা জ্যাকের হাতে দিল ম্যাডার। তারপর দড়ি খুঁজে এনে বাঁধল ম্যাককে। বাঁধল মনের ঝাল মিটিয়েই। কেবল মাথা নাড়াতে পারছে ম্যাক। কব্জিতে কেটে বসেছে রশি। শিগগিরই রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

'এবার কাউন্টারের ওপাশে ফেলে দেই শালাকে। কি বলো, বস্?' হুকুম চাইল ম্যাডার।

'না,' বলল শ'। 'সামনেই থাকুক ও। শালাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করি না আমি। চোখের আড়াল হলেই অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে।'

উদ্ভট ভঙ্গিতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেতরে ঢুকল এবারলি।

'এখানে তিনজন রয়েছি আমরা,' মৃদু কণ্ঠে বলল জ্যাক! 'আরও দু'জন আসছে। মোট পাঁচজন। নাহ্, যতটা ভেবেছিলাম ততটা খারাপ নয় পরিস্থিতি। তবে আলস্য চলবে না। খেটে রোজগার করতে হবে যার যার বখরা।'

'বস্, গুদাম ঘরটাকে ওরা দুর্গ বানিয়েছে। ওখান থেকেই গুলি ছুঁড়েছিল।'

'সেটা আরও অনেক আগেই আমার মগজে ঢুকেছে। এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে...' মুখের কথা মুখেই থেকে গেল জ্যাক শ'-র। গুলির আওয়াজে চমকে উঠল ভেতরের সবাই। ম্যাডার আর এবারলির রুমের দিকে ছুটল জ্যাক। বিছানার ওপর উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি দিল বাইরে।

হাল্কা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে স্টোরের দরজায়। গুলি ওদিক থেকেই এসেছে। উঠানে তার সেই দুই লোককে দেখা গেল। আড়াল নিয়েছে তারা। কিন্তু জায়গাটা মোটেও সুবিধের নয়। গুদাম ঘরের রাইফেল গুলি বর্ষণ বন্ধ করেছে। যেন তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার হুমকি দেয়াই ছিল গুলি করার কারণ।

ঘুলঘুলিতে মুখ রেখে লোক দুটোকে বাড়ির দিকে ছুটে আসার জন্য হাঁক দিল জ্যাক শ'। চমকে ঘুলঘুলির দিকে তাকাল তারা। সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত দেখাচ্ছে দু'জনকে। উঠানে পড়ে থাকা ভারী কাঠের গুঁড়ির আড়াল থেকে সামান্য মাথা তুলল দু'জন। শঙ্কিত ভাবে চারদিক দেখছে। ফের গুলি ছুটে আসার আশঙ্কা করছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও গুলি আসছে না দেখে ভরসা পেল ওরা। ঝেড়ে দৌড় লাগাল জ্যাকের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে।

একটু পরই হলরুমে দেখা গেল তাদের। ঘন ঘন দম ফেলছে। শরীর

ঢাকা পড়ে আছে ধুলোয়। প্রচুর ঝড়-ঝাপটা গেছে দু'জনের ওপর দিয়ে দেখেই বোঝা যায়।

'মুরগী চুরি করতে গিয়ে তাড়া খাওয়া খাটাসের মত দেখাচ্ছে তোমাদের,' শান্তভাবে বলল জ্যাক শ'। 'এসবের মানে কি?'

চোখ পাকিয়ে জ্যাক শ'য়ের দিকে তাকাল নবাগত দু'জন। তার কৈফিয়ত চাওয়ার ধরন পছন্দ হয়নি ওদের।

'তুমি শালা কৈফিয়ত চাওয়ার কে?' রুক্ষ ভঙ্গিতে পাল্টা জানতে চাইল একজন।

'আমি জ্যাক শ,' একই রকম নিরুত্তেজিত জ্যাক শ'।

ঠোঁট বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে তাকে মাপছিল লোকটা। নামটা কানে যেতেই বাঁকা ঠোঁট সোজা হয়ে গেল। 'জেসাস!' এক পা পিছাল সে। 'দুঃখিত, বস্, আমি বুঝিনি তুমিই···।'

'কাজের কথায় এসো। গিরিখাদে কি···?'

'রাতে আক্রমণ হয়েছিল আমাদের ওপরে। ঘোড়াগুলো গেছে। মারা পড়েছে জো আর টাটল। একটাই মাত্র লোক বস্। জন্মেও এমন হারামি দেখিনি। আমাদের···।' ময়দার বস্তার মত বেঁধে রাখা ম্যাকের দিকে নজর পড়তে থেমে গেল সে। সোজা হেঁটে এসে বিনা বাক্য ব্যয়ে যুৎসই গোছের একটা লাথি চালিয়ে দিল ম্যাকের কোমরে। 'এই শালাই। এই শালা হারামিই খুন করেছে ওদের। আমাকেও মেরে ফেলেছিল প্রায়। নরকে গেলেও হারামিটাকে চিনতে ভুল হবে না আমার।'

ফের লাথি তুলেছিল সে। জ্যাক শ' সামলাল তাকে। 'উঁহুঁ। ওভাবেই থাকতে দাও ওকে। জ্যান্ত দরকার হবে ওকে আমার।'

তবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করল লোকটা। তারপর পা নামিয়ে সরে এল।

'বেশ,' হাসি ফুটল জ্যাকের ঠোঁটে। 'এবার কার কি নাম শোনা যাক।'

'আমি আলফ্রেড,' বলল প্রথমজন। 'আর ও কেলসো,' অপর লোকটাকে দেখিয়ে বলল সে। 'ঘটনার সময় গিরিখাদে ছিল না ও।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলল জ্যাক শ'। 'এবার আসল কাজে হাত দেয়া যাক। মাইনারদের কাউকে জ্যান্ত দরকার আমার।'

দশ

অসম্ভব গুমোট গুদাম ঘরের ভেতর। ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে তিন মাইনার। বেলা চড়লে অবস্থা আরও গুরুতর হবে, জানা কথা।

লাল দাড়ি মাইনারের নাম ম্যাকলিন। দরজার কোণে রয়েছে সে। স্টোর হাউসের দিকে নজর রাখছে। কালো দাড়ি ওয়ালা অপর মাইনারের নাম জিম স্টোটার্ড। গুদামের ভেতর অকেজো এবং বাতিল মালে পরিপূর্ণ। কয়েকটা মাল বোঝাই বস্তা সাজানো রয়েছে পাশাপাশি। হিউগ আর জিম ওর দুটোয় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে।

নজর রাখার পালা এখন ম্যাকলিনের। যদিও তিনজনেই ক্লান্ত। জনি সণ্ডারসকে তারা কবর দিয়ে এসেছে খানিক আগে। মেইন স্টোরের পাশের ছোট্ট বিল্ডিংটার কাছে বালিতে গর্ত খুঁড়ে কবর দেয়া হয়েছে মৃত মাইনারকে।

'বাইরে কি ঘটছে, ম্যাকলিন?' জানতে চাইল হিউগ।

'এবারলি আর জ্যাক এইমাত্র কুঁড়ে ঘরটা সার্চ করে এল। তার মানে জেনে গেল স্যাক ভর্তি বালি এনেছি আমরা। এরপর কি হবে বুঝতে পারছ?'

'নাহ্!'

'আমাদের যে কোন একজনকে খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ওদের।'

'আঁধার হলেই কেটে পড়তে হবে,' মন্তব্য করল জিম।

'পারলে তো এক্ষুণি ভাগি। সেটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা কে জানে? ঘোড়া আছে ওদের।'

'এখানে গা ঢাকা দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি সন্দেহ নেই। লিয়ানটোয় থাকলে আমাদের ধরতে কোন কষ্টই হত না ব্যাটাদের।'

'এখানেও যে ধরতে পারবে না তা নয়,' বলল হিউগ। 'তবে বেগ পেতে হবে। কারণ আমাদের অজান্তে গুদামের ধারে কাছেই এগোতে পারবে না ওরা।'

'ভুল হলো,' মৃদু হাসল ম্যাকলিন। 'গুদামের কোন পাশের দেয়ালেই জানালা নেই। ওরা চাইলে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারে। মেসার দিক থেকে গুদামের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবে অনায়াসে। টেরটিও পাব না আমরা।'

'কিন্তু যতক্ষণ ভেতরে আছি কিচ্ছু করতে পারবে না শালারা আমাদের,' আশা ছাড়তে রাজি নয় হিউগ।

'ফের ভুল হলো। ধোঁয়া দিয়ে চাক থেকে মৌমাছি বের করতে দেখেছ কখনও?' মাথা দোলাল ম্যাকলিন। 'তাছাড়া, শিগগিরই খাবার, পানি সব ফুরিয়ে যাবে আমাদের। আমি দুঃখিত। আমার গাধার মত পরিকল্পনার জন্যই এই অবস্থা। ফেঁসে গেছি আমরা প্রত্যেকে।'

'আরে দূর! খামোকা মন খারাপ করছ তুমি। এছাড়া আর করারই বা ছিল কি?' সান্ত্বনা দিল জিম।

দুপুর পর্যন্ত ঠায় বসে রইল ওরা। সকাল বেলা অপর পক্ষের উদ্দেশে

ঠুস্‌ঠাস্‌ দু'চারটে গুলি ছোঁড়া ছাড়া প্রায় শুয়ে বসে আর বাইরে নজর রেখেই দিনটা কাটাল ওরা।

তৃষ্ণায় কণ্ঠনালি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে প্রত্যেকের। তবু স্টক ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে পানি পান থেকে বিরত থেকেছে ওরা। পানি ফুরিয়ে গেলে জ্যাক শ'য়ের হাতে ধরা না দিয়ে পথ থাকবে না। এক সময় ধৈর্য হারাল ম্যাকলিন। পানি চাইল সে। অন্যেরাই বা বাদ যায় কেন? তিনজনেই দুই ঢোঁক করে অমূল্য তরল পদার্থটি দিয়ে গলা ভেজাল। তাতে তৃষ্ণা কমার বদলে বরং বেড়ে গেল আরও।

পরবর্তী আক্রমণ হঠাৎ করেই এল। গুলির আওয়াজ উঠল বাইরে। পরমুহূর্তে খোলা দরজা পথে ক্রুদ্ধ বোলতার গুঞ্জন তুলে ভেতরে ঢুকল বুলেটটা, বিদ্ধ হলো ম্যাকলিনের কাঁধে। আর্তনাদ করে ছিটকে ঘরের আরও ভেতরে সরে এল মাইনার। একই সময়ে বস্তার আড়াল ছেড়ে লাফ দিয়ে সরে গেল হিউগ। আরেকটি বুলেট ক্ষিপ্ত বোলতার মত ঢুকেছে ভেতরে।

'লেগেছে তোমার?' জানতে চাইল হিউগ।

'নাহ, কাঠের চিলতে বিঁধেছে,' বলল ম্যাকলিন। 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও, জলদি।'

সাবধানে কপাটের আড়ালে গিয়ে ওটা ধরে ঠেলা দিল হিউগ। পরমুহূর্তে ভোঁতা শব্দে সেটার গায়ে একটা বুলেট বিঁধল। সেই সঙ্গে হাঁ করে খুলে গেল কপাট। ফের ওটা ভেজিয়ে দিল হিউগ। মেসার দিক থেকে গুলি হচ্ছে।

একটা গাল বকে মালপত্রের ওপর উঠে দাঁড়াল জিম। ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে উঁকি দিল।

'নাহ্‌, এদিকে নেই ওরা।'

ছুরি বের করল হিউগ। 'আমাদেরও পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এভাবে চলতে দিলে আহলাদে ঘাড়ে চড়ে বসবে।' মালপত্রের বস্তার

ওপর উঠে দাঁড়াল সে। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেয়ালে ছিদ্র তৈরিতে মন দিল।

'চলো, ওদের খানিক ভড়কে দেয়া যাক,' প্রস্তাব দিল জিম।

'খামোকা বুলেট খরচ ছাড়া লাভ হবে না। ওরা আড়ালে থেকে গুলি করছে।'

'আচ্ছা, দেখা যাক।'

সন্তর্পণে কপাটের ফাঁক দিয়ে রাইফেলের নল বের করল জিম। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। এক মনে গুদামের দেয়ালে ফুটো তৈরিতে ব্যস্ত হিউগ। সাঙ্ঘাতিক চওড়া গুদামের দেয়াল। ঈশ্বর জানে, তেল, নুন, ময়দা রাখার ঘর এমন দুর্গের মত বানানোর অর্থ কি, ভাবছে সে।

হাত চালাবার ফাঁকে একটা ব্যাপার ভাবছে হিউগ। ওর আর ম্যাকের সম্পর্কের কথা জানে না তার সঙ্গীরা। ইচ্ছে করেই জানায়নি সে। হয়তো তাতে ভুল বুঝত তারা হিউগকে। ওর কোন মতলব আছে ভেবে সন্দেহ করতে শুরু করত। এই বিপদের মুহূর্তে কথাটা ওদের জানালে কেমন হয়? সেটা কি উচিত হবে? ক্ষতি কি তাতে? লাভই বা কি? মাঝখান থেকে ম্যাকের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে কেবল।

কিন্তু এখনও ম্যাকের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না কেন? ওরা বিপদে পড়েছে জানার কথা ম্যাকের। জ্যাক শ'য়ের দলকে থামাতে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন সে?

পিছনে ফোঁস করে দম ফেলার আওয়াজ হলো। চমকে ঘুরে তাকাল হিউগ। মেঝেতে ঢলে পড়েছে জিম। ম্যাকলিনের বিশাল দেহটা বিদ্যুৎ চমকের মত দেখাল। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা গুলি করেই প্রায় উড়ে ফিরে এল সে জিমের কাছে। একটা বস্তায় ঠেকে উঁচু হয়ে আছে জিমের পা দুটো। ধড়টা মেঝেতে।

'ঠিক করে শোয়াও ওকে,' ম্যাকলিন বলল।

'ঠিক আছে, আমি দেখছি। তুমি ওদের ব্যস্ত রাখো।'

থেমে থেমে জানালা আর দরজা দিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকল ম্যাকলিন। শত্রুদের বুঝতে দেয়া চলবে না দলের কেউ আহত হয়েছে। জিমকে লম্বা করে মেঝেতে শোয়াল হিউগ। তারপর দ্রুত ক্ষতটা পরীক্ষা করল। মাথার খুলি ছেঁচড়ে বুলেটটা কাঁধের মাংসে ঢুকেছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল হিউগের মুখ। তেমন মারাত্মক নয় আঘাত।

বিড়বিড় করে ওকে কাজে ফিরে যেতে অনুরোধ করছে জিম। তার নাকি আর সময় নেই বুঝতে পারছে।

'থামবে তুমি!' ধমকে উঠল হিউগ। 'কিচ্ছু হয়নি তোমার।'

বেশি গভীরে ঢোকেনি বুলেট। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে ফেলল সে ওটা। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্যথা সামলাবার চেষ্টা করছে জিম।

গুলি চালানোর ফাঁকে ফাঁকে এদিকে তাকাচ্ছে ম্যাকলিন। 'জিম,' হাসি গোপন করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই লোক, নিজের কাজ করে কূল পাই না, তারওপর তোমার প্রক্সি দিতে হচ্ছে। অথচ ভাল ভাবে একটা গুলি খাওয়ার যোগ্যতাও নেই তোমার। এমন গুলিই খেলে যে হিউগের মত হাতুড়েও এক খোঁচায় তুলে ফেলতে পারে।'

'তোমার লেকচার শোনার ভয়েই তো পরপারে পাড়ি জমাতে চেয়েছিলাম। তা শালারা সোজা গুলি চালাতেও শেখেনি। ফের যদি লেকচার শোনাও তবে পরের ওপর নির্ভর না করে নিজের পিস্তল দিয়েই কাজটা সেরে ফেলব।'

মুখ বাঁকিয়ে হিউগের দিকে ফিরল ম্যাকলিন। 'হাঁদাটার ক্ষত বেঁধে কাজে নামিয়ে দাও।'

জিমের ক্ষতে রুমাল বেঁধে দিতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। এই সময় দড়াম করে খুলে গেল ভেড়ানো দরজার পাল্লা। এক ঝাঁক বুলেট ঢুকল ভেতরে। চিৎকার করে উঠল ম্যাকলিন। দরজার কাছ

থেকে সরে আসার চেষ্টা করতে লাগল সে। পরমুহূর্তে ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে। খোলা দরজা পথে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ধোঁয়ার ভেতর বাইরে একটা আবছা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। কোমরের রিভলভারের ওপর ছোবল খেলো যেন হিউগের হাত। অস্ত্র বের করেই গুলি করল ও। কিন্তু বিঁধল না ওটা কাউকে। ধোঁয়া সরে যেতে দরজার বাইরে কারও ছায়াও দেখা গেল না।

ম্যাকলিনের ভরাট কণ্ঠ ফিসফিসানিতে রূপ নিয়েছে। 'দরজার সামনে মালপত্রের বস্তা দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করো,' নির্দেশ দিল সে।

'ম্যাকলিন!' এগিয়ে এল হিউগ।

'গুলি খেয়েছি আমি। পেটে।'

'ঈশ্বর!'

'জলদি ব্যারিকেড দাও। ওরা ঘিরে ফেলেছে এদিকটা।'

দরজার কোণে পজিশন নিল জিম। বস্তা টেনে দরজার সামনে উঁচু স্তূপ গড়ে তুলতে শুরু করল হিউগ। অসম্ভব ভারি বস্তাগুলো। কি ঢুকিয়েছে জোনস এগুলোর মধ্যে, সে-ই জানে। খানিক বাদে নখ ভেঙে আঙ্গুলের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করল হিউগের। তবু বিরতি দিচ্ছে না সে কাজে।

এক সময় বলল জিম, 'যথেষ্ট হয়েছে।'

লম্বা করে দম নিয়ে ম্যাকলিনের দিকে এগোল হিউগ।

'ঠিক আছি আমি,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল ম্যাকলিন। 'তুমি দেয়ালের গর্ত শেষ করো। ওরা ওদিক থেকে ঘাপটি মেরে আসবে।'

একটু ইতস্তত করে কাজে মন দিল হিউগ। ঠিকই বলেছে ম্যাকলিন। এটাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ। ম্যাকলিনের আর আশা নেই। গলার ব্যানডানা খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিল হিউগ। জিমেরটা আগেই দিয়েছে। ব্যানডানা দুটো ভাঁজ করে পেটের ক্ষতের ওপর রাখল

ম্যাকলিন। ছড়িয়ে রাখা পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এল। এর ফলে ক্ষতের প্রসার কমে রক্তপাত কমে যাবে।

আধ ঘণ্টা পরে ছুরি কোমরের খাপে পুরল হিউগ। 'হয়ে গেছে,' জানাল সে।

গর্তটা ছোট। কিন্তু বাইরের দৃশ্য বেশ দেখা যাচ্ছে। একটা লোককে দেখা গেল। নিশ্চিত পায়ে গুদাম ঘরের দিকে এগোচ্ছে। দেয়ালের গায়ে ছোট্ট ফুটোটা চোখে পড়েনি তার নিশ্চয়ই। সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল হিউগ। তারপর গুলি করল। তৃপ্তির সঙ্গে দেখল গুলিটা জায়গা মতই লেগেছে। একই সঙ্গে গর্জে উঠল জিমের রাইফেল। বাইরে চিৎকার করে উঠল আর কেউ। সেইসঙ্গে আবার গুলিবৃষ্টি শুরু হলো।

'গাঁথতে পেরেছ কাউকে?' জানতে চাইল হিউগ।

'জানি না।' বলল জিম।

নীরবতা বিরাজ করছে স্টোর হাউসের হলরুমে। ওরই মাঝে থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠছে রিড জোনস। তার ছোট ছেলে হিগিনস এতক্ষণ পানি চাইছিল। শ'য়ের সঙ্গীদের তা দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই বুঝে চুপ করে গেছে। অবস্থা ভাল নয় ম্যাকেরও। সর্বাঙ্গে খিল ধরে গেছে তার। বাঁধন ঢিলে করার চেষ্টা করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে। আরও কেটে বসেছে বাঁধন। এখন মনে হচ্ছে, হাত-পা গুলো শরীরের সঙ্গে যুক্ত নেই, আলাদা হয়ে গেছে। জলদি বাঁধন খোলা না গেলে চিরতরে অকেজো হয়ে যাবে সে। নিজের শারীরিক কষ্টের চেয়ে মাইনারদের কথা ভেবে বেশি উদ্বেগে রয়েছে ও। দুর্বৃত্তদের আলাপ থেকে বুঝেছে, গুদাম ঘরে আটকা পড়েছে ওরা। তার মানে পরিত্রাণ নেই ওদের। এ ঘরের পাহারাদার বদল হয়েছে। ম্যাডারের বদলে কেলসো এসেছে। জোনসের হুইস্কি উদার চিত্তে হজম করছে আর লোভাতুর চোখে শেরির

দিকে তাকাচ্ছে লোকটা। চোখাচোখি হলেই কুৎসিত ইঙ্গিত করছে মেয়েটির উদ্দেশে। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে শেরি।

বাড়তি কিছু পাওনা জমছে কেলসোর, ভাবল ম্যাক।

ক্লান্ত পায়ে কামরায় ঢুকল শ'। 'ওদের একজন গুলি খেয়েছে মনে হচ্ছে, বস্,' পিছন পিছন ভেতরে ঢুকে বলল ম্যাডার।

'অ্যামুনিশন কেমন আছে ওদের কাছে?'

'কম। গুনে গুনে বুলেট খরচ করছে ওরা।'

'বেশ। সন্ধে পর্যন্ত ওখানে আটকে রাখো ওদের। এর মধ্যে যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে ধোঁয়া দিয়ে বের করব।'

'শ', ডাকল ম্যাক।

আগ্রহ ভরে এগিয়ে এল দুর্বৃত্ত সর্দার।

'এখুনি আমার বাঁধন না খুললে হয়তো আমাকে কথা বলানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না তোমার।'

নিচু হয়ে ম্যাকের ফুলে ওঠা কব্জি দেখল জ্যাক শ'। হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'এত ভাল বাঁধতে পারে ম্যাডার জানতাম না তো! যাই হোক, এখন তোমাকে কথা বলানোর সময় হয়েছে।' ঝুঁকে বসে ওর বাঁধন খুলতে শুরু করল শ'।

'বস্, ইণ্ডিয়ানটাকে কিন্তু কোথাও দেখলাম না।'

'কোন ইণ্ডিয়ান?'

'একটা পাপাগো ইণ্ডিয়ান ছিল স্টোর হাউসে।'

'হয়তো মাইনারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।' শেষ গিঁঠটা খুলে উঠে দাঁড়াল শ'। 'এবার উঠে হাত পা খেলিয়ে নাও,' বলল সে ম্যাককে। 'নইলে খিল ধরার আসল মজা টের পাবে না।'

ভেতরে ঢুকল জুলি। ফ্যাকাসে চেহারা। বোঝা গেল এরপর কি আসছে জানে সে। রক্ত চলাচল শুরু হতে ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ম্যাকের মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করতে লাগল ও।

'এবার শুরু করব আমরা,' বলল শ' ম্যাকের দিকে তাকিয়ে।

'ওকে সামলে ওঠার সুযোগ দাও আগে,' অনুনয় করল জুলি।

'তুমি এসবের বাইরে থাকো,' ধমকে উঠল জ্যাক শ'। 'কাজের ভেতর মেয়েমানুষ জড়িয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি। ভেবেছিলাম এর ফলে সহজে কাজ উদ্ধার হবে। উল্টো সব লেজে-গোবরে হয়ে যাচ্ছে।'

ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে ফুলে ওঠা কব্জি ম্যাসেজ করছে ম্যাক।

'প্রথমেই তোমাকে একটা তথ্য দিচ্ছি ম্যাক। তিন মাইনারের একজন এখন ধুঁকছে,' আধা রসাত্মক স্বরে বলল জ্যাক শ'।

সতর্ক থাকা সত্ত্বেও এড়াতে পারল না ম্যাক। চোখের পাতা কেঁপে উঠল ওর। 'তাই?' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল ও। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল 'কোনজন?' প্রশ্নটা করেই ধুমসে গাল দিতে শুরু করল নিজেকে। নিঃসন্দেহে মাইনারদের ব্যাপারে ওর আগ্রহ আছে কিনা জানার জন্য তথ্যটা দিয়েছিল শ'।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না জ্যাক শ'। অপলক ম্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে। গভীর ভাবনায় পড়েছে সে। 'কোনজন' জানতে চেয়ে ডেপুটি মার্শাল বুঝিয়ে দিয়েছে, ওরা তার পরিচিত। শুধুই পরিচিত? নাকি অন্য কিছু আছে ভেতরে? ওদের কেউ এর আত্মীয় নয়তো? বা, বন্ধু?

আত্মীয় হলে কে? বয়স্ক মাইনারটি? বাবা? উঁহুঁ কেমন নাটুকে শোনায়। ছোকরা মাইনার? বন্ধু? হুঁম্ এবার মনে হচ্ছে আন্দাজ ঠিক।

'ছোকরা মাইনারটা।' ঢিল ছুঁড়ল সে।

শীতল অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ম্যাকের শরীর। কিন্তু এবার আর ফাঁদে পা দিল না ও। 'আচ্ছা!' বলে সকৌতুকে চেয়ে রইল জ্যাকের দিকে।

'শিগগিরই কথা বলবে সে। এমন অসুস্থ শরীরে নির্যাতন সইতে

পারবে না।'

'কি বোঝাতে চাইছ জানি না। তবে সোনার বখরা পেতে আগ্রহী নই আমি।'

'ছি! ছি! তা কেন? তুমি হচ্ছ আইনের লোক। অমন প্রস্তাব তোমাকে দেয়া যায়?'

শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাক। 'আমার কাছে একটা ওয়ারেন্টও আছে।'

'কারও নাম নেই সে ওয়ারেন্টে।'

'এর ফলে কি প্রমাণ হয়, সোনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ রয়েছে?'

'থাকলে আছে। আমি জানতে চাই ওই ওয়ারেন্টে তুমি কার নাম লিখতে চাইছ?'

'কার নাম মনে হয় তোমার?'

'ফিচলেমি কোরো না। যা জানতে চাইছি উত্তর দাও।'

'যদি সেটা আমার নিজেরও জানা না থাকে?'

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি যেন জ্যাক। কিছুতেই মেজাজ খারাপ করবে না বলে পণ করেছে। 'ম্যাক, তোমাকে কথা বলানোর মত প্রচুর উপায় জানা আছে আমার। জেনে খুশি হবে, আমার হাতে হিউগ ডল্টন রয়েছে। মিস শেরি রিডও রয়েছে। যার ওপর থেকে নজর সরাতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে কেলসোর। হয়তো সুন্দরী অসুন্দরী সব ধরনের এবং সব বয়সের মেয়ের ব্যাপারে কেলসোর সমান আগ্রহের সুনামের ছিটেফোঁটাও কানে যায়নি তোমার। কিন্তু প্রেসকটের দশ বছরের একটা ছেলেও জানে কোন মেয়েকে হাতে পেলে কেলসো যে আচরণ করে তাকে মোটেও সুরুচিসম্পন্ন বলা চলে না।'

আঁতকে উঠে দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল মিসেস রিড। 'নোংরা জন্তু কোথাকার।'

আর্ত দৃষ্টিতে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে শেরি। যেন বুঝতে

পেরেছে, ওই লোক ছাড়া এখন আর কোন ভরসা নেই তার।

চোখ মটকে হাসল শ'। 'দেখতেই পাচ্ছ চমৎকার কিছু তাস রয়েছে আমার হাতে।'

কব্জি থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত সাড়া ফিরিয়ে এনেছে ম্যাক। জ্যাকের দৃষ্টি আড়াল করে বার বার মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে সে। 'ওয়ারেন্টে কার নাম লিখব সত্যিই এতক্ষণ জানতাম না আমি,' বলল ম্যাক। 'তবে এখনকার কথা আলাদা। আচ্ছা,' সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল ও, 'তোমার নামের বানানটা কি বলো তো! আমার আবার অপরাধীদের নামের বানান ভুল লিখতে ভাল লাগে না।'

লাল হয়ে গেছে জ্যাকের মুখ। 'মরা মানুষ কোন নাম লিখতে পারে না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে।

'তারা নিশ্চয়ই সোনাও খরচ করে না?'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়াল জ্যাক শ'। 'তবে জ্যান্ত মানুষ করে। তাই আমিও করব। কারণ আমি বেঁচে থাকব। এর দিকে নজর রেখো,' কেলসোর উদ্দেশে বলল সে। 'বেতাল করলে ঝামেলা সেরে ফেলো। একে আর দরকার নেই আমার।'

পিছনে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল সে কামরা থেকে। অন্য একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। ম্যাককে ভাঙা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরেছে সে। তবে এটা স্পষ্ট, হিউগের প্রতি ম্যাকের কোন দুর্বলতা আছে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে মাইনার ছোকরাকে ভাঙা গেলেও চলবে।

ম্যাডারের কামরায় ঢুকে এবারলির পাশে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে গুদাম ঘরের দিকে নজর রাখছে এবারলি।

'গুদাম ঘরের তোমাদের বলছি,' গলা চড়িয়ে বলল জ্যাক। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা?'

ছিদ্রটা লক্ষ্য করে একটা বুলেট ছুটে এল গুদাম ঘর থেকে। মাইনারদের জবাব।

সন্তুষ্ট দেখাল জ্যাক শ'কে। হোক রূঢ় জবাব। তার কথা ব্যাটারা শুনছে এ-ই যথেষ্ট। 'একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের। আমাদের হাতে মেয়েরা আছে এখানে। আর আমার লোকেরা দেবদূত নয়। আমার হাতে একজন আইনের লোকও আছে। রেমিংটন ম্যাক। বস্তার মত বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্তম-মধ্যম দেয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আর বড় জোর চার পাঁচ ঘণ্টা বাঁচবে লোকটা।'

কথা শেষ করে কান খাড়া করে রইল জ্যাক। এবার আর কোন বুলেট ছুটে এল না। তবে জোর কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল গুদাম ঘরে। প্রচণ্ড তর্ক চলছে যেন। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ফুটল জ্যাকের বড়সড় মুখটায়। ঠিক এটাই শুনতে চেয়েছিল সে। দু'য়ে দু'য়ে চার মিলেছে।

এগারো

'জানি,' বলল হিউগ। 'তবু যেতে হবে।'

'অমানুষ আমরাও নই,' বলল জিম। 'কিন্তু বাইরে বেরোলেই স্টোর হাউসের নিরীহ জিম্মিদের সাহায্য করতে পারব আমরা তা তো নয়। বরং ধন প্রাণ দুটোই হারাব।'

সত্যি কথা। অন্তত মাইনার দু'জন তাই জানে। হিউগ এবার ওদের আসল তথ্যটা জানাবার জন্য তৈরি হলো। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর সত্য চেপে রেখে লাভ কি? 'একটা ব্যাপারে

তোমাদের অন্ধকারে রেখেছিলাম আমি,' ধীর গলায় বলল হিউগ। 'রেমিংটন ম্যাক আমার বন্ধু। কেবল বন্ধু বললে আমাদের সম্পর্কের গভীরতাকে অপমান করা হয়। পৃথিবীতে জাগতিক বন্ধন আমার একমাত্র এই একটি মানুষ। চোদ্দ বছর বয়স থেকে ম্যাকের সঙ্গী আমি। মেক্সিক্যান বলে শ্বেতাঙ্গদের খোঁচা খেয়েছি সব সময়। একমাত্র ম্যাক বা তার পরিবারের কেউ মেক্স বলে ঘৃণা করেনি আমাকে। জানি না ম্যাককে সাহায্য করতে পারব কিনা। তবু চেষ্টা আমাকে করতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাকলিন। সে ক্ষেত্রে হিউগকে বাধা দেয়ার কোন যুক্তি নেই। এখানে থাকলেও সবাইকে মরতে হবে। ওখানে গেলেও তাই। তবে মরতে হলেও জ্যাক শ'য়ের হাতে সোনাগুলো পড়ুক চায় না সে।

'বেশ, এগিয়ে যাও তুমি, বাছা,' দুর্বল গলায় অনুমতি দিল সে। 'এখানে থাকলে মরতেই হবে। হয়তো ওখানে গেলে বন্ধু বা নিজেকে বাঁচানোর কোন পথ পাবে তুমি।' মাইনারের মুখ দেখেই বোঝা গেল, বলছে বটে, কিন্তু কথাটা সে নিজেই বিশ্বাস করে না।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল হিউগ। সঙ্গীদের ফেলে রেখে যেতে খারাপ লাগছে। কিন্তু সে তো আনন্দ উল্লাসে যোগদান করতে যাচ্ছে না।

'আ-আমি সাহায্য নিয়ে ফিরে আসব। কিচ্ছু ভেব না তোমরা।'

'ধন্যবাদ, বাছা। আর দেরি কোরো না। জলদি যাও।'

দরজার সামনের বস্তাগুলো সরাতে সাহায্য করল তাকে জিম। একদম চুপ হয়ে গেছে সে। বাইরে অপেক্ষারত লোকগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করে জানাল হিউগ, আসছে সে। জবাবে একটা কণ্ঠ ওকে সোজা স্টোর হাউসের হলরুমে যেতে বলল।

তলপেটে অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে হলরুমের বন্ধ দরজায় নক্ করল

হিউগ। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল একটা মেয়ে। আশ্চর্য মলিন মেয়েটার চেহারা। হিউগ জানে, মেয়েটার নাম জুলি ওয়েবার। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই ম্যাককে দেখতে পেল ও।

'ম্যাক, দোস্ত! ভাই আমার।' দ্রুত এগিয়ে গেল সে ম্যাকের দিকে।

ম্যাকের করুণ অবস্থা দেখে বোধ বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই হিউগের। নইলে টের পেত দরজা দিয়ে ঢোকামাত্র যেন ম্যাকের ওপর তার চোখ পড়ে, এমন অবস্থানে ইচ্ছে করেই বসানো হয়েছে ম্যাককে। উদ্দেশ্য পূরণ হলো ম্যাকের।

'ভাই!' পিছন থেকে ব্যঙ্গাত্মক বিস্ময় শোনা গেল শ'য়ের কণ্ঠে।

পরাজিত যুদ্ধ নায়কের মত শূন্য দৃষ্টিতে হিউগের দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাক। হিউগকে মুঠোয় ঠিকই ভরল শ'। তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার, ম্যাকের চোখ টেপা লক্ষই করেনি হিউগ। আবেগের উচ্ছ্বাসে সব গোমর ফাঁস করে দিয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হিউগ। উদ্ভাসিত চেহারায় এগিয়ে এল শ'।

'তাহলে এ তোমার ভাই, ম্যাক? তা আমাকে খামোকা ঘোড় দৌড় না করিয়ে কথাটা আগে বলে ফেললেই পারতে। এত গুলি আর গালি খরচের প্রয়োজন হত না। স্রেফ তোমার কানের পাশে একটা পিস্তল ধরেই মাইনার শালার পেট থেকে আসল কথাটা বের করে এতক্ষণে হাওয়া হয়ে যেতাম। যাক, যা হবার হয়ে গেছে,' উদারভাবে বলল সে। 'এখন চটপট মুখ খুলতে বলো তোমার ভাইকে। নইলে এতক্ষণ যে খামোকা এত দামি বুলেট আর সময় নষ্ট করেছ আমার, সেটা নতুন করে মনে পড়ে যাবে।'

হিউগের পাশ দিয়ে এগিয়ে এল জুলি। 'সত্যি তোমার ভাই ও?' জানতে চাইল সে।

'তার চেয়েও বেশি,' জবাব দিল ম্যাক।

'ওঁহ্, তাই বলো। ভাবছিলাম তুমি তো মেক্সিকান নও। যাই হোক,

যা জানে বলে ফেলতে বলো হিউগকে। শ' কে চেনো না তোমরা।'

'এর আগেও অনেক ছুঁচো দেখেছি আমি। মেরে হাত নোংরা করিনি। এবার দেখছি করতেই হবে। নিজেকে কুমির ভাবতে শুরু করেছে ও।'

পিছন থেকে হিউগের ব্যানডানা খামচে ধরে নিজের মুখোমুখি করাল তাকে জ্যাক। 'তোমার ভাইজান যতই তড়পাক নিজেদের অবস্থাটা তুমি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই? কাজেই সোনার খবরটা বলে ফেল জলদি। নইলে দু'জনকেই ট্রাউজার খুলে জ্বলন্ত চুলোর ওপর বসিয়ে দেব। দেখব কেমন আগুন পোহাতে পারো।'

হিউগ বুঝল, সোনার আশা ছাড়তে হবে তাকে। ম্যাককে হারানোর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচুর ধকল সইতে হয়েছে ওকে। এই অসুস্থ শরীরে ফের নির্যাতন হতে দিলে হয়তো বাঁচানো যাবে না। তাছাড়া এতগুলো সদা সতর্ক অস্ত্রধারী নিষ্ঠুর খুনে ডাকাতের হাত থেকে অলৌকিক সাহায্য ছাড়া নিজেদের মুক্তিরও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে সঙ্গীদের কথাও ভাবতে হচ্ছে তাকে। নিজের স্বার্থে প্রত্যেকের কঠোর পরিশ্রমের ধন জলাঞ্জলি দিতে খারাপ লাগছে হিউগের। কিন্তু জ্যাককে সোনার খবর না দিলেই তো আর মাইনাররা ভোগ করতে পারছে না ওগুলো। মরতেই হবে তাদের। ম্যাক বা সে সোনার খবর দিলেও বাঁচবে না। কেবল খানিকটা সময় হাতে পাওয়া যাবে মাত্র। সেটাই বা মন্দ কি? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

'সোনা কোথায়?' সহজ সুরে প্রশ্ন করল জ্যাক।

ম্যাকের দিকে একবার তাকাল হিউগ। আস্তে করে এগিয়ে দু'জনের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল ম্যাডার।

'ট্রেইলে পুঁতে রেখে এসেছি।'

'কত দূরে?'

'তিন চার মাইলের মত হবে। বেশিও হতে পারে।'

'বেশ। তুমি ওখানে নিয়ে যাচ্ছ আমাদের।' নিজের লোকদের দিকে তাকাল জ্যাক। 'এখুনি খেয়ে নেব আমরা। ক্যান্টিনে পানি ভরে ওয়াগনের ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও।'

ইশারায় ম্যাডারকে ডেকে দরজার কাছে গেল সে। সবার কান বাঁচিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ম্যাককে গিরিখাদের ওখানে নিয়ে যাও তুমি।'

'ওকে খুন করতে বলছ আমাকে?' শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে জানতে চাইল ম্যাডার।

'হ্যাঁ, তবে গুলি করে নয়।'

'ধুত্তোর! কিন্তু আমি···,'

'কোন বুলেট নয়।'

'তবে কিভাবে?'

'ছাগল জবাই করোনি কখনও? ঠিক সেভাবে। পুঁতে ফেলবে জবাই করে। বুঝেছ?'

'বুঝলাম। কিন্তু পদ্ধতিটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'তবু কাজটা করছ তুমি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে দেরি কোরো না।'

ম্যাকের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাডার। 'উঠে দাঁড়াও, বাছা।'

উঠল ম্যাক। কোল্টের খোঁচা লাগাল ম্যাডার তার পিঠে। দরজার দিকে এগোতে বলছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওকে?' দ্রুত জানতে চাইল হিউগ।

'তোমার চোখের আড়ালে। যাতে ইশারা ইঙ্গিতে কোন অঘটন ঘটানোর পরিকল্পনা না করতে পারো।' মিথ্যেটা বলার সময় কোন ভাবান্তর হলো না জ্যাকের।

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকাল হিউগ। অতিকষ্টে মুচকি হাসিটা ঠেকাল ম্যাক। হিউগকে বোকা বানাতে সক্ষম হলেও তাকে বোকা বানাতে পারেনি জ্যাক শ'। ও জানে ওকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে থামল ম্যাক। ম্যাডারের কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল।

'চিন্তা কোরো না। ঘটনার এখানেই শেষ নয়।'

'জানি, ম্যাক,' গভীর আস্থার সঙ্গে বলল হিউগ। 'তোমাকে চিনি আমি।'

ম্যাডারের সাথে বেরিয়ে গেল ম্যাক।

কেলসোর দিকে তাকাল জ্যাক। 'এদের ওপর নজর রাখো কিছুক্ষণ।' মিসেস রিডের উদ্দেশে বলল, 'আমাদের জন্য সাপার আর কয়েকদিনের সাপ্লাইর ব্যবস্থা করো।'

তারপর এবারলির কামরায় ঢুকল সে। একনাগাড়ে নজর রাখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে। 'এবার নেমে আসতে পারো তুমি,' দরাজ গলায় অনুমতি দিল জ্যাক। 'বাইরে গিয়ে একটা ওয়াগন আর ঘোড়াগুলোকে যাত্রার জন্য তৈরি করো।'

'কি ব্যাপার, বস্?' বিস্মিত হলো এবারলি। 'মামলা খতম?'

'হ্যাঁ। হিউগ ডল্টন সোনা যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'তাই? এত জলদি কাবু হয়ে গেল?'

পিতৃসুলভ হাসি হাসল জ্যাক।

কিচেনের পাশের ছোট্ট একটা কামরায় বাড়তি মালপত্র থাকে। এখানেই স্টেজ ড্রাইভারকে বেঁধে রেখেছে ম্যাডার। কামরাটাতে ঢুকল জ্যাক। এমনিতেই দুর্মুখ বলে কুখ্যাতি রয়েছে জেডের। এতক্ষণ বন্দি থেকে ভীষণ খিঁচড়ে গেছে তার মেজাজ। জ্যাককে দেখেই এতক্ষণের জমানো গালির মজুত খালি করতে উদ্যোগি হলো সে। শুনেই বোঝা

যায়, জেডের প্রতিটি গালি তার স্ব-উদ্ভাবিত। গালাগালির জগতে আনকোরা। এসব গালির যে কোন একটি কানে যাওয়ামাত্র যে কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন লোক পিস্তল বের করত। কিন্তু জ্যাক শ' তেমন কিছুই করল না। কুৎসিত আর কদাকারের রাজ্যে তার পদচারণা। হামেশা রুক্ষ লোকদের সাথে ওঠাবসা। এত অল্পে তার রক্ত গরম হয় না।

অম্লান বদনে কয়েক কদম সামনে এগোল সে। 'চুপ করো। তোমার ভালর জন্য কয়েকটা কথা বলতে এলাম। এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা। জোনসের বউ-বাচ্চা বাঁধন খুলে দেবে তোমার। কিন্তু একটা কথা মগজে ঢুকিয়ে নাও। পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি এখান থেকে স্টেজ বের করেছ, তবে ধরে নিয়ো মারা গেছ তুমি। ট্রেইলের ওপর নজর রাখব আমি।'

গালাগালির কথা ভুলে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল জেড।

হলরুমে ফিরে এল জ্যাক। ম্যাকের জায়গায় হিউগকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এখন।

সে বলল, 'আমার পার্টনারদের দু'জনই আহত। একজনের অবস্থা গুরুতর। মেয়েদের কাউকে পাঠিয়ে দাও তাকে সাহায্য করতে।'

'আমরা চলে গেলে তাকে সাহায্য করার যথেষ্ট সময় পাবে মেয়েরা।'

ঘরের কোথাও জুলিকে দেখতে পেল না জ্যাক। মেয়েটা বড় জ্বালাচ্ছে, ভাবল সে। জুলির প্রতি কোন বিশেষ অনুরাগ থেকে তাকে সঙ্গে এনেছে সে, এমন নয়। মেয়েটাকে বেশ চটপটে মনে হয়েছিল জ্যাকের। যথেষ্ট সুন্দরীও বটে। এমন মেয়ে যেখানে থাকে সেখানে সবার নজর ওই মেয়ের ওপরই নিবদ্ধ থাকে। ফলে জ্যাকের দিকে কেউ তেমন মনোযোগ দেয়ার সময় পাবে না, কাজ সারতে সুবিধে হবে জ্যাকের। এই ভরসায় একটা ভাল চাকরির লোভ দেখিয়ে সঙ্গিনী করেছিল সে জুলিকে। কিন্তু হিসেবে ভুল হয়ে গেছে তার। মেয়েটি

এখন ওর প্রাণের শত্রু ম্যাকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ছোট্ট গুদাম ঘরে দরদর করে ঘামছে জিম। ভুরু বেয়ে চোখে ঢুকছে লবণাক্ত পানি। জ্বালা করছে চোখ। পেছনে একটা শব্দ হতে ঘুরল সে।

ম্যাকলিন। তাকিয়ে আছে তার দিকে। একেবারে ঝকঝকে দেখাচ্ছে তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো। ব্যথার চিহ্ন নেই চেহারায়।

'পানি খাবে?' জানতে চাইল জিম।

'সম্ভবত আর কোন দিন পানি খাওয়ার দরকার হবে না আমার,' হাসির ভঙ্গি করল ম্যাকলিন। 'আমি মারা যাচ্ছি, জিম।'

রক্তপাতে সাদা মুখটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল জিম জোর করে। হ্যাঁ, মারা যাচ্ছে ম্যাকলিন। আর তাই তাকিয়ে দেখতে হচ্ছে ওকে।

আজ যেন হঠাৎ করেই মনে পড়ল ম্যাকলিনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের। একসঙ্গে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক তারা। কখনও কখনও ওরা এমন কিছু কাজও করেছে যা পুরোপুরি আইনের আওতায় পড়ে না। তবে সে সবই ছিল প্রয়োজনের খাতিরে করা। নিতান্ত দায়ে ঠেকে। কখনও বন্ধুকে পিঠ দেখায়নি ম্যাকলিন। সেই বন্ধু আজ চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে। অথচ কিছুই করার নেই তার, কেবল চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া। চোখের কোণ শিরশির করে উঠল জিমের। গলায় কি যেন আটকে গেছে। উঠছেও না, নামছেও না। সহজ হওয়ার চেষ্টা করল জিম। একটা সিগারেট বানাল। ধরিয়ে গম্ভীর মুখে টানতে শুরু করল। ভাবছে। সিগারেট শেষ করে উঠল সে। রাইফেলটা একপাশে রাখল। ম্যাকলিনের বুকের ওঠানামা থেমে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল সে। ঝুঁকে তার সব অ্যামুনিশন নিজের পকেটে ঢোকাল। নিজের দুটো রিভলভারই লোড করল।

গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছে জিম। বহুদিন আগে এল পাসোর একটা স্যালুনে শুনেছিল এই গান। ও আর ম্যাকলিন দু'জনেরই ভীষণ

ভাল লেগেছিল সুরটা। নির্জন ট্রেইলে লম্বা যাত্রায় গলা ছেড়ে প্রায়ই গানটা গাইত ওরা। জনাকীর্ণ জায়গায় ভুলেও সুর ধরত না। ভয় ছিল, তাহলে নিমেষে সে স্থান জনশূন্য হয়ে পড়বে।

ধীরে সুস্থে দরজার ব্যারিকেড সরাল জিম। গান থামিয়ে মাপা, দৃঢ় পায়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল বাইরে।

স্টোর হাউসের একটা বিশেষ জানালার দিকে তাকাল। ওই জানালা থেকেই সারাদিন তাদের ওপর নজর রাখা হয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপার। কারও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। কোরালের দিকে এগোল জিম। জীবনের কোন চিহ্ন দেখল না সেখানে। কোরালের ডান পাশের দেয়ালের ওপাশে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। হাঁচি দিল একটা ঘোড়া। ডেকে উঠল একটা খচ্চর।

সুরটা আবার ফিরে এল মাইনারের ঠোঁটে।

বারো

ম্যাকের জগতে পরিপূর্ণ নৈশব্দ্য বিরাজ করছে। উষ্ণ বালিতে নিজের পা ঘষে এগোবার আওয়াজ ছাড়া চারদিক নীরব। পিছনে ম্যাডার। কিন্তু তার চলায় এতটুকু আওয়াজ নেই। লোকটা যেন শূন্যে পা ফেলে হাঁটছে।

যন্ত্রণায় টনটন্ করছে ম্যাকের মাথা। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মরুভূমির নির্দয় সূর্য। তাপের পুরোটাই যেন শত্রুতা করে ম্যাকের মাথায় ঢালছে সে। চোখের ভেতরে খচ্‌খচ্ করছে। মনে হয় গরম বালি

ঠেসে ভরে দেয়া হয়েছে চোখে। দূরে সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে একটা চুড়ো। অসম্ভব দ্রুত এগিয়ে আসছে গিরিখাদ। অপেক্ষার মুহূর্ত কাটতে চায় না। আশঙ্কার প্রহর ছুটে আসে পাগলা ঘোড়ার মত দ্রুত।

হিউগের কথা ভাবছে ম্যাক। সোনা খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে হিউগকে খুন করা হবে, জানা কথা। কিছু একটা করা দরকার। নইলে বাঁচানো যাবে না হিউগকে। বাঁচবে না সে নিজেও। অসম্ভব সতর্ক রয়েছে ম্যাডার। ভাল করেই জানে, মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ প্রাণ বাঁচানোর সামান্যতম সুযোগও সদ্ব্যবহার করতে কি সাঙ্ঘাতিক মরিয়া হয়ে থাকে।

ড্রাই ওঅশের ঠোঁটের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। নিচের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল রেমিংটন ম্যাক। ঘাড়ে ম্যাডারের নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে। ধাক্কা মারল ওকে ম্যাডার, জলদি পা চালাতে বলছে। নামতে শুরু করল ম্যাক। কিন্তু সহজ নয় কাজটা। অসম্ভব খাড়া আর রুক্ষ ঢাল। কষ্ট হচ্ছে খুব। খুশিই হলো ম্যাক। একটা সুযোগ চায় কেবল ও। একবার হোঁচট খাক ম্যাডার, মনে প্রাণে প্রার্থনা করছে সে। যদিও প্রার্থনা পূরণ হলো না ওর শেষ পর্যন্ত।

ওঅশের তলায় কেবল বালি পাথর আর শুকনো আধা শুকনো মেসকিট ঝোপ।

'তুমি কি এখানেই গুলি করতে চাও আমাকে?' কৌতুকের সঙ্গে প্রশ্ন করল ম্যাক।

'সামনে এগোও। ওখানে নরম বালি আছে।'

'ও, আচ্ছা। কবর খুঁড়তে চাও? কিন্তু শাবল জাতীয় কিছু তো নেই তোমার কাছে।' মনে করিয়ে দিল ম্যাক।

''একটা ছুরি আছে। আর কবর আমি খুঁড়ছি না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল ম্যাক। কাঁকরের ওপর ইচ্ছে থাকলেও নিঃশব্দে পা ফেলতে পারছে না ম্যাডার। মনে মনে দু'জনের ভেতরের দূরত্ব হিসাব করল ম্যাক। গিরিখাদের অর্ধেক পেরোতে দাঁড়াতে বলল ওকে ম্যাডার। এখানে দু'পাশের দেয়াল ক্রমশ আরও উঁচু হয়েছে।

'চমৎকার নরম বালি,' বলল ম্যাডার। 'এখানেই হোক। হাত লাগাও।'

'আমার কবর আমাকে দিয়েই খুঁড়িয়ে নিতে চাইছ? মাছের তেলে মাছ ভাজা! বাহ্! বুদ্ধি আছে তোমার।'

'চোপ্। শুরু করো,' গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দিল ম্যাডার।

'ছুরি?'

'হাত লাগাও।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ম্যাক। দু'হাতে আঁজলা ভরে বালি তুলতে লাগল। যথাসম্ভব ধীর গতিতে কাজ করছে সে। নিজের মৃত্যুকে যথাসম্ভব বিলম্বিত করতে চায়। শত্রুকে বালি ধরতে দেয়ার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট হুঁশিয়ার ম্যাডার বোঝা গেল। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকল সে।

বালি চুঁইয়ে পানি উঠতে দেখা গেল খানিক খুঁড়তে। অবাক হয়ে গেল ম্যাক। এত জলদি পানি উঠবে ভাবেনি সে। একপাশে পানি জমতে দিয়ে অন্যপাশে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল সে। খালি হাতে আর খোঁড়া যাচ্ছে না। নখ উল্টে আঙ্গুলের ডগা ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। ম্যাডারকে জানাল সে ব্যাপারটা।

'যথেষ্ট হয়েছে। আর গভীর না হলেও চলবে,' খুশি খুশি গলায় ঘোষণা করল ম্যাডার।

ম্যাডারের দিকে তাকাল ম্যাক। 'এখানেই পুঁততে চাও আমাকে?'

'ঠিক বলেছ।'

'কিভাবে মারতে চাও? তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়? নাকি আগেই শুয়ে পড়ব? কোন কষ্ট দিতে চাই না তোমাকে। মরার আগে পুণ্য সঞ্চয় করার খায়েশ আর কি।'

'ঘুরে দাঁড়াও।'

ম্যাডারের এগিয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ম্যাক। কাঁকরে

বুটের চাপে মৃদু কুড়মুড় শব্দ উঠছে। কাঁধের ওপর দিয়ে সাবধানে ম্যাডারকে দেখার চেষ্টা করল ম্যাক। ম্যাডারের অস্ত্র ধরা হাতটা ওপরে উঠছে, দেখল ও। অর্থাৎ ওকে অজ্ঞান করতে চায় আগে। তারপর জবাই করবে। দ্রুত শ্বাস টানার শব্দ শুনল ম্যাক। শক্ত হয়ে উঠল ম্যাকের পেশী। হয় এখনই, নয়তো কখনও না।

একসাথে তিন রকম সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে গেল ম্যাডারের মাথায়। প্রথমত: ধোঁকা দিয়ে মৃত্যুটা পিছানোর বা এড়ানোর চেষ্টা করছে ম্যাক। দ্বিতীয়ত: ধোঁকা দিয়ে তাকে অসতর্ক করার চেষ্টা করছে। তৃতীয়ত: ইণ্ডিয়ানটা সত্যিই স্টোর হাউস থেকে পালিয়ে এখানে আড্ডা গেড়েছে। যে কোন মুহূর্তে আড়াল ছেড়ে উদয় হবে। ম্যাকের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

আগেই একটা কোল্ট ফোর ফাইভ বেরিয়ে এসেছিল ম্যাডারের হাতে, ওটা ঘুরিয়ে ম্যাকের মাথায় আঘাত করল সে। ককিয়ে উঠে দড়াম করে নিজের খোঁড়া কবরে উল্টে পড়ল ম্যাক। মুখের ভেতর বালি ঢুকে পড়েছে। ব্যথায় বন্ধ করে ফেলেছিল বলে চোখ দুটো বাঁচল। পড়েই মুঠো ভরে বালি নিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে চিত হলো ম্যাক। আরেকবার মাথায় বাড়ি খেলে আর কাজ করবে না ওটা কোনদিন, বুঝতে দেরি হলো না ওর। মুঠোর বালি আন্দাজে সামনে ছুঁড়ে মারল ম্যাক। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছে, এই বুঝি গুলি করে বসে ম্যাডার। এই বুঝি কপাল ভেদ করে ঢুকে পড়ে তপ্ত বুলেট।

ওরই মাঝে আবছা দেখতে পেল ম্যাক, একটা ছায়া যেন ম্যাডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল ম্যাডার।

উজ্জ্বল রোদে একটা ছুরি ঝিকিয়ে উঠতে দেখল ম্যাক। পরমুহূর্তে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল ম্যাডারের কবুজি চিরে। অভাবিত সাহায্যকারীর চেহারাটা এবার দেখতে পেল ম্যাক। চার্লি। ল্যাং মেরে ম্যাডারকে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসল সে। সেই সঙ্গে তারস্বরে

স্প্যানিশে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সে ম্যাকের উদ্দেশে। উঠে এসে ম্যাডারকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে বলছে। চার্লির চোখে খোঁচা দিল ম্যাডার বাম হাত দিয়ে। উল্টে পড়ে গেল চার্লি চোখ বাঁচাতে গিয়ে। ঝটিতি উঠে পাশেই পড়ে থাকা কোল্টের দিকে হাত বাড়াল ম্যাডার।

লাফ দিল ম্যাক। অসুরের শক্তি ভর করেছে যেন ওর দেহে। উঠে এল গর্ত থেকে। জোড়া পায়ে লাথি মারল ও ম্যাডারের পিঠে। আর্তনাদ করে উঠল ম্যাডার সবুট লাথি খেয়ে।

আবার ম্যাডারের বুকের ওপর উঠে বসল চার্লি। ধীরে ধীরে আড়াআড়িভাবে পোচ দেয়ার ভঙ্গিতে ছুরিটা নামিয়ে আনল তার গলার ওপর। আতঙ্কে নড়াচড়ার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে ম্যাডারের। পরমুহূর্তে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ছুরি চালাল চার্লি।

নিঃশব্দে জবাই হয়ে গেল ম্যাডার। কণ্ঠনালি ফাঁক হয়ে যেতে 'ঘ্যাস্‌স্‌' করে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ বেরিয়ে এল। শান্তভাবে গোটা ব্যাপারটা দেখল ম্যাক। রক্তাক্ত ছুরিটা ম্যাডারের জ্যাকেটে মুছল চার্লি।

গর্তের কাছে এসে ম্যাকের দিকে তাকাল সে। ছুরিটা কোমরে গুঁজে রেখেছে।

'তুমি ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছিলে। চার্লি ধরেছে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাকের চোখ। 'তাই! কোথায়?'

'মেসায়।'

গর্তে জমে ওঠা পরিষ্কার পানি আঁজলা ভরে খেলো ম্যাক। চার্লিও নেমে এল। গর্ত থেকে উঠে ম্যাডারের অস্ত্র আর বাড়তি বুলেট পকেটস্থ করল্ ম্যাক। তার ছুরিটা নিতেও ভুলল না। চার্লির আক্রমণের ধাক্কায় দূরে ছিটকে পড়েছিল ওটা। চার্লিকে বলতেই লাশটা গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল সে।

একশো গজও এগোয়নি ওরা, থমকে দাঁড়াল। স্টোর হাউস থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে।

তেরো

কোরালের গেট বন্ধ পেল জিম স্টোটার্ড। বাধাটা তার ইচ্ছেয় বিন্দুমাত্র হেরফের ঘটাতে পারল না। প্রচণ্ড ক্ষোভ আর জেদ এখানে নিয়ে এসেছে তাকে। কাজেই এই সামান্য বাধা তার ইচ্ছের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

এক ধরনের অমানুষিক ধৈর্য পেয়ে বসেছে তাকে। দেয়ালের দৈর্ঘ্য দেখল সে। মনে হলো, এক লাফে ওটাতে চড়ে বসতে পারবে সে। লাফ দিল জিম। হাত ছড়ে যাওয়া ছাড়া লাভ হলো না। বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে একসময় সফল হলো সে। দেয়ালে চড়ে দেখল একটা লোক ওয়াগনে ঘোড়া জুড়ছে। ঝামেলার কাজটা একা করতে মোটেও পছন্দ করছে না লোকটা। বিড়বিড় করে গাল বকছে আর ঘাম মুছছে। জিমকে মোটেই খেয়াল করেনি সে।

কি অদ্ভুত বিধির বিধান, ভাবল জিম। এখন সে যদি লুকোতে চাইত নির্ঘাত লোকটার চোখে ধরা পড়ত। দেয়ালের গোড়ায় ঠিক জিমের পায়ের নিচে জড়ো হয়েছে কয়েকটা খচ্চর। বুটের ডগা দিয়ে একটার পিঠে খোঁচা দিতেই সব ক'টা ছুটে পালাল।। ধুলোয় দমবন্ধ হবার জোগাড় হলো ওয়াগনে ঘোড়া জোড়ার কাজে ব্যস্ত কেলসোর। এটাও খুব মজার ব্যাপার মনে হলো জিমের।

নিচে নেমে পড়ল সে। ম্যাকলিনের পুরানো স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা বের করল। গভীর অনুরাগের সাথে দেখল সেটাকে খানিক। তারপর ভাবল, শুরুটা এটা দিয়ে করা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হবে। কেলসোর দু'হাতের

মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানোর আগে দেখলই না সে জিমকে। দেখেও তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না। বরং একটু বিস্মিত দেখাল তাকে। ইঁদুর রঙের একটা গেলডিং লাগাম ধরে টেনে রেখেছে সে। ছুটে পালাতে চাইছে ওটা।

'কে বাওয়া তুমি?' নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ কেলসোর।

'স্টোটার্ড। জিম স্টোটার্ড। ওই গুদাম ঘরে ছিলাম এতক্ষণ।'

নিঃশব্দে হাঁ হয়ে গেল কেলসোর মুখ। ব্যাপারটা ভারি পছন্দ হলো জিমের। বুলেটটা কেলসোর খোলা মুখেই ঢোকাল সে।

এবার কিচেনে এসে ঢুকল জিম। দু'জন সন্ত্রস্ত মহিলার সঙ্গে দেখা হলো তার সেখানে। মিসেস রিড এবং জুলি ওয়েবার।

এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল জুলি, 'হায়! ঈশ্বর, এ দেখি মাইনারদের একজন।'

টুপি খুলে সৌজন্য দেখাল জিম। 'ওদের শেষ জন, ম্যাম। শেষ মাইনার। তোমরা মেয়েরা এখানে থাকো। ভেতরে একটু গোলাগুলি হবে।'

'আমার বাচ্চারা!' ককিয়ে উঠল মিসেস রিড। 'ওরা ভেতরে রয়েছে। ঈশ্বরের দোহাই, বন্ধ করো এবার গোলাগুলি।'

মুহূর্তের জন্য নিষ্প্রভ দেখাল মাইনারের মুখ। 'ওরা কেউ হতাহত হবে না, ম্যাম। কথা দিচ্ছি আমি।'

ঘর ছেড়ে করিডরে পা রাখল জিম। হলরুমের দিকে গেছে করিডরটা। একজন লোক বেরিয়ে এগিয়ে এল সামনে।

'গুলি হলো মনে হলো। কে করল?' অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডরে এগোতে এগোতে জিমকে প্রশ্ন করল লোকটা। আরও এগোতে বোঝা গেল লোকটা আর কেউ নয়, এবারলি।

'মাইনারদের একজন,' জবাব দিল জিম।

'মাইনারদের—' কথা আটকে গেল এবারলির মুখে। চিনতে পেরেছে সে উত্তরদাতাকে। পরমুহূর্তে নড়ল এবারলি। জীবনে এত দ্রুত

ড্র করতে কাউকে দেখেনি জিম। এবারলির মত ভারি লোকের পক্ষে এ কাজ রীতিমত অবাস্তব মনে হলো তার। তবে গুলি যে সে খেয়েছে তা মোটেও অবাস্তব নয়।

মারা যাবার আগে তার অন্তিম সাধের আরও খানিকটা পূরণ করে যেতে পারল জিম। খুনির উদ্দেশে ছুঁড়লেও এবারলির পিছু পিছু বেরিয়ে আসা ব্রিউয়ারের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকল, ওর ছোঁড়া জীবনের শেষ বুলেটটা।

একই সঙ্গে দুটো লাশ পড়ল করিডরে। এক পলক সেদিকে তাকিয়ে হলরুমে ফিরে এল এবারলি।

দ্রুত স্বর্ণ সন্ধান অভিযানে যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলল তারা। কেলসো আর ব্রিউয়ার মারা যাওয়ায় মোটেও অখুশি নয় জ্যাক বা এবারলি।

'মাত্র তিনজন থাকল এখন আমাদের,' খুশি মনে হিসেবটা জানাল এবারলি। জানে না, আরও আনন্দ অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

'তিনজন মানে?'

'ম্যাডার, তুমি, আমি।'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। ম্যাডার এখনও পৌঁছেনি। তার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকার মানে জানো?'

'সোনার আরেকটা ভাগ,' চোখ টিপে বলল এবারলি।

'ঠিক।'

'সেটা মোটেও উচিত হবে না।' বসের মেজাজ ধরে ফেলেছে এবারলি।

'ঠিক।'

'তাহলে আর সময় নষ্ট না করে জলদি এখান থেকে কেটে পড়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

'বেশ, তাহলে জলদি ঘোড়া রেডি করো। ওয়াগন আর নিচ্ছি না। প্রয়োজনের সময় ওয়াগন নিয়ে পালানো ঝক্কির ব্যাপার। গতি কমে

যায়। প্যাক হর্সের পিঠেই সোনা বহন করা যাবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল তারা। তিনজন। জ্যাক, এবারলি এবং হিউগ।

জুলির টান কোন দিকে না বোঝার মত বোকা জ্যাক শ' নয়। কাজেই ওই মেয়েকে টানাটানি করার ঝামেলায় সে যায়নি। হিসেবি লোক জ্যাক শ'। বাজে খাতে বেহুদা খরচা পছন্দ নয়।

অন্ধকার নেমে এসেছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দ্রুত ছুটতে পারছে না ম্যাক এবং চার্লি। এমনিতেই জ্যাকদের ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত চললে দিক হারিয়ে অজানার উদ্দেশে ছুটতে হবে ক্রমাগত।

ঘোড়া খুঁজে পেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল ওদের। চার্লি যেখানে রেখে গিয়েছিল, পাথরের ঘষায় দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় সেখানে ছিল না ঘোড়া দুটো। স্টোর হাউসের ভেতরে ঢোকেনি ম্যাক। চার্লি ভেতরে ঢুকে চুপিসারে পরিস্থিতি দেখে কিছু খাবার নিয়ে চলে এসেছে। ম্যাক আগেই বুঝেছিল এত দেরিতে আর জ্যাককে পাওয়া যাবে না ওখানে। আর পাওয়া গেলেও পরিস্থিতি না বুঝে হুট করে স্টোর হাউসে ঢুকে পড়ার মানে হবে মৃত্যু সুনিশ্চিত করা।

হাই মেসার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। আরও এক ঘণ্টা পর টেবল ল্যাণ্ডের ঠোঁটে এসে থামল। আন্দাজে একটা ঝুঁকি নিয়েছে ম্যাক। যেখানে মাইনারদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া ঘোড়া ফেরত নিয়েছিল, সেখানেই হয়তো সোনা পুঁতে রেখেছে ওরা। তাই যদি হয় তবে ওখানেই ওদের নিয়ে যাবে হিউগ। সেখানে পৌঁছে বুঝল ম্যাক, ওর অনুমান ভুল। কাজেই মাইনাররা যেদিক থেকে আসছিল অর্থাৎ উত্তর দিকে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটল দু'জন।

সামান্য ঝাঁকুনি লাগলেই ব্যথায় কুঁচকে যাচ্ছে ম্যাকের চেহারা। কিন্তু ব্যথার চেয়ে যা ওকে বেশি ব্যতিব্যস্ত রাখছে তা হলো হিউগের চিন্তা। নিঃসন্দেহে সোনা পাওয়া মাত্র তাকে খুন করবে জ্যাক শ'। আর

সন্ধান না দিলেও একই কথা। এখন একমাত্র উপায় হলো দ্রুত হিউগের কাছে পৌঁছানো।

আচমকা ঘোড়া থামিয়ে ফেলল চার্লি।

'কি হলো?' শুধাল ম্যাক।

'ট্র্যাক।'

'কতক্ষণ আগের?'

'চার ঘণ্টার।'

'কয়জন?'

'কমপক্ষে তিনজন।'

'ধক্' করে উঠল ম্যাকের বুক। তার মানে এটাই। এই ট্র্যাক ধরেই হিউগের কাছে পৌঁছানো যাবে।

এবার দুলকি চালে এগিয়ে চলল ঘোড়া দুটো। ছাপ গোপনের কোন চেষ্টা করেনি জ্যাক শ'। কারণটা দুর্বোধ্য নয়। তাকে অনুসরণ করার মত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। ম্যাডার বা ম্যাককে ফিরে আসতে না দেখে বুঝে নিয়েছে দু'জনই মরেছে।

নিজের ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল চার্লি। হাত তুলে ম্যাককে থামতে ইঙ্গিত করল। ঘোড়া থামিয়ে চার্লির দিকে তাকাল ম্যাক। কিন্তু নীরবতা পালন করছে চার্লি।

'কি ব্যাপার?' স্প্যানিশে জানতে চাইল ম্যাক।

'জানি না,' নাক কুঁচকে বলল চার্লি। গন্ধ শুঁকছে বাতাসে। চেহারায় স্পষ্ট ভীতি।

ঝট্ করে তাকাল সে ম্যাকের দিকে। তার চেহারা দেখেই আতঙ্কের কারণ অনুমান করতে পারল ম্যাক। এখন যদি পাপাগো ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথে চম্পট দেয় অবাক হবে না ম্যাক। কারণ ওর নিজেরও এখন তেমন ইচ্ছেই জাগছে। অ্যাপাচিরা কাছে পিঠেই কোথাও রয়েছে। ওরা দু'জনেই বুঝে ফেলেছে তা।

মন স্থির করতে সময় নিচ্ছে চার্লি। কিন্তু ম্যাকের সময় কম

অ্যাপাচিরা যদি তার জন্য ভীতিকর হয়ে থাকে তবে হিউগের জন্যেও ভীতিকর। তার মানে হিউগের বিপদের পাল্লা আরও ভারি হলো।

ম্যাকই প্রথম সিদ্ধান্ত নিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। বুটের সঙ্গে বাঁধা হেনরি রাইফেলটা হাতে নিল। অস্ত্রটা জিম স্টোটার্ডের। ওটা সরিয়ে ফেলতে ভুলে গিয়েছিল জ্যাক বা এবারলি। চার্লি ম্যাকের জন্য চুরি করে এনেছে।

'হাহ্!' বলল চার্লি। 'ভাল লাগছে না। চুলোয় যাক।'

'ভাল না লাগারই কথা। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও,' বলল ম্যাক।

জবাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল চার্লি। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে তার।

অ্যাপাচি আতঙ্ক অতিক্রম করেছে চার্লি। কিন্তু কেন? ম্যাকের না হয় একটা স্বার্থ আছে। কিন্তু এই পাপাগো কি কারণে জীবন-মৃত্যুর খেলায় নেমেছে? মানব চরিত্র বড় জটিল। বিচিত্র এক কারখানা বলা চলে। সেখানে কখন, কেন কোন ভাবের জন্ম হয় তার হদিস লাভ বড় দুষ্কর। দর্শন বাদ দিয়ে বাস্তবে এল ম্যাক।

'আমাদের গন্ধ অ্যাপাচিদের পনির নাকে যাবে নিশ্চয়ই যদি ওরা কাছেই ঘাঁটি গেড়ে থাকে। তাই না?'

নীরবে ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে কয়েক কদম এগোল চার্লি। তারপর ম্যাকের দিকে ফিরে পুব দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওই দিকে।'

পরবর্তী আধ ঘণ্টা হাঁটল দু'জন। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শুভ লক্ষণ। এর ফলে অ্যাপাচিদের পনি ওদের গন্ধ পাবে না। এক সময় দু'জনেই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। আঁধারের বুকে জোনাকির মত মিটিমিটি আলো দেখা যাচ্ছে। এত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, দুটো চুড়োর মাঝের ঢালু অংশে আগুন জ্বেলেছে কেউ।

আরও পাঁচ মিনিট হাঁটল দু'জন। সতর্কতা বহুগুণ বেড়ে গেছে। ঘোড়া ছেড়ে বুকে হেঁটে এগোল এরপর। সোজা ক্যাম্প ফায়ারের দিকে এগোচ্ছে। বেশি এগোল না ওরা। আগুনের চারপাশে লোকজনের

অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। আচমকা হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হলো ম্যাকের।

অসহ্য যন্ত্রণায় মরণ চিৎকার করে উঠেছে কেউ।

চোদ্দ

কিছুতেই বিশ্রাম নেবে না বলে পণ করেছে যেন জ্যাক শ'। গন্‌গনে সূর্যের নিচে একটানা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে সে। মোটা দেহ নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে খুব কষ্ট হচ্ছে এবারলির। বাড়তি চর্বি বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার জন্যে। কিন্তু জ্যাককে দশ মিনিট বিশ্রাম নেয়ার কথা বলবে, সে সাহস নেই তার। মেজাজ এমনিতেই যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হয়ে আছে জ্যাকের।

নিজের আয়ু বাড়াতে চাইছে হিউগ। ইতিমধ্যেই দু'বার মিথ্যে বলেছে সে। ভুল জায়গায় অনর্থক খোঁড়াখুঁড়ি করানোর পর সত্যি কথা বলেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে এবারলি, এবার হিউগকে সত্যি কথা বলতেই হবে। সোনার সন্ধান দিতেই হবে। ফের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করার মানে হবে নিশ্চিত মৃত্যু। তা সে নিজেও বোঝে। অসম্ভব তেতে আছে জ্যাক শ'।

সোনার সন্ধান জ্যাক শ'কে দেয়া মাত্রই তার আয়ু শেষ, ভালই জানে হিউগ। ম্যাকের কথা ভাবল সে একবার। নিশ্চয়ই ওকেও মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কেন যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায় না, এত সহজে ম্যাককে মেরে ফেলা সম্ভব বলে মনে করে না হিউগ। সরু একটা খাদ পেরোচ্ছে তিনজন। থামল হিউগ।

'এই সেই জায়গা?' আশান্বিত হয়ে ঘুরে তাকাল জ্যাক।

'বুঝতে পারছি না,' আমতা আমতা করতে লাগল হিউগ।

'কোন জাতের গর্দভ তুমি?' মুহূর্তে তেতে উঠল জ্যাকের কণ্ঠ। 'কোথায় ক্যাম্প করেছিলে মনে করতে পারছ না?'

'যেখানে ক্যাম্প করেছি সেখানেই সোনা লুকিয়েছি এমন কথা একবারও বলেছি তোমাকে?'

'বলোনি। কিন্তু তাই তো করেছ, তাই না?'

'হয়তো।'

ঘোড়া ত্যাগ করল হিউগ। বাকি দু'জনও অনুসরণ করল তাকে। জায়গাটা নয়নাভিরাম। পাহাড়সারি পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে এক ফালি রূপালি হাসি। ঝরণা।

'এই ঝরণার কথা ভোলার কথা নয় কারও,' দৃঢ় স্বরে বলল জ্যাক শ'।

ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবারলি।

'এটাই সেই জায়গা, তাই না?' এবার স্পষ্ট শাসানি জ্যাকের কণ্ঠে।

'ওখানে,' আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল হিউগ। নিঃসঙ্গ একটা অ্যাসপেন দাঁড়িয়ে আছে। 'ওটার দু'কদম দূরে। লম্বা করে কদম ফেলতে হবে।'

চরকির মত ঘুরে গেল ওস্তাদ-সাগরেদ। নিষ্পলক তাকিয়ে রইল গাছটার দিকে। কাঁপা পায়ে এগিয়ে গেল এবারলি। 'কেউ কোনদিন এখানে গর্ত খোঁড়েনি,' ঘোষণা করল সে।

'আমরা জানতাম আমরা কি করছি,' দৃঢ় কণ্ঠে এবারলির সন্দেহ উড়িয়ে দিল হিউগ। 'এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করার চিহ্ন রেখে যাব, এমন উজবুক ভেবেছ বুঝি আমাদের? কি ভাব সবাইকে তুমি? তোমার মত হাঁদারাম?'

আপত্তিকর বিশেষণটা কানে যেতেও ভাবান্তর হলো না এবারলির। দু'জনেই অবিশ্বাস ভরে তাকিয়ে আছে হিউগের দিকে।

'এবারও যদি ব্যাপারটা মিথ্যে প্রমাণিত হয়, তাহলে---।' হুমকিটা অসমাপ্ত রেখে এবারলির দিকে ঘুরল জ্যাক। 'শাবল বের করো। খুঁড়তে শুরু করো। তুমিও,' হিউগকে নির্দেশ দিল সে।

মাটি খুঁড়তে শুরু করল, ওরা। তিন ফুট গভীর করে গর্ত খোঁড়া হলো। কিন্তু সোনার কোন পাত্তা নেই।

'থামো,' বিষাক্ত র‍্যাটলের মত হিসিয়ে উঠল জ্যাক। 'এসব কি? ফের ধাপ্পাবাজি?'

'না,' হিউগ অবিচল। 'গভীর করে খোঁড়া হয়েছিল গর্ত।'

গভীরতা আরও দু'ফুট বাড়ল গর্তের। বালি ছাড়া আর কিছু নেই, ক্লান্তি বোধ করছে হিউগ। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

ঠাণ্ডা স্বরে গাল বকল এবারলি, 'হারামির বাচ্চা।'

'মনে হয়েছিল এটাই সেই জায়গা। হয়তো ভুল হয়েছে আমার,' সাফাই গাইল হিউগ।

'ঠিক আছে,' বলল জ্যাক। 'আর কখনও যাতে ভুল না হয় সেই ব্যবস্থা করছি।'

হাত মুঠো পাকিয়ে এগোল সে। তৈরি ছিল হিউগ। শাবলের চ্যাপ্টা মাথাটা সবেগে নামিয়ে আনল জ্যাকের মাথায়। দয়া মায়ার ধার ধারেনি সে। বিকট 'ঘোঁৎ' আওয়াজ করে কাটা কলাগাছের মত দড়াম করে আছড়ে পড়ল জ্যাক জ্ঞান হারিয়ে। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে এবারলির দিকে ঘুরল হিউগ। নিজের শাবলটা তুলতে শুরু করেছে মোটা লোকটা। দ্রুত শাবল চালাল হিউগ।

সেই মুহূর্তে তার পাশ থেকে বাতাসে শিস্ কেটে কিছু ছুটে গেল। এবারলিকে আঘাত করল জিনিসটা। স্তম্ভিতের মত নিজের বুকের দিকে তাকাল এবারলি। লম্বা সরু তীরটা পোশাক ফুঁড়ে পাঁজরের ভেতর গেঁথে গেছে। সময় যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। ধীরে, খুব ধীরে তীরটা টেনে বের করার চেষ্টা করল এবারলি। তারপর হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। আর কখনও সোনার ভাগ চাইবে না সে। ওদিকে জ্ঞান ফিরে

এসেছে জ্যাক শ'-র। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে এব্বারলির দিকে। চোখে স্পষ্ট ভীতি। এসে গেছে অ্যাপাচিরা, বুঝতে পেরেছে সে।

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ম্যাক। পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে সে আর চার্লি। ক্যাম্প ফায়ারের আগুন অ্যাপাচিরাই জ্বেলেছে নিঃসন্দেহে। ওদের হাতে এক বা একাধিক বন্দী আছে এটাও স্পষ্ট।

চার্লিকে উঁকি মারতে পাঠাল ম্যাক। ক'জন অ্যাপাচি আছে দলটাতে জানা দরকার। হিউগ ওদের বন্দী কিনা বুঝতে পারছে না। জানতে হবে। না জানলে চলছে না। অবশ্য বন্দী হিউগ ছাড়া অন্য কেউ হলেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এভাবে কাউকে চোখের সামনে মরতে দেয়া যায় না। ফিরে এল চার্লি।

'ক'জন রয়েছে ওখানে?' ইংরেজিতে প্রশ্ন করল ম্যাক।

'জনা ছ'য়েক,' চার্লিও ইংরেজিতেই উত্তর দিল।

'বন্দীকে চিনেছ?'

'অ্যাপাচিদের ভিড়ে দেখা যায়নি। সম্ভবত দু'জন বন্দী রয়েছে ওখানে।' ওকে ইংরেজি বলতে দেখে হেসে উঠল ম্যাক মনে মনে। কায়দা করে ওকে ইংরেজি বলতে বাধ্য করেছে ম্যাক। ব্যাটা পাপাগো ব্যাপারটা টের পাওয়ার আগেই পা দিয়ে ফেলেছে ওর ফাঁদে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল চার্লি। হাত ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল ম্যাক। কান পাতল দু'জন। একটা ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। 'দক্ষিণ থেকে আসছে,' ফিস ফিস করে জানাল চার্লি।

'সাদা মানুষ?'

'সম্ভবত।'

আবার কান পাতল ম্যাক। আওয়াজ শুনে মনে হয় ঘোড়াটা ক্লান্ত। কে জানে ইণ্ডিয়ানরাও এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কিনা!

'চার্লি, ঘোড়াগুলো নিয়ে এখানে থাকো। আমি দেখছি।' পা টিপে

টিপে ছুটল ম্যাক। কিছু দূর দৌড়ে গিয়ে থামল। খুবই ক্লান্ত ঘোড়াটা। আরোহীও। থেমে থেমে চলছে।

পাঁচ মিনিট পর অশ্বারোহীর আবছায়া মূর্তি দেখা গেল। 'দাঁড়াও!' নিচু স্বরে হুকুম করল ম্যাক।

থামল অশ্বারোহী। বোঝা যাচ্ছে তেমন দীর্ঘদেহী নয় সে। একটু কৃশকায়।

'ম্যাক?' মৃদু স্বরে ডাকল অশ্বারোহী।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না ম্যাকের। জুলি! এখানে! দ্রুত কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল সে মেয়েটাকে। 'তুমি এখানে কি করছ? জ্যাকের সঙ্গে আসোনি জানি। চার্লি স্টোর হাউসে দেখে এসেছে তোমাকে।'

'ঠিকই দেখেছে,' ক্লান্ত স্বরে বলল জুলি। 'জ্যাকের সাথে আসার প্রস্তাব প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে বুঝলাম ভুল করেছি। ভেবেছিলাম মারা গেছ তুমি। জ্যাক তাই বলেছিল আমাকে। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। অসহায় বোধ করছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, এখনও কিছু করার আছে আমার। হয়তো ওদের সাথে থাকলে তোমার ভাই হিউগকে বাঁচানোর একটা উপায় পেয়েও যেতে পারি। তোমার জন্য অন্তত এটুকু করা কর্তব্য ভেবেছিলাম।'

'বোকা মেয়ে,' নরম গলায় তিরস্কার করল ম্যাক। 'অ্যাপাচিদের হাতে পড়তে পারতে তুমি।' ঘোড়াটার লাগাম হাতে জড়িয়ে নিল ও। 'এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো, যেতে যেতে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।'

ঘটনার আকস্মিকতায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে ম্যাক। চার্লির পাঁচশো গজের মধ্যে পৌঁছুবার আগে কয়োটের ডাক ডেকে সঙ্কেত দেবার কথা মনেই ছিল না। তবে খুন হয়ে যাবার আগে মনে পড়ায় সেম সাইড হলো না শেষ পর্যন্ত।

মেয়েটিকে লড়াইয়ের ভেতর জড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই ম্যাকের।

কিন্তু জুলি ওসব শুনতে মোটেও রাজি নয়। পরিস্থিতি যেমনই হোক, ম্যাকের পাশাপাশি থাকতে চায় সে। একসময় ক্লান্ত হয়ে তর্কে ক্ষান্ত দিল ম্যাক।

'খামোকা ভাবছ তুমি,' হাসি মুখে পরাজিত ম্যাকের উদ্দেশে তর্কের উপসংহার টানল জুলি। 'পশ্চিম টেক্সাসের এক বাথান মালিকের মেয়ে আমি। বারো বছর বয়সেই কোম্যানচ আক্রমণের সময় বাবার পাশে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছি। কেবল পুরুষরাই বুলেট টার্গেটে লাগাতে পারে কেন ভাব? অস্ত্র হাতে পুরুষ মহিলা সবাই সমান।'

'বিয়ের আগেই বিপত্নীক করতে চাও দেখছি আমাকে,' মৃদু হেসে ঠাট্টা করল ম্যাক।

'বরং বিধবা হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না আমি,' সতেজ কণ্ঠে সপ্রতিভ জবাব এল।

'টেক্সাসের মেয়েরা হবু স্বামীর সাথে বড় তর্ক করে দেখছি।'

'তারা হবু স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে গুলিও ছুঁড়তে জানে।'

জুলি লড়াইতে নামলে কোন আপত্তি নেই তার, জানিয়ে দিল চার্লি। সে ঘোড়া পাহারায় থাকবে।

কিভাবে কি করতে হবে, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। পাহাড়ের চুড়োয় রাইফেল হাতে থাকবে জুলি। ম্যাক থাকবে নিচে। ম্যাককে কাভার করবে জুলি। গোলাগুলি শুরু হওয়ামাত্র ঘোড়া নিয়ে উপত্যকায় ঢুকে পড়বে চার্লি। বন্দীকে তুলে নিয়ে চম্পট দেবে ওরা। রাতের শেষ দিকে হামলা চালানোই যুক্তিযুক্ত। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তখন অ্যাপাচিরা। রাত এখনও অনেক বাকি। খামোকা জেগে থেকে শক্তি অপচয়ের মানে হয় না। পালা করে একজন পাহারা দেবে, অন্যেরা এই সুযোগে ঘুমিয়ে নেবে, সিদ্ধান্ত নিল ম্যাক রেমিংটন। প্রথমে পাহারা দেবার দায়িত্ব নিল চার্লি।

চার্লির ধাক্কায় যখন ম্যাকের ঘুম ভাঙল, মনে হলো মোটেও ঘুমোয়নি ও। জুলিকে তুলে দিল ম্যাক। চটপট তৈরি হয়ে নিল সবাই।

'তোমার সাথে চুড়ো পর্যন্ত যাব আমি,' জুলিকে বলল ম্যাক। 'তোমাকে সঠিক পজিশনে বসিয়ে দিয়ে নেমে আসব। অ্যামুনিশন কম। কাজেই শিওর না হয়ে গুলি করবে না।'

'কিচ্ছু ভেব না তুমি,' মৃদু স্বরে বলল জুলি।

চার্লি চলে গেল ঘোড়াগুলোর কাছে। জুলিকে নিয়ে রওনা হলো ম্যাক। পশ্চিম চুড়োটা উপত্যকার ওপর কারনিসের মত ঝুলে আছে। ওটাই উপযুক্ত পজিশন। যথাসম্ভব আওয়াজ না করার চেষ্টা করছে ওরা।

'মেসকিটে স্যালুন চালাতে এত ঝামেলা পোহাতে হত নাকি?' চাপা স্বরে জানতে চাইল ম্যাক। মেয়েটাকে অন্যমনস্ক করে তার উত্তেজনা কমাতে চাইছে।

'জীবিকা নির্বাহের জন্য এ ছাড়া আর উপায় ছিল না আমার। বাবা বেহিসাবি মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর সময় বিশাল এক ঋণের বোঝা ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেননি আমার জন্য।'

মেয়েটাকে দুটো বোল্ডারের ফাঁকে বসিয়ে দিল ম্যাক। তার কোমল কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। নামতে শুরু করল তরতর করে। খানিক বাদেই শুরু হলো উপত্যকা। এখন আর হেঁটে এগোনো নিরাপদ নয়। ক্রল করে এগোতে শুরু করল ম্যাক।

অ্যাপাচি ক্যাম্পের কাছাকাছি হতে ওদের অসতর্কভাবে ক্যাম্প করার কারণ বুঝতে পারল ম্যাক। বাতাসে তীব্র মদের গন্ধ। যেভাবেই হোক, প্রচুর মদ হাতে পড়েছে ওদের। তার উদার সদ্ব্যবহার করেছে অ্যাপাচিরা। বেশ নিশ্চিন্তভাবে এলোপাতাড়ি পড়ে ঘুমোচ্ছে। এমনকি পাহারাদারও নিজের জায়গায় ঘুমে বিভোর। কোন বিপদের আশঙ্কা করলে এমন অসতর্ক হওয়া সম্ভব নয়। নাকি এতদিন রিজার্ভেশনে থেকে স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ খুইয়ে বসেছে দলটা?

একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে ক্যাম্পটা দেখছে ম্যাক। জেগে আছে এমন একজনও চোখে পড়ল না। হঠাৎ একটা দেহ নড়ে উঠল। ঘুমে টলমল পায়ে অন্ধকার কোণের দিকে এগোল লোকটা। পানি পড়ার

আওয়াজ ভেসে এল সামান্য পরে। লোকটার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে ম্যাক।

নিভু নিভু হয়ে এসেছে ক্যাম্প ফায়ার। আবছা আলোয় পাথরের একটা স্তূপ দেখা গেল বাঁ দিকে। বিশ গজ দূরে। বুকে হেঁটে সেটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল ম্যাক। আগুনের পাশে শুয়ে থাকা লোকগুলো এখন রিভলভারের বুলেটের আওতায় এসে গেছে।

লোকটা ফিরে আসতে প্রথম গুলিটা করল ম্যাক। মিস্ হবার প্রশ্নই ওঠে না। ট্রিগার টানার সঙ্গে সঙ্গে একযোগে সবাই মাথা তুলে স্প্রিঙের মত যে যার পায়ে খাড়া হয়ে গেল। বিভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সেই সঙ্গে যে যার অস্ত্রের উদ্দেশে ছুটছে। নেশার ঘোরে জায়গামত ওগুলো গুছিয়ে রাখেনি বলে খুঁজে পেতে অসুবিধে হচ্ছে এখন। ওরা আড়াল নেবার আগেই দ্বিতীয় গুলিটা করল ম্যাক।

দেখেশুনে বিশালদেহী একটা অ্যাপাচিকে বাছল ম্যাক। আগুনের পাশে ছিল লোকটা টলে উঠে আগুনেই পড়ল। পরমুহূর্তে যন্ত্রণায় ত্রাহি ডাক ছেড়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল। লোকটার গায়ে একটা নতুন আর্মি কোট। এ মুহূর্তে আগুনের পতাকা হয়ে গেছে ওটা। বুকে গুলি খেয়েছে লোকটা। নিশ্চয়ই কোন অফিসারকে খুন করে হাতিয়েছে কোটটা। গুলিতে না মরলে ওই কোটের শোকেই মারা যেত হয়তো অ্যাপাচিটা।

সঙ্গীর পরিণতি দেখে অপেক্ষাকৃত তরুণ এক অ্যাপাচির মাথা খারাপ হয়ে গেল। ম্যাকের অবস্থান এখন আর গোপন নেই। সেদিকে ছুরি হাতে ছুটে আসতে লাগল সে, উন্মত্ত গতিতে।

গুলি করল ম্যাক। অদৃশ্য কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাপাচি। মুখ নামিয়ে অবিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ক্ষতটা দেখল। তারপর ঢলে পড়ল মাটিতে।

মাথার ওপর এতক্ষণে গর্জে উঠেছে রাইফেল। বাকি তিনজন অ্যাপাচিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিমেষে হাওয়া হয়ে গেছে যেন তারা। এবার আসল বিপদ শুরু। বন্দী লোকটাকে বা লোকগুলোকে

কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই আগুনের বিপরীত দিকের তাঁবুর ভেতর রয়েছে সে বা তারা। তাঁবুটা আর্মি তাঁবু। এটাও লুটের মাল নিঃসন্দেহে। হিউগ ওখানে আছে কিনা জানতে হলে ওখানে ঢুকতে হবে ওকে। অ্যাপাচিরাও নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছে তা। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। একটা সুবিধে এর মাঝেও আছে। ম্যাককে খোলা জায়গায় কাভার করবে জুলি।

মাথা নিচু করে খেপা ষাঁড়ের মত ক্যাম্পের দিকে ছুটল ম্যাক। দেখা গেল, সময় মতই তাঁবুতে ঢুকেছিল ও। ভেতরেই পাওয়া গেল বন্দী দু'জনকে। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। তাঁবুর ভেতর একজন অ্যাপাচিও রয়েছে, বিশাল এক কাঠের গদা তার হাতে। একজন বন্দীর মাথায় ওটা নামিয়ে আনতে যাচ্ছিল সে অ্যাপাচিরা ঠিকই আন্দাজ করেছে, বন্দীদের ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই আক্রমণ করা হয়েছে তাদের। কাজেই আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য বিফল করার প্রাথমিক আয়োজন করছে লোকটা।

কিন্তু বাকি দু'জন অ্যাপাচি কোথায় গেল? সমস্যাটা নিয়ে দু'এক সেকেণ্ডের বেশি চিন্তা করার সময় পেল না ম্যাক। ছুটে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মেরে বসল অ্যাপাচির পিঠে। তাল হারিয়ে হুড়মুড় করে বন্দীদের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা। কাঠের গদা ছিটকে পড়ল দূরে। চুলের মুঠো ধরে লোকটাকে দাঁড় করাল ম্যাক। তারপর সর্ব শক্তিতে ঘুসি মারল তার পেটে। যন্ত্রণায় হাঁ হয়ে গেল অ্যাপাচির মুখ। সব বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে।

সময় দিল না তাকে ম্যাক। নির্দয়ভাবে মারতে লাগল। পাল্টা আঘাত হানার সুযোগই পাচ্ছে না অ্যাপাচি।

হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা এক সময়। মনে হলো জ্ঞান হারিয়েছে। উপুড় হয়ে তার পাশে বসল ম্যাক। সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছে কিনা দেখা দরকার।

কাল কেউটের ফণার মত ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাতে

ঝক্‌ঝকে একটা ছুরি। কাপড়ের ভেতর কোথাও লুকোনো ছিল।

বিদ্যুৎ গতিতে দু'হাত সরে গেল ম্যাক। ক্রুর ভঙ্গিতে হাসল অ্যাপাচি। এবার ম্যাককে বাগে পেয়েছে সে। বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করল দু'জন অপরিসর তাঁবুর ভেতর। দু'জনই চাইছে অপরজন আগে আক্রমণ করুক।

কিন্তু খেলা করার সময় নেই ম্যাকের। আরও দু'জন অ্যাপাচি রয়েছে বাইরে কোথাও এবং প্রায় অরক্ষিত রয়েছে জুলি। গুলি করলে শব্দ শুনে ওর অবস্থান বুঝে ফেলবে অ্যাপাচিরা। ছুটে আসবে বিন্দুমাত্র দেরি না করে।

বাঁ পা সামনে বাড়িয়ে ফলস্ স্টেপ নিল ম্যাক। ফাঁদে পা দিল অ্যাপাচিটা। ছুরি ধরে এগোল। লাথি চালাল এবার ম্যাক। ঠিক অ্যাপাচিটার ছুরি ধরা হাতের কনুই সই করে। মুঠো থেকে ছুটে চলে যাচ্ছিল ছুরিটা। লাফিয়ে উঠে ধরে ফেলল ম্যাক। মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিল লোকটা ম্যাকের ওপর। দয়ামায়ার ধার ধারল না ম্যাক। তীক্ষ্ণধার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল লোকটার বাঁ পাঁজরের সামান্য নিচে।

বিকট চিৎকার করে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। সেদিকে না তাকিয়ে বন্দীদের দিকে মনোযোগ দিল ম্যাক।

আনন্দে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো ওর। ওদের দু'জনের একজন হিউগ। অন্যজন জ্যাক শ'।

এতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে লড়াই দেখছিল হিউগ। এবার মৃদু হাসল। কথা না বাড়িয়ে চটপট তার বাঁধন খুলে দিল ম্যাক। 'জলদি চলে এসো,' বলে দরজার দিকে ঘুরল।

গায়ে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন হিউগ আর জ্যাক শ'য়ের। তা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল হিউগ। ম্যাকের পিছু নিল।

'আর আমি?' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক শ'।

'তুমি এখানেই থাকো,' বলল ম্যাক। 'তোমার বাঁধন খুলে ঝামেলা বাড়াতে চাই না।'

তাঁবুর বাইরে পা রেখে চার্লিকে এক অ্যাপাচির পিঠের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখল ম্যাক। পিঠে বাঁট পর্যন্ত গাঁথা ছুরি নিয়ে নিশ্চল পড়ে আছে অ্যাপাচিটা।

অবশ্য চার্লিও অক্ষত নেই। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। ঘা খেয়েছে ছুরির।

মাথার ওপর রাইফেলের আওয়াজ শুনে একযোগে তিনজনই সেদিকে তাকাল। পাহাড়ের খাঁজে রাইফেল হাতে জুলিকে দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শেষ অ্যাপাচিটাকেও দেখা গেল। পাহাড় বেয়ে টিকটিকির মত উঠে যাচ্ছে সে জুলির দিকে। দেখতে পেয়েছে তাকে মেয়েটি, কিন্তু ঠেকাতে পারছে না। গুলি করলেই সরীসৃপের মত পাহাড়ের গায়ে সেঁটে যাচ্ছে অ্যাপাচি, মিস্ করছে জুলি। বুঝল ম্যাক, বিপদে পড়তে যাচ্ছে মেয়েটি, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে স্টক শেষ করে ফেলছে ক্রমেই। কাজের কাজ হচ্ছে না। ওদের দু'জনের ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলবে ওকে অ্যাপাচি।

কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করে ছুটল ম্যাক। মৃত অ্যাপাচির পিঠ থেকে টান মেরে ছুরিটা খসিয়ে নিয়ে চার্লিও ছুটল তার পিছন পিছন। যথাসম্ভব দ্রুত উঠে যেতে লাগল পাহাড়ের গা বেয়ে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন, বিপজ্জনক। হাত বা পা একবার ছুটে গেলেই নিচে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে মাথা। কিন্তু সে দুশ্চিন্তা মাথায় স্থান দিল না ম্যাক। রেমিংটনের আওতায় পেতে চায় অ্যাপাচিটাকে।

একটু থেমে ওপরে তাকাল ম্যাক। নাগালের বাইরে রয়েছে শত্রু এখনও, প্রায় দ্বিগুণ বেগে উঠে যাচ্ছে। ওদিকে একটু আগেও যেখানে ছিল জুলি, সেখানে নেই সে। গেল কোথায়? হয়তো বসে পড়ে রাইফেল লোড করছে। নাকি গুলি ফুরিয়ে গেছে? আশঙ্কাটা শক্তি জোগাল ম্যাককে, গতি আরও দ্রুত হলো তার। পাশে ফোঁস ফোঁস দম ফেলার আওয়াজে অবাক হয়ে তাকাল ও।

চার্লি।

দুই সারি দাঁতের ফাঁকে ছুরিটা কামড়ে ধরে তর তর করে উঠে আসছে। ম্যাককে অতিক্রম করল লোকটা, পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল অনায়াস গতিতে। এই সময় থেমে পড়ল অ্যাপাচিটা, নিচে তাকাল। ওদের দেখে চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার। আঁতকে উঠল ম্যাক। এমন এক জায়গায় রয়েছে ও, নিজেকে সামাল দিতে দু'হাতই কাজে লাগাতে হচ্ছে। রেমিংটনটা দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে সে। গুলি করবে, সে পথ নেই। অবস্থান আরেকটু দৃঢ় না করা পর্যন্ত কিছুই করার উপায় নেই। প্রমাদ গুণল ম্যাক। ব্যস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল অ্যাপাচি। হাতের কাছে সের পাঁচেক ওজনের একটা পাথর দেখতে পেয়ে তুলে নিল চট্ করে। তার সরাসরি নিচে রয়েছে ম্যাক, তার মাথা সই করে ছুঁড়ে মারল ওটা।

সভয়ে চোখ বুজল ম্যাক, যথাসম্ভব সেঁটে গেল পাহাড়ের গায়ে। পরমুহূর্তে চার্লির ডান হাত দ্রুত একটা ঝাঁকি খেল, রঙধনুর মত বাঁকা পথ ধরে উড়ে গেল তার ছুরিটা। মাঝপথে একবার ঝিকিয়ে উঠল ওটা, পরক্ষণেই ঘ্যাঁচ করে বিঁধে গেল অ্যাপাচির পিঠে। অবাক চোখে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাপাচিটা, যেন বুঝতে পারছে না কোত্থেকে কি ঘটে গেল। পরক্ষণেই একটা ডিগবাজি খেয়ে নিচের দিকে রওনা হলো সে।

পনেরো

দুপুরের কড়া সূর্য দায়িত্ব পালনে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। উঁচু নিচু পাহাড়ি পথ ভাঙছে ঘোড়াগুলো।

সবার আগে রয়েছে জ্যাক শ'। একটা ইণ্ডিয়ান পনির পিঠে রয়েছে সে। হাত দুটো বাঁধা। পা দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে সে কোনমতে।

অন্য চারজন ঠিক তার পিছনেই রয়েছে। নোংরা, ক্লান্ত। তবু তৃপ্ত এবং উৎফুল্ল সব ক'টা মুখ। কেবল জ্যাক শ'ই হাঁড়ির মত করে রেখেছে চেহারা।

ফের ঝরণার কাছে ফিরে গিয়েছিল সবাই। আসলে ওখানেই সোনা পুঁতে রেখেছিল মাইনাররা। কেবল যেখানটা খুঁড়েছিল হিউগ ও এবারলি, তার মাত্র হাত ছ'য়েক দূরে। মাটির মাত্র দু'ফুট নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সোনার স্যাকগুলো। তুলে আনতে কোন কষ্টই হয়নি ওদের। এই মুহূর্তে তিনটে ইণ্ডিয়ান পনি স্যাকগুলোর বোঝা বইছে। নিজের অজান্তেই বার বার সেদিকে নজর চলে যাচ্ছে জ্যাক শ'য়ের।

'তো,' নীরবতা ভাঙল ম্যাক 'এখন মেসকিটে ফিরে গিয়েই আস্ত একটা স্যালুনের মালিক বনে যেতে পারবে। তাই না?' জুলির উদ্দেশে বলল ম্যাক।

পুরো সোনা হিউগের অনুরোধে তিন ভাগ করা হয়েছে। যদিও চার ভাগ করতে চেয়েছিল সে। তার নিজের, জুলি, চার্লি ও ম্যাকের জন্যে। কিন্তু বহু সাধ্য সাধনা করেও ম্যাককে এক ছিটে সোনাও গছাতে পারেনি সে। রাজি হয়নি ম্যাক। সে তার সরকারী দায়িত্ব পালন করেছে। উদ্ধার করা সোনার ভাগ নেয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

'স্বাধীন হয়ে গেল তাহলে মিস ওয়েবার,' উজ্জ্বল চেহারায় বলল হিউগ।

'উঁহুঁ, আরও পরাধীন,' লালচে হয়ে উঠেছে জুলির গাল।

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল হিউগের।

'মেয়েলি স্বভাব,' বিব্রত মুখে ব্যাখ্যা করল ম্যাক। 'সংসার পাতার জন্য পাগল হয়ে যায়। যখনই সব ঠিকঠাক হয় অমনি নিজেকে পরাধীন ভাবতে শুরু করে দেয়।'

'কিন্তু মিস ওয়েবার তো বিবাহিতা নয়? সে, মানে...' প্রথমে ম্যাক

তারপর জুলির দিকে তাকিয়েই থেমে গেল হিউগ। রহস্যটা বুঝতে পেরেছে। 'ওহ্, আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার? নিশ্চই গোবর আছে আমার মাথায়। দু'জনকে পরস্পরের নাম ধরে ডাকতে দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে উঠল হিউগের চেহারা। 'নিজেদের তো ব্যবস্থা করে ফেললে। এদিকে আমার ব্যাপারটা...'

'আমার ব্যাপারটা নিয়ে কি ভাবলে?' বেরসিকের মত তেতো স্বরে নাক গলাল জ্যাক শ'। ম্যাকের হাতে বন্দী হবার পর এই প্রথম কথা বলল সে। 'আমাকে আটকে রাখার কোন যুক্তি নেই তোমার, ম্যাক। মেয়েটাকে পেয়েছ তুমি। সোনাও নিয়েছ। এখন আর আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? ছেড়ে দাও। দূর হয়ে যাই। তোমারও ঝামেলা কমে যায়,' যুক্তি দেখাল সে।

'কিন্তু বেশ ক'টা খুনের ব্যাপারে তোমার সাথে আলাপ ছিল যে।'

'কে না কে খুন হলো, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন?'

'মাথা ব্যথার কারণ আছে। ওটা আমার পেশা।'

ঘোড়া থামিয়ে ফেলল ম্যাক। দেখাদেখি সবাই থামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ম্যাক। এগিয়ে গেল জ্যাক শ'য়ের কাছে। তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ওয়ারেন্টটা বের করল। নিজের পকেট থেকে বের করল একটা পেনসিল। তারপর কাগজটা হাঁটুর ওপর রেখে কিছু লিখল তাতে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জ্যাকের মুখ। 'কি লিখলে?'

কাগজটা তুলে তাকে দেখাল ম্যাক। শিথিল গলায় পড়ল জ্যাক শ, 'জ্যাক শ'।' কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে রইল সে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কাজ করতে পারো না তুমি! আমার কি অপরাধ শুনি?'

'প্রথমত তোমাকে গ্রেফতারের জন্যই আমি এই ওয়ারেন্ট নিয়ে বেরিয়েছিলাম। প্রেসকটে ষোলো বছরের এক কিশোরকে হত্যা করার অপরাধে গ্রেফতার করা হলো তোমাকে। ওয়ারেন্টে সই করেছে

টেরিটোরিয়াল জাজ। আর আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে আইনের হাতে তুলে দেয়া। তাছাড়া,' দম নিয়ে বলল ম্যাক। 'স্টোরে তোমার হুকুমে যে হত্যালীলা চলেছে তার সাক্ষী আমি সহ আরও অনেকেই। এমনকি সিয়েরায় তোমার হুকুমে আরও একজন মাইনার খুন হয়েছে। সে সাক্ষ্য দেবে হিউগ।'

'ওই ষোলো বছরের ছেলেটা, মানে ম্যাথিউ আর্নল্ডের খুনের সাথে আমাকে জড়াতে পারো না তুমি। প্রমাণ কোথায়?'

'প্রমাণ আছে, জ্যাক,' শান্ত গলায় বলল ম্যাক। 'আমি কি একবারও বলেছি ওর নাম ম্যাথিউ আর্নল্ড? তাছাড়া তোমার হাত বাঁধার সময় তোমার জ্যাকেটের হাতা তুলে আসল প্রমাণটা দেখে নিয়েছি আমি।'

রক্তশূন্য দেখাল জ্যাক শ'য়ের চেহারা। 'তার মা-মানে?'

'মানে অতি সহজ। তুমি ভেবেছিলে দোকান ডাকাতির সময় তোমার গুলিতে তৎক্ষণাৎ মারা গেছে ম্যাথিউ। আসলে মারা সে গিয়েছিল ঠিকই, তবে তোমার বারোটা বাজানোর পরে। মরার আগে তোমার চেহারার বর্ণনাসহ একটা লিখিত বিবৃতিতে সই করে রেখে গেছে সে। ছেলেটা বাঁ হাতের কব্জির একটু ওপর থেকে কনুই পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখেছিল তোমার হাতে।'

মুখ ঘুরিয়ে নিল জ্যাক শ'। তর্ক করার মত আর কোন যুক্তি নেই তার হাতে। ফের ঘোড়ায় চাপল ম্যাক।

স্টোরের গেট হা হা করছে। ভেতরে ঢুকে ঘোড়ার পিঠ ছাড়ল ম্যাক। জুলিকে নামতে সাহায্য করল। বিষণ্ন দেখাচ্ছে হিউগকে।

সেদিকে তাকিয়ে ম্যাকের হাতে চিমটি কাটল জুলি। হাসল ম্যাক।

'ও হ্যাঁ,' হিউগের উদ্দেশে বলল ম্যাক। 'তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেবার কথাও ভেবেছি আমরা।'

চমকে তাকাল হিউগ। হঠাৎ করেই যেন দুনিয়ার ওপর আগ্রহ ফিরে এসেছে তার আবার।

'একেবারে গর্দভ নই আমরা। তাই না, জুলি?' সহানুভূতির সাথে

বলল ম্যাক। 'স্টোর মালিকের মেয়ের প্রতি তোমার আগ্রহ আমরা লক্ষ করিনি তা তো আর নয়।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হিউগের চেহারা। দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে এল সে ওদের দিকে। 'হ্যাঁ, মানে ঠিকই ধরেছ...'

'না, না, কিচ্ছু বলতে হবে না তোমার। সব জানি আমরা। ঘরে ঢুকে প্রথমেই বেলির সাথে কথা বলে সব ঠিক...'

'অ্যাঁ। না, বেলি নয়!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল হিউগ।

'বেলি নয়?' বিস্মিত দেখাল ম্যাককে। 'শুনেছ? বেলি নয়।' জুলির দিকে ফিরল সে। 'তাহলে স্টোরমালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না হিউগ।'

'না, না, চাই,' গলার স্বর চড়ে গেল হিউগের। 'তবে বেলিকে নয়। শেরিকে।'

হাসি ঠেকান দায় হয়ে উঠল জুলির। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল সে। সঙ্গে যোগ দিল ম্যাক আর হিউগ।

একটু পরে আরেকটি কণ্ঠ যোগ হলো ওদের সাথে। হাসতে শুরু করেছে চার্লিও।

হাসছে না কেবল একজন। জ্যাক শ'।

মুখ বাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকাল সে। ভয়ানক আক্রোশে জ্বলছে দুই চোখ।

* * *